মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার এ উম্মত আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। পরকালে তারা (স্থায়ীভাবে) আযাব ভোগ করবে না। বরং (পাপের কাফফারা হিসাবে) দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে- ফেৎনা-ফাসাদ, ভূমিকম্প এবং হত্যাকাণ্ড' *(আবূদাঊদ হা/৪২৭৮; মিশকাত হা/৫৩৭৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২৫

ভারতে সংশোধিত ওয়াক্বফ আইন : মুসলমানদের উপর নতুন আঘাত

وقف بورڈ
WAQF BOARD
ভারত
বাংলাদেশ
ওয়াক্বফ আইন বাতিল করুন
বাতিল করুন!

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٨ العدد : ٨ ذوالقعدة و ذوالحجة ١٤٤٦ه/ مايو ٢٠٢٥
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৯ম সংস্করণ
হজ্জ ও ওমরাহ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পবিত্র যুলহিজ্জাহ মাসে বই দু'টি নিজে পড়ুন ও অন্যদের মাঝে বিতরণ করুন!
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com
অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের থ্রিডি ভিউ

নির্মাণাধীন মসজিদ

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ **৮ম সংখ্যা**

যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ ১৪৪৬ হি.
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বাং
মে ২০২৫ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
◆ হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
◆ হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
◆ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
◆ তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
◆ ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক	
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**

▶ ভারতের নতুন ওয়াক্বফ আইন বাতিল করুন! ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার উপায় *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৩
-ড. নূরুল ইসলাম
▶ সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা *(৩য় কিস্তি)* ০৮
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৩
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
▶ যে আমলে সম্মান বাড়ে ১৬
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◆ **ছাহাবী চরিত :**

▶ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ২০
-ড. মুখতার আযহার

◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

▶ সংবিধানে বহুত্ববাদ : নতুন মোড়কে পুরনো মদ ২৭
-জুয়েল রানা

◆ **হাদীছের গল্প :**

▶ নবী করীম (ছাঃ)-এর হজ্জের বিবরণ ৩০
-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**

▶ মাদ্রাসা কারিকুলামে কারিগরী শিক্ষা ৩৩
-সারওয়ার মিছবাহ

◆ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**

▶ ঈদ নিছক সংস্কৃতি নয় ৩৮
-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

◆ **কবিতা :** ৪০
▶ ফিলিস্তীন ▶ শাহাদতের তামান্না
▶ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ▶ কুরবানী

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

ভারতের নতুন ওয়াক্বফ আইন বাতিল করুন!

হিন্দুদের স্বার্থে তাদের ‘দেবোত্তর’ সম্পত্তির ন্যায় মুসলমানদের স্বার্থে তাদের ‘ওয়াক্বফ’ সম্পত্তিও ১৯৯৫ সাল থেকে কেবল মুসলিম স্বার্থেই ব্যয়িত হয়ে আসছিল। কিন্তু গত ৫ই এপ্রিল নতুন ওয়াক্বফ বিল পাস করা হয়। যেখানে সে দেশে বসবাসকারী দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু ২০ কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অধিকার লংঘিত হয়েছে। এটা করতে গিয়ে ভারত সরকার তাদের সংবিধানের ১৪, ২৫, ২৬, ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদ লংঘন করেছে। উক্ত ওয়াক্বফ সম্পত্তিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এখন বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গড়িয়েছে। যেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ৪টি পিটিশন জমা পড়েছে। বর্তমান ওয়াক্বফ বিলে দু’জন হিন্দু সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু’জন নারী সদস্য, যিনি বিধবা বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা অনাথ হবেন। মুসলমান সদস্য কেবল তিনি হ’তে পারবেন, যিনি ৫ বছর ইসলাম পালন করেছেন, ওয়াক্বফে দানের অধিকার কেবল তারই থাকবে। অথচ হিন্দুদের ‘দেবোত্তর’ সম্পত্তিতে মুসলমান সদস্য থাকার কোন অধিকার নেই। মোদী সরকার কেন মুসলমানদের ওয়াক্বফ সম্পত্তি দখলে এতটা উন্মুখ? প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে সারা দেশে ওয়াক্বফ সম্পত্তির বিরাট তালিকার মধ্যে। রেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর সবচেয়ে বেশী স্থাবর সম্পত্তির মালিক ভারতীয় ‘ওয়াক্বফ বোর্ড’। আনুমানিক ৯ লাখ ৪০ হাযার একর জায়গা জুড়ে ৮ লাখ ৭০ হাযার সম্পত্তি রয়েছে তাদের হাতে। মোদী সরকার এই বিপুল সম্পত্তির দখল ও পরিচালনার ভার নিজের হাতে নিতে চায়। কংগ্রেসের এক নেতার কথায় মোদীর বিজেপিতে ন্যায়বিচারের কোন অংশ নেই। তারা টোটাল কন্ট্রোলে বিশ্বাসী। সেই কন্ট্রোল পেতে মুসলিম সমাজকে বশ করা যরূরী। প্রয়োজনে ভয় দেখিয়েও। যেমন জীবন ও সম্পত্তি হানির ভয় দেখাচ্ছে উত্তর প্রদেশের হিন্দু সরকারের ‘বুল ডোজার’ নীতি। ধর্মস্থান আইনের তোয়াক্কা না করে দাবী উঠছে মসজিদ খোড়ার। দেখা হচ্ছে সেটার নীচে কোনকালে মন্দির ছিল কি না। তাদের অভিন্ন দেওয়ানী বিধির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের কোনঠাসা করা।

আসাম ও ঝাড়খন্ডে জিগির উঠেছে ‘ল্যাণ্ড জিহাদে’র। মুসলমানরা নাকি যবরদস্তি করে হিন্দুদের জমি লিখে নিচ্ছে। মুসলমানরা নাকি শিক্ষিত ও সংগঠিত হচ্ছে সরকারী দখল নিতে। ভারতের একমাত্র মুসলিম প্রধান রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরের চরিত্র বদল ও দ্বিখণ্ডিত করণের উদ্দেশ্যও হিন্দু আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার আকাংখা। নতুন ওয়াক্বফ আইন এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী টোটাল কন্ট্রোলেরই আরেক অধ্যায়। মুসলিম স্বার্থের ঘোর বিরোধী এই বিলটি সে দেশের উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষেই পাস হয়েছে। লোকসভার ভোটাভুটিতে ২৮৮-২৩২ ভোটে বিলটি পাস হয়। কেবল সংখ্যার জোরে এটি পাস করা হয়েছে। কারণ গণতন্ত্র যুক্তিতে চলে না, চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে। শাসক দল সেই জোরেই এই চরম অনৈতিক ওয়াক্বফ বিলকে পাস করে নিয়েছে। অথচ একই জিনিস হিন্দু বা জৈন এণ্ডাওমেন্ট বোর্ডে অথবা শিখদের গুরু দোয়ারা প্রবন্ধক কমিটিতে করা হচ্ছে না। ফলে গোটা পদক্ষেপটাই অসাংবিধানিক ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী। অথচ ভারতের মুসলিমদের জন্য এই ওয়াক্বফ সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মসজিদ-মাদ্রাসা-ইয়াতীমখানা বা কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ভারতে বহু ভবন ও জমি-জমা এতকাল আইনগতভাবে বৈধ ওয়াক্বফ সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। সেগুলো হয়তো শুধু মুখের কথায় (ওরাল ডিক্লারেশন) বা সামাজিক রীতি-নীতি মেনে দান করা হয়েছিল। যেহেতু সেগুলো বহুদিন ধরে মুসলিম সমাজ ব্যবহার করে আসছে, তাই তাদের ওয়াক্বফ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোন সম্পত্তিকে ওয়াক্বফ বলে দাবী করতে হ’লে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্বফ বোর্ডকে তার স্বপক্ষে বৈধ নথিপত্র জমা দিতে হবে। তাই নতুন ওয়াক্বফ আইনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হ’ল কোনটাকে ওয়াক্বফ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করা হবে, সেই সংজ্ঞাটাই পাল্টে দেওয়া। বিতর্কিত কেসগুলিতে বিশেষ করে সেই জমিটা যদি সরকারী মালিকানাধীন খাস জমি বলে দাবী থাকে, সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার সরকারের উপরেই ন্যস্ত থাকবে। দ্বিতীয়ত নতুন আইনে অমুসলিম ব্যক্তিরাও ওয়াক্বফ বোর্ড ও ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হ’তে পারবেন। তৃতীয়ত এতদিন ওয়াক্বফ সম্পত্তি নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে ওয়াক্বফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু নতুন আইনে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপেরও সুযোগ রাখা হয়েছে। যার অর্থ যেকোন পক্ষ চাইলে আদালতের শরণাপন্ন হ’তে পারবেন। এছাড়া নতুন আইনে দেশের সব ওয়াক্বফ সম্পত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সিস্টেম গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনটি বলবৎ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সব বিদ্যমান ওয়াক্বফ সম্পত্তিকে ঐ রেজিষ্টারে নথিভুক্ত করাতে হবে। নতুন করে কোন সম্পত্তিকে যদি ওয়াক্বফ হিসাবে নথিভুক্ত করাতে হয়, তাহ’লে সেটার জন্য আবেদনও এই সিস্টেমের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট ওয়াক্বফ বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে। কোন ওয়াক্বফ সম্পত্তির সার্ভে বা সমীক্ষা করানোর দরকার হ’লে তাতেও সরকারের ভূমিকা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী থাকবে। বস্তুত তারা এ ক্ষেত্রে ওয়াক্বফ বোর্ডের চেয়েও বেশী ক্ষমতাশালী হবে।

এভাবে নতুন ওয়াক্বফ আইনকে সংস্কারের নামে এমন একটি জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যা ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার চূড়ান্তভাবে লংঘন করেছে। উক্ত আইন পাশের ফলে বহু মসজিদ ও মাদ্রাসার জমি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে বেদখল হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আমরা এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আইনটি পুনর্বিবেচনার জন্য ভারত সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছি। সাথে সাথে সে দেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ অর্থাৎ ২০ কোটি মুসলমানের ধর্মীয় ঐতিহ্য, অধিকার, সংস্কৃতি ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে মুসলমানদের ওয়াক্বফকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা, কবরস্থান ও ইয়াতীমখানাগুলি রাষ্ট্রীয়ভাবে দখলের পথ খুলে দেয়া না হয়। আল্লাহ মুসলমানদের হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার স্বরূপ

-ড. নূরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫. কুরআন মাজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ :

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার অন্যতম উপায় হ'ল, কুরআন মাজীদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা এবং কোনভাবেই এর অবমাননা না করা। ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে কুরআন তেলাওয়াত করা, তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، أَمَرَ تَعَالَى بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ إِعْظَامًا لَهُ وَاحْتِرَامًا 'কুরআন মানুষের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার, হেদায়াত ও রহমত- একথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শনার্থে তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন'।[১]

আধুনিক মুফাস্সির শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী (রহঃ) বলেন, 'প্রত্যেক কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণকারীর জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য। কেননা কুরআন তেলাওয়াতের সময় মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ ও চুপ থাকার জন্য সে আদিষ্ট। আর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ ও চুপ থাকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেলাওয়াতের সময় কথা বলা পরিহার করা অথবা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করা থেকে যা কিছু ব্যস্ত রাখবে তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে চুপ থাকা যায়। পক্ষান্তরে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা মানে হ'ল, কুরআন শ্রবণের সময় কান ও হৃদয়-মন সজাগ রাখা এবং যা শুনে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। কুরআন তেলাওয়াতের সময় যে ব্যক্তি এই দু'টি বিষয়কে আবশ্যক করে নিবে সে প্রভূত কল্যাণ, গভীর জ্ঞান, নিত্য ঈমান নবায়ন, হেদায়াত বৃদ্ধি এবং তার দ্বীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। এজন্য আল্লাহ মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ ও চুপ থাকার শর্তে রহমত প্রাপ্তির কথা বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কারো নিকট কুরআন পাঠ করা হলে সে যদি চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ না করে, তাহলে সে আল্লাহ্র রহমত এবং বহুবিধ কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে'।[২]

এজন্য কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় যেসকল মুমিন বিনম্রচিত্ত হয় না আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা করেছেন এবং এ ব্যাপারে কাফেরদের মতো হওয়া থেকে সতর্ক করে বলেছেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 'মুমিনদের কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় সমূহ বিগলিত হবে আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে? এবং তারা তাদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে তাদের হৃদয়সমূহ শক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের বহু লোক পাপাচারী হয়েছে?' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাইতো বলেছেন,

إِذَا أَرَدْتَ الانْتِفَاعَ بِالْقُرْآنِ فَاجْمَعْ قَلْبَكَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَسَمَاعِهِ، وَأَلْقِ سَمْعَكَ، وَاحْضُرْ حُضُورَ مَنْ يُخَاطَبُ بِهِ، مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ خِطَابٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، قَالَ تَعَالَى : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ-

'তুমি যদি কুরআন দ্বারা উপকৃত হ'তে চাও তাহ'লে কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণের সময় তোমার হৃদয়-মনকে সজাগ রাখবে এবং এমন মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করবে যেন তোমার মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, আল্লাহ এর দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করেছেন। কেননা রাসূলের যবানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর মাধ্যমে তোমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে' *(ক্বাফ ৫০/৩৭)*।[৩]

আজুররী বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালাম (কুরআন) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে তাঁর প্রতিপালক এবং তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও শক্তি, মুমিনদের প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ এবং তার উপর আল্লাহ যেসব ইবাদত ফরয করেছেন তা জানতে পারবে। তখন তার কর্তব্য হবে ওয়াজিব ইবাদতকে নিজের জন্য অবধারিত করে নেওয়া এবং তার মহান প্রতিপালক তাকে যেসব বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং যেসব বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন সেসব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠা। কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণের সময় যার বৈশিষ্ট্য এমনটি হবে, কুরআন তার জন্য আরোগ্যস্বরূপ হয়ে যাবে। তখন সে সম্পদ ছাড়াই ধনী হয়ে যাবে এবং আত্মীয়স্বজন ব্যতীতই সম্মানিত হবে। অন্যরা যা অপছন্দ করে সে তা পছন্দ করবে। কোন সূরা তেলাওয়াত শুরু করার সময় তার লক্ষ্য হবে, আমার তেলাওয়াতকৃত অংশ দ্বারা

---

[১] *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫৮৭।*
[২] *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩১৪।*
[৩] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.), পৃ. ৭।*

আমি কখন উপদেশ গ্রহণ করব? কুরআন খতম করা তার উদ্দেশ্য হবে না। বরং তার উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ্র সম্বোধন আমি কখন বুঝতে সক্ষম হব? কখন আল্লাহ্র নিষেধকৃত বিষয় সমূহ থেকে বিরত হব? কখন শিক্ষা লাভ করব? কেননা কুরআন তেলাওয়াত ইবাদত। আর উদাসীন মনে ইবাদত হয় না। আল্লাহই এর তৌফিকদাতা' (لِأَنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ، لَا تَكُونُ بِغَفْلَةٍ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِذَٰلِكَ)।[৪]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَنْ أَصْغَى إِلَى كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ بِعَقْلِهِ، وَتَدَبَّرَهُ بِقَلْبِهِ، وَجَدَ فِيهِ مِنَ الْفَهْمِ وَالْحَلَاوَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَا لَا يَجِدُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ، لَا مَنْظُومِهِ وَلَا مَنْثُورِهِ 'যে ব্যক্তি মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শ্রবণ করবে এবং হৃদয় দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে এমন বুঝ, সুমিষ্টতা, বরকত ও উপকার লাভ করবে, যা অন্য কোন গদ্য ও পদে পাবে না'।[৫]

৬. কুরআনের দিকে দাওয়াত দেওয়া :

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার অন্যতম উপায় হ'ল, হেদায়াতের প্রদীপ্ত আলোকস্তম্ভ কুরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো। এটি কুরআনের হকও বটে। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। এখানে হিকমত দ্বারা অনেক মুফাস্সিরের মতে কুরআন উদ্দেশ্য।[৬]

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কুরআন ও এতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার দিকে মানুষকে আমৃত্যু দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি হজ্জের মওসুমেও তিনি এ দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত হননি। যেমন হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন, أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِى إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِى أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّى، 'এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিয়ে যাবে [যাতে আমি তাদেরকে আমার প্রতিপালকের কালাম (কুরআন)-এর দাওয়াত দিতে পারি]। কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার প্রতিপালকের কালামের দিকে দাওয়াত প্রদান করতে বাধা দিয়েছে'।[৭]

৭. কুরআনী মানহাজকে আঁকড়ে ধরা :

মানহাজ শব্দের অর্থ হ'ল, পথ, পন্থা, পদ্ধতি, সুস্পষ্ট রাস্তা প্রভৃতি। কুরআন মাজীদে 'মিনহাজ' শব্দটি 'মানহাজ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানহাজ অবলম্বন অত্যন্ত যরূরী। মহান আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি' *(মায়েদাহ ৪/৪৮)*। কাজেই একজন মুসলিম তাঁর আক্বীদা, ইবাদত, লেনদেন, আদব-আখলাক সহ সকল বিষয়ে কুরআনী মানহাজকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। সাগ্রহে ও আনন্দচিত্তে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের পূর্ণ অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ– 'অতঃপর আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উপর। অতএব তুমি তার অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই তারা তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আদৌ বাঁচাতে পারবে না। আর নিশ্চয়ই যালেমরা পরস্পরের বন্ধু। অথচ আল্লাহ হ'লেন মুত্তাক্বীদের বন্ধু। এটি মানবজাতির জন্য জ্ঞানভাণ্ডার এবং দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত' *(জাছিয়া ৪৫/১৮-২০)*।

৮. কুরআনী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া :

কুরআনে বর্ণিত উন্নত চরিত্র-মাধুর্য ও মহৎ গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(কলম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সমগ্র জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব চিত্র। একদা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, فَإِنَّ خُلُقَ نَبِىِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নবীর চরিত্র ছিল কুরআন'।[৯]

সা'দ বিন হিশাম বিন আমের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِى بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) 'আমি আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, তার

---

৪. আজুররী, আখলাকু আহলিল কুরআন, পৃ. ৩৬-৩৭।
৫. ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/২৭০।
৬. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ২/৫৯৩।
৭. আবুদাউদ হা/৪৭৩৪; তিরমিযী হা/২৯২৫; ইবনু মাজাহ হা/২০১।

৮. রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৫০৮।
৯. মুসলিম হা/৭৪৬।

চরিত্র ছিল কুরআন। তুমি কি কুরআনে আল্লাহ্র এই বাণী পড়নি: 'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(কলম ৬৮/৪)*।[১০] আল্লামা সিন্ধী বলেন, وَكَوْنُ خَلْقِهِ الْقُرْآنَ هُوَ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِآدَابِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَمَحَاسِنِهِ، 'কুরআন তার চরিত্র থাকার মানে হ'ল, তিনি কুরআনে বর্ণিত আদব ও আদেশ-নিষেধ সমূহকে এবং সুন্দর গুণাবলীকে আঁকড়ে ধারণকারী ছিলেন'।[১১]

হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, وَاللَّهِ مَا تَدَبُّرُهُ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، مَا يُرَى لَهُ الْقُرْآنُ فِي خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ 'আল্লাহ্র কসম! কুরআন অনুধাবনের অর্থ কেবল এর হরফগুলি হিফয করা এবং এর হুদূদ বা সীমারেখাগুলি বিনষ্ট করা নয়। যাতে একজন বলবে যে, সমস্ত কুরআন শেষ করেছি। অথচ তার চরিত্রে ও কর্মে কুরআন নেই'।[১২]

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা :

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার বহুবিধ উপকার ও কল্যাণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল-

১. চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন :

যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনবে, এর বিশুদ্ধতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে এবং কুরআনের প্রতি আমল করবে সে এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য করতে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، 'যখন সেদিনটি আসবে, তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তাদের মধ্যে থাকবে হতভাগা ও ভাগ্যবান। অতঃপর যারা হতভাগা হবে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে কেবল চীৎকার ও আর্তনাদ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা-ই করে থাকেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। আর এ দান হবে অফুরন্ত' *(হূদ ১১/১০৫-১০৮)*। তিনি আরো বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، 'অতঃপর যখন তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে, তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) বিপথগামী হবে না এবং (আখেরাতে) কষ্টে পতিত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার কুরআন হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত এবং ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে উঠাব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে? অথচ আমি তো (দুনিয়াতে) ছিলাম চক্ষুষ্মান। আল্লাহ বলবেন, এটাই তো বিধান। তোমার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আর সেভাবেই তুমি আজ উপেক্ষিত হ'লে। আর এভাবেই আমরা তাকে প্রতিফল দেব, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার প্রতিপালকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি অতীব কঠোর ও সর্বাধিক স্থায়ী' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৩-১২৭)*।

২. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ :

যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, মহান আল্লাহকে ভয় করবে এবং সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের পথে চলবে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে সফলকাম হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা। তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৭৮/৭-৮)*।

৩. হেদায়াত লাভ :

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরলে জীবন চলার পথে সার্বিক হেদায়াত লাভ করা যায়। ব্যক্তি ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও সার্বিক মঙ্গলের বিষয় তার সামনে প্রতিভাত হয়। ফলে সে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়।[১৩] যেমন মহান আল্লাহ

---

[১০] আহমাদ হা/২৪৬৪৫; শু'আইব আরনাউত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
[১১] হাশিয়াতুস সিন্ধী আলান নাসাঈ ৩/২০০।
[১২] তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৬০, সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[১৩] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, কুরআন অনুধাবন (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২৩), পৃ. ১৪।

বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচাইতে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৯)*।

৪. দৈহিক ও আত্মিক রোগ সমূহ থেকে আরোগ্য লাভ :

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরলে দৈহিক ও আত্মিক নানাবিধ রোগ-ব্যাধি, সন্দেহ-সংশয়, শিরক-নিফাক প্রভৃতি থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। ইবনুল জাওযী বলেন, تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ تَعْمَلُ فِي أَمْرَاضِ الْفُؤَادِ مَا يَعْمَلُهُ الْعَسَلُ فِي عِلَلِ الْأَجْسَادِ ‘কুরআন পাঠ অন্তরের ব্যাধি সমূহ নিরাময়ে ঐরূপ কাজ করে, শরীরের রোগ নিরাময়ে যেরূপ মধু কাজ করে’।[১৪] মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ‘হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের ব্যাধিসমূহের উপশম। আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত’ *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

তিনি আরো বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ‘আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ স্বরূপ। কিন্তু যালেমদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮২)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আল্লাহ তার কিতাব সম্পর্কে বলছেন, ... এটি মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। অর্থাৎ কুরআন অন্তরের ব্যাধি সমূহ যেমন সন্দেহ, নিফাক, শিরক, বক্রতা ও বিচ্যুতি দূর করে দেয়। কুরআন এ সকল কিছু থেকে আরোগ্য দান করে। অনুরূপভাবে এটি রহমতও। এর মাধ্যমে অন্তরে ঈমান, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ লাভের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, একে সত্যায়ন করেছে এবং এর অনুসরণ করেছে, তার জন্যই কেবল কুরআন আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। আর নিজের নফসের প্রতি যুলুমকারী কাফেরের জন্য কুরআন শ্রবণ কেবল এ থেকে তার দূরত্ব, মিথ্যা প্রতিপন্নকরণের প্রবণতা ও কুফুরীই বৃদ্ধি করে। কাজেই সমস্যা কাফেরের, কুরআনের নয়’ (والآفة من الكافر لا من القرآن)।[১৫] যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ‘বলে দাও, এটি বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও আরোগ্য। আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন তাদের উপর অন্ধত্ব (অর্থাৎ অন্ধকার)। তাদেরকে যেন বহুদূর থেকে আহ্বান করা হচ্ছে’ *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

তাছাড়া শারঈ ঝাড়-ফুঁক মুমিনের দৈহিক আরোগ্য দান করে আল্লাহর হুকুমে। এটা কেবল তার জন্যই হয়ে থাকে, যিনি কুরআন অনুধাবন করেন ও সে অনুযায়ী আমল করেন। ঐ ব্যক্তির জন্য নয়, যে কেবল ভান করে তেলাওয়াত করে। যার মধ্যে কোন খুশূ-খুযূ ও আনুগত্য নেই। এ কারণেই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘কুরআন হ’ল আরোগ্য গ্রন্থ। যা আত্মা ও দেহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে শামিল করে। ঐ ব্যক্তির জন্য যে একে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করে এবং এর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের শর্ত সমূহ পূরণ করে। এটি আসমান ও যমীনের মালিকের কালাম। যদি এটি পাহাড়ের উপর নাযিল হ’ত, তা হ’লে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত। অতএব আত্মার ও দেহের এমন কোন রোগ নেই, কুরআনে যার আরোগ্যের নির্দেশনা নেই’।[১৬]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. ‘যখনই নবী করীম (ছাঃ) অসুস্থ হতেন তখনই তিনি সূরা ফালাক ও নাস পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তার রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত অর্জনের জন্য আমি এই সূরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসেহ করে দিতাম’।[১৭]

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘প্রতি রাতে নবী করীম (ছাঃ) বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে দু’হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন’।[১৮]

৫. কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত নেকী অর্জন :

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য হ’ল নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা। মহান আল্লাহ বলেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ‘অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু তেলাওয়াত কর’ *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*।

কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন নর-নারী কুরআন পাঠের মাধ্যমে অফুরন্ত নেকী এবং প্রভূত কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে সে অন্যদের উপর মর্যাদা লাভ করবে। আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا

---

১৪. আত-তাবছিরাহ ১/৭৯।
১৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৫/১১৮।
১৬. কুরআন অনুধাবন, পৃ. ১৭।
১৭. বুখারী হা/৫০১৬।
১৮. বুখারী হা/৫০১৭।

طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হ'ল সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত লেবুর মতো। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হ'ল এমন খেজুরের মতো, যা সুগন্ধিহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসেক-ফাজের ব্যক্তির মধ্যে যে কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত হ'ল রায়হান জাতীয় লতার মতো, যার সুগন্ধি আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর যে ফাসেক একেবারেই কুরআন পড়ে না তার উপমা হ'ল মাকাল ফলের মতো, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই'।[১৯] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, وَفِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ حَامِلِي الْقُرْآنِ وَضَرْبُ الْمَثَلِ لِلتَّقْرِيبِ لِلْفَهْمِ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَمَلَ 'হাদীছটিতে কুরআনের ধারক-বাহকদের মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। বোধগম্যতার জন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে। এখানে কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআনে নির্দেশিত বিষয়ের প্রতি আমল করা'।[২০]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে-সুস্থে পড়তে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানেই তোমার স্থান'।[২১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে কুরআন তেলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব'।[২২] কষ্ট করে কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি তেলাওয়াতের ছওয়াব ও কষ্টের ছওয়াব পাবে (أَجْرٌ بِالْقِرَاءَةِ وَأَجْرٌ بِتَتَعْتُعِهِ فِي تِلَاوَتِهِ وَمَشَقَّتِهِ)।[২৩]

৬. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব :

কুরআনের পঠন-পাঠন ও শিক্ষাদানে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব। ওছমান বিন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শিখায়'।[২৪] মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, وَالدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ يَقَعُ بِأُمُورٍ شَتَّى مِنْ جُمْلَتِهَا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَشْرَفُ الْجَمِيعِ 'বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা যায়। তন্মধ্যে কুরআন শিক্ষাদান অন্যতম। এটি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ'।[২৫]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, কুরআন মাজীদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আঁকড়ে ধরা একজন মুসলিমের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনের প্রতি মুসলমানদের ভালোবাসা থাকলেও সত্যিকার অর্থে কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরা থেকে মুসলমানরা বহুদূরে অবস্থান করছে। সেজন্য কুরআন বিমুখতাই মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে কোন কোন জাতিকে উন্নতি দান করেন। আবার অন্যদেরকে করেন অবনত'।[২৬] ইমাম ত্বীবী বলেন, فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مُخْلِصًا رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَرَأَهُ مُرَائِيًا غَيْرَ عَامِلٍ بِهِ وَضَعَهُ اللَّهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তদনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আমল করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে আমল করার জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর জন্য কুরআন পড়ে আল্লাহ তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেন'।[২৭] মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাইতো বলেছেন,

وہ زمانے میں معزّز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

'যুগে যুগে তারা সম্মানিত ছিল মুসলমান হয়ে
আর লাঞ্ছিত হয়েছ তোমরা কুরআন ত্যাগী হয়ে'।

সুতরাং এ পতনদশা থেকে উত্তরণের জন্য কুরআনের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া মুসলমানদের কোন গত্যন্তর নেই। কুরআনী বিধান বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত আছে দেশ-জাতি ও বিশ্বের কল্যাণ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

---

[১৯] *বুখারী হা/৫০২০।*
[২০] *ফাতহুল বারী ৯/৮৫।*
[২১] *তিরমিযী হা/২৯১৪; আবূদাঊদ হা/১৪৬৪।*
[২২] *বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮।*
[২৩] *শরহে নববী 'আলা মুসলিম ৬/৮৪।*

[২৪] *বুখারী হা/৫০২৭।*
[২৫] *ফাতহুল বারী ৯/৯৬, হা/৫০২৭-এর ব্যাখ্যা দ্র.।*
[২৬] *মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।*
[২৭] *মির'আতুল মাফাতীহ ৯/২২।*

সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৩য় কিস্তি)

৬. মুরতাদ ও তার হদ : মুরতাদ বলা হয় দ্বীন ইসলাম ত্যাগকারীকে। আর দ্বীন ইসলাম ত্যাগকে বলা হয় ‘রিদ্দাহ’ ও ‘ইরতিদাদ’। ‘রিদ্দাহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ, যে পথে আসা সে পথেই ফিরে যাওয়া।[১] শরী‘আতের পরিভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন মুসলিমের কারও বল প্রয়োগ ছাড়া স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে দ্বীন ইসলাম ছেড়ে কুফর অবলম্বনকে ‘রিদ্দাহ’ বলে। যে দ্বীন ত্যাগ করে তাকে বলা হয় মুরতাদ। মুরতাদ নারী পুরুষ যে কেউ হ’তে পারে। কোন ব্যক্তিকে জোর করে কুফরী করতে বাধ্য করা হ’লে সে মুরতাদ হবে না। যারা বুঝে শুনে নিজেদের হৃদয়-মন কুফরের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তারাই মুরতাদ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ‘যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর প্রশান্ত থাকে, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব ও তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি’ *(নাহল ১৬/১০৬)*। ইসলাম ত্যাগ করে অন্য যে কোন দ্বীন অবলম্বন করলে কিংবা নাস্তিক হ’লে ইসলামী আইনে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ‘আর যে ব্যক্তি ‘ইসলাম’ ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

কিন্তু রিদ্দাহ বা ইসলাম ত্যাগ সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হ’তে হবে। কোনভাবে যদি ইসলামে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ মেলে তবে কাউকে বিশেষ কোন অপরাধ হেতু মুরতাদ গণ্য করা যাবে না। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ সম্পর্কিত একটি উক্তি আছে, তিনি বলেছেন, من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها ويحتمل الايمان من وجه حمل امره علي الايمان، ‘যার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে যার নিরানব্বই ভাগ কুফর হওয়ার সম্ভাবনা এবং এক ভাগ কেবল ঈমানের দিকে থাকার সম্ভাবনা মিলবে তার বিষয়টি ঈমানের পক্ষে সাব্যস্ত করতে হবে’। এখানে কুফর হওয়ার মত রিদ্দাহর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ’ল :

১. দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে যা স্বতঃসিদ্ধভাবে জানা রয়েছে তার কোনটি অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বকে অস্বীকার করা, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে অস্বীকার করা, কুরআনকে আল্লাহ্র অহী হিসাবে স্বীকার না করা, আখেরাতকে অস্বীকার করা, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জের ফরযিয়াত অস্বীকার করা।

২. মুসলমানরা যা হারাম বলে ইজমা করেছে এবং কুরআন হাদীছে যার হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে তাকে হালাল গণ্য করা। যেমন- মদ, যেনা, সূদ, ঘুষ, শূকরের গোশতকে হালাল দাবী করা।

৩. শরী‘আতে যা কিছু হালালকরা হয়েছে তাকে হারাম গণ্য করা। যেমন উট ও গরুর গোশত খাওয়াকে হারাম বলা, ব্যবসা ও কৃষি কাজকে হারাম বলা।

৪. নবী করীম (ছাঃ)-কে গালিগালাজ করা, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা, তাঁর ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন ইত্যাদি আঁকা।

৫. দ্বীন ইসলাম তুলে গালাগালি করা, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি বিষোদগার করা, কুরআন ও সুন্নাহ্র বিচার ফায়ছালাকে অমান্য করা, মানব রচিত আইনকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আইনের উপর প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি।

৬. নবুঅত দাবী করা কিংবা খতমে নবুঅতকে অস্বীকার করা।

৭. কুরআন ও হাদীছের কিতাবকে অবমাননার উদ্দেশ্যে ময়লার ভাগাড় বা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা।

৮. আল্লাহ্র কোন নাম কিংবা তাঁর আদেশ ও নিষেধকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তাঁর কোন প্রতিশ্রুতিকে পাত্তা না দেওয়া।

অবশ্য ইসলামে নতুন দাখিল হেতু অজ্ঞতাবশত কেউ এরূপ করলে সে কাফের-মুরতাদ হবে না।

মুরতাদকে তওবার সুযোগ দান : কারও মুরতাদ হওয়ার প্রমাণ মিললে তার কারণ জেনে তা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ইসলামে ফিরে আসার জন্য তাকে সুযোগ দিতে হবে। সাধারণত মনে নানাবিধ সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দানা বাঁধার ফলে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি হয়। মুরতাদের নিকট দলীল-প্রমাণ তুলে ধরতে পারলে তার ইসলামের পথে ফিরে আসা অসম্ভব নয়। সন্দেহ কেটে গিয়ে যদি সে তওবা করে এবং শাহাদাহ পাঠ করে তবে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে। তার উপর ইরতিদাদের হদ জারী হবে না। আর যদি ইসলাম অস্বীকারে অটল থাকে তাহ’লে হদ কায়েম করতে হবে। কোন কোন আইনবিদ বলেছেন, জানাবোঝার জন্য তাকে তিন দিন সময় দিতে হবে।

মুরতাদের হদ : কোন মুসলিম মুরতাদ হওয়ার পর ইসলামে ফিরে না আসলে তাকে গ্রেফতার করে শারঈ আদালতে তুলতে হবে। বিচারকের নিকট তার ইসলাম ত্যাগ প্রমাণিত হ’লে তওবার সুযোগ শেষে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। ইবনু

---

[১] *ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৪০৩।*

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ‘যে লোক তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা করো’।[২] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، ‘কোন মুসলিম যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। যথা- জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জাম‘আত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি’।[৩]

মুরতাদকে সর্বোচ্চ শাস্তিদানের হেকমত : ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মানব রচিত সকল দেশের আইনেই দেশের প্রচলিত আইন অস্বীকার ও তার বিরোধিতা বিদ্রোহের শামিল বলে গণ্য এবং বিদ্রোহের সর্বোচ্চ শাস্তি সকল দেশের আইনেই মৃত্যুদণ্ড। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় শ্রেণীর দেশেই স্ব স্ব দেশে বলবৎ আইনের বিরোধিতা করলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়। আর এ ধরনের চরম বিশ্বাসঘাতকতার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তা একাধারে দ্বীন ও রাষ্ট্র, নেতৃত্ব ও আনুগত্য, জ্ঞান ও শক্তি, বস্তু ও আত্মা, দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে শামিল করে। বুদ্ধি ও যুক্তি তার ভিত্তি, দলীল ও প্রমাণের উপর সে দণ্ডায়মান। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস ও শারঈ আইন-কানূনের কোন সংঘর্ষ নেই। দৈহিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও ইসলাম কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যে ইসলামে প্রবেশ করবে সে-ই তার তাৎপর্য ও বাস্তবতা জানতে পারবে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। এসব জেনে-বুঝেও যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে সে হক থেকে সরে দাঁড়ায় এবং দলীল-প্রমাণকে অস্বীকার করে। সুস্থ বিবেক ও সরল প্রকৃতি তার মধ্যে কাজ করে না। এমন পর্যায়ে যে পৌঁছায় সে তো পতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। এ ধরনের মানুষের বেঁচে থাকা মোটেও সমীচীন নয়। তার জীবনের তো উত্তম কোন লক্ষ্য নেই এবং মহৎ কোন আদর্শও নেই। কাজেই তার মরে যাওয়ায় মানবতারই কল্যাণ হবে। সুতরাং মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ইসলামের নিজস্ব বিধানের আলোকে যেমন যৌক্তিক, তেমনি অপরাপর আইনের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭. বিদ্রোহ ও তার হদ : মুসলিম জামা‘আত সব সময় দ্বীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তাদের হুকুমত থাকবে একজন আমীরের নেতৃত্বাধীন। যিনি পরামর্শের ভিত্তিতে হুকুমত পরিচালনা করবেন। হুকুমত পরিচালনায় ভুল-ভ্রান্তি হ’লে শাসকদের শুধরাতে চেষ্টা করতে হবে। কথায় কথায় তাদের বিরোধিতা করতে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. ‘নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ডেকে নিলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়‘আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদাহ) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি নিয়েছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায় এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য প্রদান সত্ত্বেও আমরা আমীরের কথা শোনব ও মান্য করব। আরও বায়‘আত হ’লাম যে, আমরা নেতৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি তোমরা (আমীর বা খলীফার মধ্যে) এমন স্পষ্ট কুফরী দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে (তবে তখন বিরোধিতা করলে তা হবে ভিন্ন কথা)’।[৪]

এতদসত্ত্বেও মুসলিম ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী যদি মুসলিম শাসকের বিরোধিতায় নামে এবং বিদ্রোহ করে তবে প্রথমে মীমাংসার উদ্যোগ নিতে হবে। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ না হ’লে ঐ ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিচার করতে হবে। বিচারে বিদ্রোহ প্রমাণিত হ’লে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، ‘অচিরেই নানা রকম ফেতনা দেখা দেবে। সে সময়ে এই উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধ থাকাকালে যে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইবে তোমরা তাকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে তা সে যেই হোক না কেন’।[৫] বিদ্রোহীরা যুদ্ধ শুরু করলে যুদ্ধ করে হ’লেও তাদের পরাস্ত করতে হবে এবং ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তাদের বিষয়ের সমাধান করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،

‘যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ’লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের

---

[২] *বুখারী হা/৩০১৭, ৬৯২২।*
[৩] *বুখারী হা/৬৮৭৮।*
[৪] *বুখারী হা/৭০৫৫।*
[৫] *মুসলিম হা/১৮৫২।*

একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

বিদ্রোহ দেখভালের বিষয়টি প্রশাসনের সাথে জড়িত। দেশে কোথাও যাতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে সেজন্য সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি থাকে। জনগণ সরকারকে এজন্য প্রয়োজনে সাহায্য করবে। তথাপি দেশে কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিলে সাথে সাথে কঠোর পদক্ষেপে যেতে হবে। কোন রকম শিথিলতা দেখানোর সুযোগ এক্ষেত্রে মোটেও কাম্য নয়। তাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলাবিনষ্ট হবে এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এমনকি দেশের স্বাধীনতাও হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাই বিদ্রোহকে কোন সরকারই মেনে নেয় না। প্রায় প্রত্যেক আইনেই বিদ্রোহের শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ইসলাম বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হত্যার মতো কঠোর শাস্তির পক্ষে। যাতে শাস্তি জানার পর বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে পা ফেলে। তবে সরকারের উচিত হবে দেশে আইনের শাসন ও সুবিচার কায়েম রাখা, যুলুম ও দুর্নীতি প্রতিহত করা এবং জনগণের সমস্যার প্রতি তীক্ষ্ণ নযর রাখা। তাদের কষ্ট লাঘব ও সার্বিক উন্নয়নে সরকার সদা তৎপর থাকবে।[৬]

যে সকল অপরাধের শাস্তি ক্বিছাছ, দিয়াত ইত্যাদি :

যে সকল অপরাধে ক্বিছাছ, দিয়াত ও অন্যান্য শাস্তি প্রযোজ্য তার সংখ্যা পাঁচ। যথা: ১. ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد), ২. ইচ্ছাসদৃশ হত্যা (قتل شبه عمد), ৩. ভুলক্রমে হত্যা (قتل خطاء), ৪. ইচ্ছাপূর্বক আহত করা (جرح عمد), ৫. ভুলক্রমে আহত করা (جرح خطاء)।[৭]

আবার ক্বিছাছ ও তার স্থলাভিষিক্ত শাস্তিও পাঁচ প্রকার। যথা: ১. ক্বিছাছ, ২. দিয়াত, ৩. কাফফারাহ, ৪. উত্তরাধিকার বা মিরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ৫. অছিয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া। অনেকে ভুলক্রমে হত্যাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কাজের মাঝে ভুল (خطاء في الفعل) ও ইচ্ছার মাঝে ভুল (خطاء في القصد)। তারা 'ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা' (ما اجري مجري الخطاء) ও 'কারণঘটিত হত্যা' (قتل بالسبب) নামে আরও দুই প্রকার হত্যার কথা বলেন।[৮]

ইচ্ছাকৃত হত্যা ও তার দণ্ড : ইচ্ছাকৃত হত্যা বলতে বুঝায়, কোন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি (مكلف) কর্তৃক কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যের দ্বারা বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা, যা সচরাচর হত্যার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা, বড় ভারী পাথরের আঘাতে হত্যা, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা, প্রাচীর চাপা দিয়ে হত্যা, শ্বাসরোধ করে হত্যা, খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হত্যা, বিষ প্রয়োগে হত্যা ইত্যাদি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিকৃত মস্তিষ্কের কেউ ইচ্ছা করে হত্যা করলেও তাদের উপর ক্বিছাছ প্রযোজ্য হবে না। তারা শরী'আতের আইনে আদিষ্ট নয়। ঊর্ধ্বতন পুরুষ যেমন পিতা ও দাদা অধস্তন পুরুষ যেমন ছেলে ও নাতিকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর ক্বিছাছ প্রযোজ্য হবে না। নিহত ব্যক্তি অমুসলিম এবং হত্যাকারী মুসলিম হ'লে সেক্ষেত্রেও ক্বিছাছ প্রযোজ্য হবে না। অন্য কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে। হত্যাকারী সন্তানসম্ভবা হ'লে সন্তানের জন্ম পর্যন্ত তার ক্বিছাছ বিলম্বিত হবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ফলে চারটি বিষয় আবশ্যিক হবে। ক. ইচ্ছাকৃত হত্যার ফলে হত্যাকারী কবীরা গুনাহগার হবে। খ. নিহতের অভিভাবকগণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করবে, নতুবা হত্যাকারীর উপর ক্বিছাছ বলবৎ হবে। গ. নিহত ব্যক্তির মীরাছ ও অছিয়ত হ'তে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে। ঘ. হত্যাকারী কর্তৃক হত্যার কাফফারা প্রদান করতে হবে।[৯]

এ ধরনের হত্যা প্রমাণের জন্য হত্যাকারীর স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি অথবা দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। প্রমাণ হিসাবে হাদীছে এসেছে যে, আনছারদের এক ব্যক্তি খায়বারে নিহত হ'লে তার অভিভাবকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বিষয়টি উত্থাপন করে। তিনি তাদের বলেন, لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ 'তোমাদের কি এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা তোমাদের সাথীর হত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেখানে তো কোন মুসলিম নেই। ওরা সকলেই ইহূদী। ওরা তো এর চেয়েও জঘন্য অপকর্মের জন্য কুখ্যাত। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে বাছাই করে নিয়ে তাদের থেকে কসম নাও। তারা এতে রাজী না হওয়ায় নবী করীম (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত দিয়ে দিলেন।[১০]

---

[৬] *আল-ইসলাম ৩/১৮০।*

[৭] *আল-ইসলাম ৩/১৮১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৬৪।*

[৮] *হিদায়ার বরাতে তানযীমুল আশতাত ৪/২৪ (ইছলাহী কুতুবখানা, দেওবন্দ)।*

[৯] *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৬৮।*

[১০] *আবূদাঊদ হা/৪৫২৪।*

শরী‘আতে ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ইচ্ছাপূর্বক আহত করার মূল শাস্তি ক্বিছাছ। ক্বিছাছ অর্থ বদলা। অপরাধী যেরূপ অপরাধ করেছে তাকে তদ্রূপ শাস্তি দেওয়ার নাম ক্বিছাছ। সুতরাং সে যেভাবে হত্যা করেছে, যেভাবে আহত করেছে সেভাবে তাকে হত্যা কিংবা আহত করা হ’ল ক্বিছাছ। ক্বিছাছ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের বদলা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হ’ল। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে যদি তার (নিহত) ভাইয়ের পক্ষ হ’তে তাকে কিছু মাফ করা হয়, তবে তাকে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করা হয় এবং সঙ্গতভাবে সেটি পরিশোধ করা হয়। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে লঘু বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর যদি কেউ এর পরে সীমালংঘন করে, তবে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*। আল্লাহ বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা সতর্ক হও’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ان من اعتبط مومنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضي اولياء المقتول ‘কেউ যদি কোন মুমিনকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হয়, তবে তাতে ক্বিছাছ বা প্রাণদণ্ড প্রযোজ্য হবে। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ (দিয়াত গ্রহণে) রাজী হ’লে সে ক্বিছাছ থেকে মুক্তি পাবে’।[১১] তিনি আরও বলেছেন, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ ‘যার কোন লোক নিহত হবে দু’টি বিধির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হবে, তা সে গ্রহণ করবে। ফিদইয়া (দিয়াত বা রক্তমূল্য) অথবা ক্বিছাছ।[১২] এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ‘কাফেরকে হত্যার দরুন কোন মুমিনকে হত্যা করা হবে না। আর যে কোন মুমিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাকদের হাতে অর্পণ করা হবে। চাইলে তারা তাকে হত্যা করবে, আবার চাইলে দিয়াত নেবে’।[১৩]

আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায়, ক্বিছাছ নিহতের উত্তরাধিকারীদের অধিকার। তাদেরও আবার প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হ’তে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হ’লে তারা ক্বিছাছ দাবী করবে, না ক্ষমা করবে, না দিয়াত নেবে, সে ঘোষণা তারা বিচারকের নিকটে উত্থাপন করবে। আর তিনি তা কার্যকর করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ‘যে ব্যক্তির কেউ নিহত হবে অথবা তার অঙ্গচ্ছেদ ঘটবে, সে তিনটি বিধানের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ পাবে। হয়তো ক্বিছাছ নেবে, নয়তো মাফ করে দেবে অথবা রক্তপণ নেবে। তা বাদে যদি সে চতুর্থ কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, তবে তার হাত ধরে তা থেকে বিরত রাখতে হবে। আর যে তারপরও বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য ভীষণ আযাব নির্ধারিত আছে’।[১৪]

কারও উপর ক্বিছাছ বিচার্য হ’লে বিচারক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্য যেকোন জনের জন্য নিহতের উত্তরাধিকারীদের নিকট ক্বিছাছ ক্ষমা করে দেওয়ার সুপারিশ করা বৈধ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

‘আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ক্বিছাছ সংক্রান্ত এমন কোন মামলা উত্থাপিত হয়নি, যাতে তিনি ক্ষমা করার ফরমান শুনাননি’।[১৫]

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয়ে থাকলে সে উত্তরাধিকার হ’তে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه ولا يرث القاتل شيئا ليس للقاتل شيئ ‘নিহতের যদি কোন ওয়ারিছ না থাকে তবে তার নিকটতম লোক তার ওয়ারিছ হবে। হত্যাকারী মীরাছ থেকে কিছুই পাবে না। হত্যাকারীর কিছুই মিলবে না’।[১৬] অনুরূপভাবে নিহত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় হত্যাকারীর জন্য অছিয়ত করে থাকলে সে অছিয়তপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।[১৭]

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ক্বিছাছের মুখোমুখি হ’লে কারও মতেই তাকে কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু নিহত ব্যক্তির

---

[১১] *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৪/৮৯; বুলুগুল মারাম ১১৭৭।*

[১২] *বুখারী হা/২৪৩৪; মুসলিম হা/৩১৯৬।*

[১৩] *আবূদাঊদ হা/৪৫০৬।*

[১৪] *আবূদাঊদ হা/৪৪৯৬।*

[১৫] *আবূদাঊদ হা/৪৪৯৭।*

[১৬] *আবূদাঊদ হা/৪৫৬৪।*

[১৭] *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৬৯।*

অভিভাবকগণ ক্বিছাছ ক্ষমা করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একদল আলেমের মতে ভুলক্রমে হত্যাকারীর উপর আল্লাহ কাফফারার কথা বললেও ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে কাফফারা দেওয়ার কথা বলেননি। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে লা'নত করেছেন এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*। সুতরাং ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর হত্যার কাফফারা প্রযোজ্য হবে না।

আরেকদল আলেমের মতে তাকে কাফফারা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ওয়াছিলাহ বিন আসক্বা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনু সুলাইম গোত্রের একদল লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমাদের এক সাথী ভাই (জাহান্নাম) ওয়াজিব করে নিয়েছে। তিনি বললেন, সে একটি দাস মুক্ত করে দিক, তাহ'লে আল্লাহ তার প্রতি অঙ্গের বদলে একটা করে অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। ইমাম শাওকানী তার নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে বলেছেন, ওয়াছিলার হাদীছে ইচ্ছাকৃত হত্যায় কাফফারার প্রমাণ বিদ্যমান।[১৮]

সর্বোপরি ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী তওবা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা না পেলে তাকে ইহকালীন শাস্তির সাথে পরকালীন শাস্তির মুখোমুখি হ'তে হবে। যেমনটা সূরা নিসার পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যা ও তার দণ্ড : ইচ্ছাসদৃশ হত্যা করা বলতে বুঝায়, কোন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি (مكلف) কর্তৃক কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা, যা সচরাচর হত্যার কাজে ব্যবহৃত হয় না। যেমন ছোট্ট লাঠি, ছড়ি কিংবা চাবুক দিয়ে আঘাত করা, ছোট পাথর ছুড়ে মারা, হাত দিয়ে কিল-থাপ্পড় মারা ইত্যাদি। এই হত্যাকে ইচ্ছাসদৃশ নাম দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, এ হত্যা ইচ্ছা ও ভুলের মাঝে দোদুল্যমান। কেননা এক্ষেত্রে মারা ইচ্ছাকৃত কিন্তু হত্যা ইচ্ছাকৃত নয়। এজন্য তার উপর 'ইচ্ছাসদৃশ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ হত্যা না নীরেট ইচ্ছাকৃত, না নীরেট ভুল।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যার ফলেও চারটি বিষয় আবশ্যিক হবে। ক. হত্যাকারী গুনাহগার হবে। খ. হত্যাকারীর আকেলার উপর গুরু দিয়াত প্রদান ফরয হবে। গ. নিহত ব্যক্তির মীরাছ ও অছিয়ত হ'তে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে। ঘ. হত্যাকারী কর্তৃক হত্যার কাফফারা প্রদান করতে হবে।

যেহেতু এ হত্যা নীরেট ইচ্ছাকৃত হত্যা নয় সেহেতু এক্ষেত্রে ক্বিছাছ প্রযোজ্য হবে না। কেননা মূলনীতি হ'ল 'জীবন বাঁচিয়ে রাখা'। সুতরাং সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে জীবনহানি অনুমোদিত নয়। আবার স্রেফ ভুলও এখানে হয়নি, কেননা কার্যত উদ্দেশ্য ছিল প্রহার, কিন্তু ঘটে গেছে মৃত্যু। তাই এক্ষেত্রে গুরু রক্তপণ (دية مغلظة) প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ: وَزَادَنَا خَلِيلٌ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ 'ইচ্ছাসদৃশ হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার মতোই কঠোর হবে; অবশ্য ঘাতককে হত্যা করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, খলীল আমাদেরকে ইবনু রাশিদ সূত্রে আরো বলেছেন, শয়তান মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে অন্যের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা হয় এবং অস্ত্র ছাড়াই অসতর্কভাবে প্রাণহানি ঘটে'।[১৯] আরেকটি হাদীছে এসেছে, أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا 'জেনে রাখো! ইচ্ছাসদৃশ হত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে হয়ে থাকে, এজন্য দিয়াত হিসাবে একশো উট দিবে, যার মধ্যে চল্লিশটি উট হবে গর্ভবতী'।[২০] ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকারীও ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ন্যায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার ও অছিয়ত লাভ হ'তে বঞ্চিত হবে। *[ক্রমশঃ]*

---

[১৮] *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৭০।*

[১৯] *আবূদাঊদ হা/৪৫৬৫।*

[২০] *আবূদাঊদ হা/৪৫৪৭; নাসাঈ হা/৪৭৯১; ইবনু মাজাহ হা/২৬২৭।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

সূচীপত্র

আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২। তেলাওয়াত রহিত; কিন্তু হুকুম বহাল (نسخ التلاوة دون الحكم) : হুকুম বহাল রেখেই কুরআনের কিছু আয়াত মানসূখ করা হয়েছে। যেমন, ব্যভিচারীকে রজম করার বিধান। এর তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে কিন্তু এর হুকুম বা বিধান জারী আছে। এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

(ক) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ، ‘আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে রজমের আয়াত (ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। তা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারের জন্য রজম করার হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। তার পরবর্তী সময়ে আমরাও রজমের হুকুম বাস্তবায়িত করেছি। আমি ভয় করছি যে, দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ এ কথা হয়তো বলবে যে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে রজমের নির্দেশ পাই না। তখন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত এ ফরয কাজটি পরিত্যাগ করে তারা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কিতাবে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা)-এর হুকুম বিদ্যমান। যখন সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, কিংবা গর্ভবতী হয়, অথবা সে নিজে স্বীকার করে’।[1]

(খ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বলেন, كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَكَانَ فِيهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، ‘সূরা আহযাব আকারে সূরা বাক্বারার সমান ছিল। সেখানে ছিল ‘বৃদ্ধ নর ও নারী যেনায় লিপ্ত হ’লে তাদের উভয়কে অবশ্যই রজম করে ফেলবে’।[2]

হুকুম রহিত না করে শব্দ রহিত করার হিকমত ও তাৎপর্য হ’ল এই যে, যে আমলের শব্দ কুরআনে পাওয়া যায় না, তদনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে উম্মাহকে পরীক্ষা করা এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের ঈমান যাচাই করা।

৩। তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত হওয়া (نسخ التلاوة والحكم معًا) : আল কুরআনে এমন কিছু আয়াত ছিল যার তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়টি রহিত হয়ে গেছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، ‘কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ‘দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়’। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় ‘পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়’ এর দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তেলাওয়াত করা হ’ত’।[3]

নাসেখ তথা **রহিতকারী দলীলের** দিক দিয়ে বিদ্বানগণ নাসখের আরো চারটি প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। যেমন :

(১) ‘কুরআন দ্বারা কুরআনের বিধান রহিত করা’ (نسخ القرآن بالقرآن)। আল কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা অন্য আরেকটি আয়াত বা একাধিক আয়াতের বিধান রহিত হওয়ার বিষয়টি বিদ্বানগণের নিকট স্বীকৃত। যেমন, (ক) আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ، ‘তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। পরে এটির হুকুম রহিত করে বলা হয়, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

(খ) আল্লাহ বলেন, إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ، ‘যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি থাকে, তবে তারা দু’শোর মোকাবিলায় জয়ী হবে’ *(আন‘ফাল ৮/৬৫)*। পরবর্তীতে আল্লাহ বলেন, ‘এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে। অতএব এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ’ দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি থাকে তবে তারা দু’শোর উপরে জয়ী হবে। আর যদি এক হাযার থাকে, তবে জয়ী হবে দু’হাযারের উপরে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে থাকেন’ *(আনফাল ৮/৬৬)*।

(২) হাদীছ দ্বারা হাদীছের বিধান রহিত করা (نسخ السنة بالسنة)। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ،

** সিনিয়র শিক্ষক, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজ।*

[1] *মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৭।*

[2] *ছহীহাহ হা/২৯১৩।*

[3] *মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭।*

فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، ‘আমি তোমাদেরকে কবর বিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। (এখন অনুমতি দিচ্ছি) তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আমি ইতিপূর্বে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত রাখার ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম। এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা রাখতে পার। এছাড়া আমি তোমাদেরকে পানির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পানির পাত্রে তা তৈরি করতে পার। তবে নেশার বস্তু (মাদকদ্রব্য) পান করো না’।[৪] অত্র হাদীছে নাসেখ ও মানসূখ একত্রিত হয়েছে। এছাড়াও প্রথমে গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল ছিল। পরবর্তীতে হাদীছের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। আবার ঘোড়ার গোশত প্রথমে হারাম করা হয়েছিল। খায়বারের যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশত হালাল করা হয়’।[৫] অন্য দিকে মুত‘আ বিয়ে প্রথমে হালাল ছিল। খায়বার বিজয়ের দিন তা সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেওয়া হয়।[৬] এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে।

(৩) **কুরআন দ্বারা সুন্নাহ্‌র বিধান রহিত হওয়া (نسخ السنة بالقرآن)**। কুরআন দ্বারা হাদীছ বা সুন্নাহর বিধান রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ। যেমন, (ক) মদীনায় হিজরতের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করার হুকুমটি ছিল রাসূলের নির্দেশ তথা সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রায় ১৭ মাস পর এটা রহিত করে আয়াত নাযিল হয় এবং কা‘বা গৃহের দিকে মুখ করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ، ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব আমরা অবশ্যই তোমাকে সেই কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যাকে তুমি পসন্দ কর। এখন তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাগুলিকে সেদিকেই ফিরিয়ে দাও’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খন্দকের যুদ্ধের দিন ব্যস্ততার কারণে প্রায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বিলম্ব করে আদায় করেন। পরবর্তীতে ‘ছালাতুল খাওফ’-এর আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তা রহিত করা হয় এবং যুদ্ধের ময়দানেই ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩৯; নিসা ৪/১০৬)*।

(গ) অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে আবশ্যিকভাবে পালিত আশূরার ছিয়াম ২য় হিজরী সনে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর নফলে পরিণত হয়।[৭]

(ঘ) রামাযানে দিনের পাশাপাশি রাতেও স্ত্রী সঙ্গম করা হাদীছে নিষেধ ছিল।[৮] একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা এই বিধান রহিত করে রাতে স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি প্রদান করেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

(৪) **হাদীছ দ্বারা কুরআনের বিধান রহিত করা (نسخ القرآن بالسنة)**। হাদীছ দ্বারা কুরআনের বিধান রহিত হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম শাফেঈ, আহলে যাহের এবং ইমাম আহমাদ একটি বর্ণনায় এটিকে নাজায়েয বলেছেন। কেননা সুন্নাহ কুরআনের চাইতে উত্তম বা তার সমান নয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, ‘আমরা কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম বা তার সমমানের আয়াত আনয়ন করি’ *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*। পক্ষান্তরে জমহুর উছূলবিদ, ইমাম মালেক, আবু হানীফা ও আহমাদ (রহঃ) অন্য একটি বর্ণনায় এবং ইমাম শানক্বীতী (রহঃ) এটাকে জায়েয বলেছেন। কেননা তারা বলেন যে, কুরআন ও হাদীছ দু’টিই আল্লাহ্‌র অহী। আর আল্লাহ বলেছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى، ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমতে কোন কথা বলেন না। যা বলেন অহি মোতাবেক বলেন’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، ‘রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ ‘তুমি তাদের বলে দাও একে (কুরআনকে) নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমাকে অহী করা হয়’ *(ইউনুস ১০/১৫)*।

সূরা বাক্বারার ১০৬নং আয়াতে نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ‘তার চেয়ে উত্তম আনয়ন করি’ অর্থ উত্তম বিধান ও কল্যাণকর আদেশ নাযিল করি। আর এ ব্যাপারে সুন্নাহ কুরআনের সমপর্যায়ভুক্ত।[৯] যেমন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করে যাওয়ার হুকুম কুরআনে এসেছে, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ، ‘যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় এবং সে যদি কোন ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তাহ’লে তার উপর অছিয়ত বিধিবদ্ধ করা হ’ল স্বীয় পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনছাফের সাথে। মুত্তাক্বীদের জন্য এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৮০)*। পরে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়ারিছদের জন্য অছিয়ত নিষিদ্ধ করে যান এবং বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ

---

[৪] *মুসলিম হা/৯৭৭; মিশকাত হা/১৭৬২।*
[৫] *বুখারী হা/৫৫২০।*
[৬] *বুখারী হা/৫১১৫।*
[৭] *তিরমিযী হা/৭৫৩; আবূদাঊদ হা/২৪৪৩।*
[৮] *কুরতুবী ২/৩১৪।*
[৯] *মির‘আত ১/২৯৮।*

ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، 'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এখন থেকে কোন ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই'।[১০] উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে মীরাছ বণ্টনের আয়াত সমূহ নাযিল হয় *(নিসা ৪/১১-১২)*। অতএব আল্লাহ্র রাসূলের যবানে যা আমাদের নিকটে এসেছে, তা আল্লাহ্র নিকট থেকে আসার মতই। কেননা সেটাও আল্লাহ্র অহী। অমনিভাবে কুরআনের কোন আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু তার হুকুম বাকী আছে সুন্নাহ্র মাধ্যমে। যেমন, الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّـــةَ، 'বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যখন যেনা করবে, তখন তাদের উভয়কে অবশ্যই 'রজম' করবে। এ আয়াতটির তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে। কিন্তু হুকুম বাকী রাখা হয়েছে সুন্নাহ্র মাধ্যমে। যেমন ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، 'বিবাহিত দু'জনে ব্যভিচার করলে তাদের একশত বেত্রাঘাত এবং রজম'।[১১]

নাসখের হিকমত ও উপকারিতা :

রহিতকরণ এর অনেক হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল-

(১) বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য অধিকতর উপকারী শরী'আত প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা।

(২) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণা, তাদের জন্য শরী'আতের বিধান হালকাকরণ এবং তাদের জন্য প্রশস্ততা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ চান তোমাদের উপর বোঝা হাল্কা করতে' *(নিসা ৪/২৮)*।

(৩) মুমিনদের জন্য পুরস্কার বৃদ্ধি করা এবং তাদের জন্য তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিত ভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

(৪) নাসখ বা রহিতকরণের মধ্যে একটি বহির্মুখী হিকমত জড়িত। সেটি হ'ল যদি রহিতকরণের সাথে রহিতকারীর সাদৃশ্য থাকে, যেমন পবিত্র বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে ছালাত আদায়ের বিধানের মাধ্যমে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায়ের বিধান রহিত করা। দু'টি দিক, উভয় দিকই একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবে রহিতকরণের সাথে (আল্লাহ্র পবিত্র ঘরের দিকে মুখ করা), একটি গভীর হিকমত জড়িত, যা নবী করীম (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহূদীদের যুক্তি ও মুশরিকদের যুক্তিকে খণ্ডন করে। ইহূদীরা তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, তুমি আমাদের ধর্মের সমালোচনা করছো এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করছ। তারা আরও বলে যে, তাদের কিতাবে আছে যে, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। অতঃপর আল্লাহ্র পবিত্র কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। আর মুশরিকরা বলে, তোমরা দাবী করো যে তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করো এবং তাঁর ক্বিবলা বাদ দিয়ে অন্য দিকে মুখ করে ছালাত পড়ছ। আল্লাহ তা'আলা এই বিধানটি এভাবে নির্দেশ করেছেন যে, 'যাতে মানুষের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে' *(বাক্বারাহ ২/১৫০)*।

(৫) এর আরেকটি হিকমত হ'ল, শক্তিশালী এবং দুর্বল ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যে ক্বিবলার উপরে তুমি ছিলে, সেটাকে আমরা এজন্যেই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমরা জানতে পারি, কে এই রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।

(৬) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ব্যাপারে পরীক্ষা এবং বান্দাকে মেনে চলার উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে যাচাই করা। এটা তখনই হয় যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু করার নির্দেশ দেন এবং সে তা মেনে চলে, তারপর তাকে সেই কাজের বিপরীত কাজ করার নির্দেশ দেন এবং সে তাও মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্রকে যবেহ করার জন্য। তারপর তিনি তা করার আগেই মহান কুরবানীর মাধ্যমে তাকে মুক্ত করে এই বিধানটি বাতিল করেছিলেন। এই নির্দেশের পিছনে হিকমত হ'ল বান্দাকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই, এটিই স্পষ্ট পরীক্ষা' *(আছ-ছাফফাত ৩৭/১০৬)*। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা, কর্ম বাস্তবায়ন নয়।

(৭) এক হুকুম থেকে পরিবর্তন করে অন্য হুকুম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের হুকুম পালনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা।

(৮) রহিতকরণ সাধিত হয়ে তুলনামূলক সহজ বিধান আসলে শুকরিয়া আদায় করা এবং তুলনামূলক কঠিন বিধান আসলে তাতে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে মুকাল্লাফদের পরীক্ষা করা।

(৯) মানসূখ তথা রহিত বিধান অপেক্ষা নাসেখ তথা রহিতকারী বিধান উত্তম হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা। আল্লাহ বলেন, আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা অনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী? *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*।

উপসংহার :

শরী'আতের বিধি-বিধান সঠিক পন্থায় জানা এবং আমল করার জন্য নাসেখ ও মানসূখের বিধান জানা অপরিহার্য। কারণ অজ্ঞতার কারণে রহিত বিধানের উপর আমল করলে যেমন আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে, তেমনি ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। মুত'আ বিবাহ হালাল হওয়া সম্পর্কিত হাদীছগুলো পড়ে কেউ তদনুযায়ী আমল করলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। আবার ঘোড়ার গোশত প্রাথমিকভাবে হারাম থাকলেও পরবর্তীতে তথা খায়বারের যুদ্ধের দিন তা হালাল করা হয়েছিল। বিধান না জানার কারণে মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ নাসেখ ও মানসূখের বিধান জেনে তদনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

---

[১০] *তিরমিযী, আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩০৭৩।*
[১১] *মুসলিম হা/১৬৯০; আহমাদ হা/১৫৯৫১।*

সূচীপত্র

যে আমলে সম্মান বাড়ে

*-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

ভূমিকা :

মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য শুধু বেঁচে থাকা নয়; বরং এমন একটি জীবন গঠন করা যা সম্মান, মর্যাদা ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ ধরনের জীবন বস্তুগত কোন উপাদানের মাধ্যমে গঠিত হয় না; বরং গঠিত হয় সৃষ্টিকর্তার নিখাঁদ আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আর সম্মানিত জীবন মানে কেবল বাহ্যিক খ্যাতি নয়; বরং এটা হ’ল দুনিয়াতে পবিত্র জীবন লাভের মাধ্যমে মানুষের কাছে সম্মানিত হওয়া এবং পরকালে জান্নাতের নে‘মতপূর্ণ জীবন পেয়ে ধন্য হ’তে পারার এক অনুপম সংমিশ্রণ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সোনালী পাতায় এমন বহু আমলের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায় উন্নীত হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত সম্মানের শামিয়ানা তার জীবনকে সর্বদা ছায়া দিয়ে রাখে। ফলে আকাশবাসী ও যমীনবাসীর কাছে সে বরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সম্মান বৃদ্ধিকারী আমল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সম্মান ও মর্যাদার উৎস :

সম্মান হচ্ছে মানবজীবনের এক মূল্যবান অলংকার এবং হৃদয়ের আভিজাত্য, যা একমাত্র আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে। তিনিই যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। বিশ্বব্যাপী তার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু মানুষ বস্তুগত জিনিষের মাধ্যমে নিজের সম্মান বাড়াতে চায়, অপর মানুষের কাছে মর্যাদা তালাশ করে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ বলেন, أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ‘তারা কি তাদের (মানুষের) কাছে সম্মান কামনা করে? অথচ সকল সম্মান কেবল আল্লাহ্রই জন্য’ *(নিসা ৪/১৩৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ‘যে ব্যক্তি সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে সকল সম্মান’ *(ফাতির ৩৫/১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ، ‘যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি লাভে মগ্ন হয়, আল্লাহ তাকে মানুষের উপরেই ছেড়ে দেন’।[১] অতএব বোঝা গেল, যাবতীয় সম্মান প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের কাছে সম্মান চায়, বস্তুগত বিষয়ের মাধ্যমে মর্যাদা লাভের স্বপ্ন দেখে, আল্লাহ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মানিত হ’তে চায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে ও পরকালে মহা সম্মানে ভূষিত করেন।

সম্মান বৃদ্ধিকারী আমল সমূহ

১. ঈমান আনা ও নেক আমল করা :

সম্মানিত জীবন লাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত হ’ল ঈমান। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ প্রকৃত সম্মানের অধিকারী হ’তে পারে না। ঈমান এমন এক মুক্তা, যা হৃদয়ের মাঝে থাকলে মানুষ আল্লাহ্র দরবারে সবচেয়ে দামী হয়ে ওঠে। আর ইসলামী শরী‘আতের নির্দেশনা মেনে নেক আমল করলে দুনিয়াতে মানুষ গৌরবান্বিত হয় এবং আখেরাতে জান্নাতের সম্মানিত মেহমান হ’তে পারে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى، ‘আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকটে হাযির হয় সৎকর্মসমূহ সম্পাদনকারী মুমিন হিসাবে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ স্তরের মর্যাদা সমূহ। আর রয়েছে স্থায়ী বসবাসের বাগিচা সমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা কেবল তাদেরই প্রতিদান, যারা (ভিতরে-বাইরে) পরিশুদ্ধি অর্জন করেছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭৫-৭৬)*।

অত্র আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে : (১) ঈমান, (২) নেক আমল এবং (৩) অন্তরের পরিশুদ্ধতা। এই তিনটি বিষয়ের কোন একটি বাদ পড়লে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভে বান্দা বঞ্চিত হ’তে পারে। সুতরাং বান্দা যখন এই তিনটি জিনিসের সৌরভে নিজেকে সুরভিত করতে পারবে, তখন তার জীবন উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ আরো বলেন, ‘মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ– এরাই হ’ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা’ *(আনফাল ৮/২-৪)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ، ‘আমরা ছিলাম সবচেয়ে লাঞ্ছিত জাতি। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদের যার

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৯৭; ছহীহাহ হা/২৩১১।*

মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তাছাড়া অন্য কিছুতে যদি আমরা সম্মান তালাশ করি, তবে তিনি আমাদের (পুনরায়) লাঞ্ছিত করবেন'।[২] সুতরাং ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, পদ-পদবী, ধন-সম্পদ দিয়ে প্রকৃত সম্মান অর্জন করা যায় না; বরং যারা ইসলামের বিধান সমূহ মেনে নিবে, সার্বিক জীবনে ঈমানের সাথে নেক আমল করবে এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তাদের উভয় জগতে সম্মানিত করবেন।

২. ছালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া :

ছালাত মানুষকে অন্তরের অহংকার থেকে মুক্ত করে বিনয়ের শিক্ষা দেয়, দায়িত্বহীনতা থেকে টেনে আনে সময়ানুবর্তিতার দিকে এবং গাফিলতির গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে তাক্বওয়ার জাগরণে। একটি জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত ছালাতকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে, ততক্ষণ সে সম্মান, আত্মমর্যাদা ও নৈতিক উৎকর্ষতায় অটল থাকে। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، 'বান্দা যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন।[৩] এখানে সিজদার কথা উল্লেখ করে ছালাতকে বুঝানো হয়েছে।

আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوءٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَأَحْصَى الْوَضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ، سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْ خَطِيئَةٍ لَهُ، فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً، وَإِنْ قَعَدَ، قَعَدَ سَالِمًا، 'যখন কোন ব্যক্তি ওযূ করার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায় এবং ওযূর অঙ্গগুলো পূর্ণরূপে ধৌত করে (অর্থাৎ যথাযথ ও নিখুঁতভাবে ওযূ সম্পন্ন করে), তখন সে তার সমস্ত গুনাহ বা ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ হয়ে যায় (অর্থাৎ তার পাপরাশি ক্ষমা করা হয়)। অতঃপর সে যদি ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর সে যদি ছালাতে না দাঁড়িয়ে বসে থাকে, তবুও সে নিরাপদ (গোনাহমুক্ত) অবস্থায় বসে থাকে'।[৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِهَا دَرَجَةً، 'তুমি বেশী বেশী সিজদা কর (অর্থাৎ ছালাত আদায় কর)। কেননা মুসলিম ব্যক্তি যখনই মহান আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[৫] সুতরাং ফরয বা নফল যে ছালাতই হোক না কেন, সেটা নিছক ইবাদতই নয়; বরং ছালাত হ'ল আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হওয়ার ও মর্যাদপূর্ণ জীবন লাভের একটি বড় হাতিয়ার।

৩. পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করা :

যখন মুমিন বান্দা একনিষ্ঠ নিয়তে মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয়, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা খুলে যায়। প্রতিটি কদমে মুছে যায় পূর্বের গোনাহ, প্রতিটি পদক্ষেপ লেখা হয় একটি করে নেকী, আর প্রতিটি ধাপে সে আল্লাহ্‌র কাছে আরও মর্যাদা লাভ করে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছেন, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ 'আমি কি তোমাদের এমন একটি (আমলের) কথা বলব না? যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দিবেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, হ্যাঁ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، 'কষ্ট হ'লেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে হেঁটে যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর আরেক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা'।[৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً، 'যে ব্যক্তি বাড়ীতে পবিত্র হয় (ওযূ করে), অতঃপর কোন ফরয ছালাত আদায় করার জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে পায়ে হেঁটে গমন করে, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে পাপ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'।[৭] অতএব মসজিদের পথ কেবল ইট-পাথরের রাস্তা নয়; বরং তা একটি ইবাদতের সফর, যার প্রতিটি পদক্ষেপে আমালনামায় জমা পড়ে ছওয়াব এবং মর্যাদার সোপান বেয়ে মুমিন ছুটে চলে জান্নাতের পানে।

৪. জামা'আতে ছালাত আদায়কালে কাতারের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করা :

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যেমন ফরয করেছেন, ঠিক তেমনি এই ছালাতগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে জোর তাকীদ দিয়েছেন। আর জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো ইসলামের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرْجَةً، 'যারা

---

[২] মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২০৭; ছহীহাহ হা/৫১।
[৩] তিরমিযী হা/৩৮৮; নাসাঈ হা/১১৩৯, সনদ ছহীহ।
[৪] মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩২১; ছহীহাহা হা/১৭৫৬।
[৫] মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৯২৬; ছহীহাহ হা/১৫১৯।
[৬] মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২।
[৭] মুসলিম হা/৬৬৬; ইবনু হিব্বান হা/২০৪৪।

কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দো‘আ করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন’।[৮] যখন এক মুসলিম অপর মুসলিমের পাশে এসে দাঁড়ায়, কাঁধে কাঁধ মিলে যায়, পায়ে পা মিলে যায়- তখন হৃদয়গুলোও মিলে যায় এক আত্মিক তারে। শয়তানের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাদের মাঝে। ফলে তাদের মাঝে রচিত হয় ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং তাওহীদের অমলিন বন্ধন।

৫. তাক্বওয়া অবলম্বন করা :

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আকাশবাসী ও যমীনবাসীর কাছে তাকে সম্মানিত করে তোলে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পরহেযগার বান্দাকে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু’ *(হুজূরাত ৪৯/১৩)*। এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা গেল- আল্লাহর নিকটে সম্মানিত হওয়ার মাপকাঠি হ’ল তাক্বওয়া। মানুষের মর্যাদা কখনো তার ধন-সম্পদ বা সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে তার আল্লাহ ভীরুতা, ঈমানে দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্র একনিষ্ঠ অনুগত্যের উপর।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ‘মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, তাঁর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী আমল করা, অল্পেতুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হ’ল তাক্বওয়া’।[৯] ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النَّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْلِيطِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ تَقْوَى اللهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، ‘দিনের বেলা ছিয়াম রাখা এবং রাতের বেলা ক্বিয়াম করার নাম তাক্বওয়া নয়। আবার ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ এক সাথে আদায় করার নামও তাক্বওয়া নয়। বরং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা বর্জন করা এবং যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন, তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করার নামই হ’ল প্রকৃত তাক্বওয়া। আর যাকে আরো নেক আমলের তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা তো সোনায় সোহাগা (ভালোর উপরে ভালো)’।[১০]

অর্থাৎ তাক্বওয়া কেবলই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়– এটি অন্তরের এক বিশুদ্ধ ও পবিত্র অনুভূতির নাম। যা বান্দাকে নেক আমলে উৎসাহিত করে এবং একই সাথে তার হৃদয়তন্ত্রীতে পাপ থেকে বিরত থাকার শক্তি সঞ্চার করে। সুতরাং দিনভর ছিয়াম রাখা, রাতভর তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে থাকা– এসব নিঃসন্দেহে মূল্যবান ইবাদত করার পরেও বান্দা যদি নিজেকে হারাম কথা-কর্ম থেকে বিরত না রাখতে পারে, তবে তাক্বওয়ার সীমানায় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না।

অতএব প্রকৃত তাক্বওয়া হ’ল- আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং তাঁর নির্দেশাবলী আন্তরিকতার সাথে পালন করা। এই ভিত্তির উপর বান্দার জীবন- জুড়ে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা‘ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الْمَعَاصِي ‘গোনাহ বর্জন করার চেয়ে আল্লাহ্র অধিক পসন্দনীয় কোন ইবাদত করা হয় না’।[১১]

৬. আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হওয়া :

বিনয় মানব চরিত্রের এক অমূল্য সম্পদ। যারা বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া-আখেরাতে সম্মানিত করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেল, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ، ‘দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে ধন-সম্পদ কমে যায় না। ক্ষমা-উদারতার মাধ্যমে আল্লাহ (বান্দার) মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন’।[১২] আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَى بِالدُّونِ مِنَ الْمَجْلِسِ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيتَ، ‘বিনয়ের মূলমন্ত্র হ’ল মজলিসে তোমার অনুপস্থিতেও তুমি সন্তুষ্ট থাকবে এবং যার সাথে সাক্ষাত হবে, তাকেই তুমি সালাম দিবে’।[১৩]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু খালেদ (রহঃ) বলেন, من حقوق المروءة، وأمارة النُّبْل: أن تتواضع لمن دونك، وتنصف من هو مثلك، وتستوفي على من هو فوقك، ‘মানবিকতা ও মহানুভবতার নিদর্শন হ’ল- তোমার নিম্ন পর্যায়ের লোকের প্রতি তুমি বিনয় প্রদর্শন করবে, তোমার সমপর্যায়ের ব্যক্তির প্রতি ইনছাফ করবে এবং তোমার চেয়ে উর্ধ্বতন ব্যক্তিকে পূর্ণরূপে তার মর্যাদা প্রদান করবে’।[১৪] তবে বিনয়ের অনেক চোরাগলি আছে, সেগুলো থেকে সাবধান থাকা উচিত। শয়তান কখনো কখনো বিনয়ের ছদ্মবেশে মানুষকে রিয়াকার বানানোর চেষ্টা

---

৮. ইবনু মাজাহ হা/ ৯৯৫; ছহীহাহ হা/২৫৩২, সনদ ছহীহ।

৯. ছালেহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরূত : দারুল কতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.), ১/৪২১।

১০. বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৩৫১; ইবনু রজব হাম্বলী, জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম, মুহাক্কিক্ব : শু‘আইব আরনাউত্ব (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.), পৃ. ১/৪০০।

১১. ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খৃ.), ১/২০।

১২. মুসলিম হা/২৫৮৮; তিরমিযী হা/২০২৯; মিশকাত হা/১৮৮৯।

১৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/১৩২; পৃ. ১৯২।

১৪. আল-আসকারী, আল-মাছূন ফিল আদাব (কুয়েত : মাত্ববা‘আতুল হুকূমাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ১১৭।

করে। ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, أن الإنسانَ قد يذُمُّ نفسهُ بين الناسِ يُريدُ بذلك أن يُرِي أَنه مُتواضعٌ عندَ نفسهِ، فيرتفعُ بذلكَ عندَهُم ويمدحُونَهُ بهِ، وهذا من دَقائقِ أبوابِ الرِّياءِ، 'মানুষ কখনো কখনো লোকদের সামনে নিজেকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে সে নিজেকে বিনয়ী দেখাতে চায়, তাদের কাছে মহৎ সাজতে চায় আর লোকজনও তার প্রশংসা করে। মূলত এটা রিয়ার একটি সূক্ষ্ম দরজা'।[১৫] সুতরাং বিনয় প্রদর্শন হ'তে হবে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য। তবে সেই বিনয় বান্দাকে সম্মানিত করে তুলবে।

৭. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা :

মুমিনের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নিছক দুর্ভোগ নয়; বরং প্রতিটা মুছীবত তার জন্য ছওয়াব ও মর্যাদা লাভের এক একটি মাধ্যম। মুমিনের জন্য প্রতিটি কষ্টই একেকটি সিঁড়ি, যা তাকে আরও উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، 'কোন ঈমানদার ব্যক্তির গায়ে যদি কোন কাটার আঘাত কিংবা তার চাইতেও ছোট কোন আঘাত লাগে, তবে আল্লাহ এর মাধ্যমে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন কিংবা তার একটি গোনাহ মাফ করে দেন'।[১৬] দুঃখ-কষ্টে ও বিপদাপদে নিষ্পেষিত মুমিনের জন্য অত্র হাদীছে প্রশান্তির খোরাক রয়েছে। একবার ভাবুন তো! একটি কাঁটার খোঁচাও যদি জান্নাতের পথে এক ধাপ এগিয়ে দেয়, তাহ'লে আমাদের জীবনে আগত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ কি কখনো বৃথা যাবে?

সুতরাং যারা রাতের অন্ধকারে কষ্টের অশ্রু লুকিয়ে রাখে, ব্যর্থতার ভারে নুয়ে পড়েও সিজদাবনত হয়, তাদের প্রতিটি যন্ত্রণাই আল্লাহ্‌র দরবারে এক একটি অমূল্য ইবাদত তুল্য। এ কষ্ট তাদের পাপ মোচনের ধারা হয়ে ঝরে পড়ে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন যালেমের অত্যাচারের শিকার হয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তবে সেই যুলুম তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এবং জগতবাসীর কাছে সম্মানিত হওয়ার একটি বড় উপলক্ষ হয়ে যায়। আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، 'আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন, (১) দান-খায়রাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (২) কোন বান্দার উপর যুলুম করা হ'লে এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। (৩) কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে আল্লাহ তার অভাবের দরজা খুলে দেন'।[১৭]

ছাহাবায়ে কেরাম ধৈর্যকে মহৎ গুণ মনে করতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَفْضَلَ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ بِالصَّبْرِ، وَلَوْ أَنَّ الصَّبْرَ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ كَرِيمًا، 'আমরা যে উত্তম জীবন লাভ করেছি, তা পেয়েছি ধৈর্যের মাধ্যমে। আর যদি ধৈর্য কোন মানুষ হ'ত, তাহ'লে সে হ'ত এক সম্মানিত মহাপুরুষ'।[১৮] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، 'ধৈর্য হ'ল কল্যাণের গুপ্তধন। আল্লাহ তা কেবল সেই ব্যক্তিকে দান করেন, যিনি তাঁর কাছে সম্মানিত'।[১৯]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে যখন জেলখানায় নির্যাতন করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، 'শত্রুরা আমার কিইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত ও আমার আনন্দ-বাগান তো আমার বুকের ভিতরে। আমি যেখানেই যাই না কেন, এটা আমার সঙ্গেই থাকে, কখনো আলাদা হয় না। যদি তারা আমাকে বন্দী করে, তবে তা আমার জন্য নিঃসঙ্গ ইবাদতের সুযোগ। যদি হত্যা করে, তবে তা আমার জন্য শাহাদত। আর যদি আমাকে নির্বাসনে পাঠায়, তবে তো সেটা আমার জন্য (আল্লাহ্‌র পথে নিরন্তর) সফর'।[২০] ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর এই উক্তি একজন সাচ্চা মুমিনের অন্তরজগৎ, ঈমান ও আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসার প্রতিচ্ছবি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানায়, তার শান্তি ও জান্নাত বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে না; বরং তা লুক্কায়িত থাকে তার হৃদয়ে গহীন কোণে।

সুতরাং মুমিনের হৃদয় যদি ঈমান ও ছবরের বলে বলীয়ান থাকে, তবে সে কখনো পরাজিত হয় না। শত্রুরা তার দেহকে আঘাত করতে পারে; কিন্তু তার হৃদয় থাকে অক্ষত, জান্নাতী সওগাতে সিক্ত। অতএব যাদের অন্তরে জান্নাতের অনুভূতি আছে, যাবতীয় বিপদাপদে ধৈর্য ধরার শক্তি আছে- দুনিয়ার যুলুম তাকে কাবু করতে পারে না। জান্নাতের সম্মানিত জীবন তাদের সদা হাতছানি দেয়। *(ক্রমশ:)*

---

[১৫] ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু হাদীছি 'মা যি'বানে জাই'আন (কায়রো : আল-ফারূক্ব আল-হাদীছাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৪হি./২০০৩খৃ), পৃ. ৮৮।

[১৬] মুসলিম হা/২৫৭২; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৭৭৯।

[১৭] তিরমিযী হা/২৩২৫; তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৮৫৫, সনদ ছহীহ।

[১৮] ইবনু আবীদ্দুনয়া, আছ-ছাবরু ওয়াছ ছাওয়াব (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), পৃ. ২৪।

[১৯] ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন ওয়া যাখিরাতুশ শাকেরীন (রিয়াদ : দারু আত্বাআতুল ইলম, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪৪০হি./২০১৯হি.), ১/১৭৭।

[২০] ইবনে তায়মিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/১৫৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৯হি.) পৃ. ৪৮।

হযরত উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ)

-ড. মুখতার আযহার*

রাসূল (ছাঃ)-এর লক্ষাধিক ছাহাবী ছিলেন। প্রত্যেক ছাহাবী ছিলেন নিজ অঙ্গনে এক একটি নক্ষত্র সদৃশ। তাদের পরহেযগারিতা ও ইলমী আমানতদারিতা ছিল অতুলনীয়। তন্মধ্যে উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) ছিলেন কুরআনিক খেদমতের নিখাদ বাতিঘর। ইলমে ক্বিরাআতে তার ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। তিনি ছিলেন সেরাদের সেরা। তিনি সায়্যিদুল কুররা তথা ক্বারীদের সর্দার হিসাবে অভিহিত হ’তেন। স্বয়ং মহান আল্লাহ স্বীয় প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে বলেন। কৌতূহলী কা‘ব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, মহান আল্লাহ নিজেই কি আমার নামটি বলেছিলেন? রাসূল (ছাঃ) হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। কা‘ব (রাঃ) খুশীতে আত্মহারা হয়ে কেঁদে দিয়েছিলেন। এ অঙ্গনে শুধুমাত্র তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন বিরল সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন।

পরিচয় : উবাই ইবনু কা‘ব আল-আনছারী একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূল (ছাঃ)-এর মাতুল-কুল মদীনার আন-নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বংশ তালিকা হ’ল- উবাই ইবনু কা‘ব ইবনে কায়েস ইবনে উবায়দ ইবনে যায়েদ ইবনে মু‘আবিয়া ইবনে আমর মালিক ইবনে নাজ্জার আল-খাযরাজী আল-আনছারী। তার মাতার নাম ছিল সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ ইবনু হারাম। তিনিও নাজ্জার বংশোদ্ভূত এবং প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ত্বালহা আল-আনছারীর ফুফু। সুতরাং উবাই (রাঃ) আবু ত্বালহা (রাঃ)-এর ফুফাতো ভাই। উবাই (রাঃ)-এর দু’টি উপনাম ছিল। একটি রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত আবুল মুনযির এবং অন্যটি তার পুত্র তুফায়ল-এর নামানুসারে ওমর (রাঃ) প্রদত্ত আবুত তুফায়ল।[১]

ইসলামের বিখ্যাত কবি, রাসূল (ছাঃ)-এর কাব্যযোদ্ধা ও প্রিয়ভাজন হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ)-এর সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।[২] রাসূল (ছাঃ) তাকে ভালবেসে ‘সায়্যিদুল আনছার’ বা আনছারদের নেতা হিসাবেও সম্বোধন করেছেন।[৩] সাধারণ জনগণ তাকে ‘সায়্যিদুল মুসলিমীন’ হিসাবে জানত।[৪]

ইসলাম গ্রহণ : মদীনায় ইহুদীদের যথেষ্ট ধর্মীয় প্রভাব ছিল। ইসলাম-পূর্ব জীবনে তিনি তাওরাতসহ অন্যান্য যে সকল ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছিলেন, মূলতঃ সেই জ্ঞানই তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনে। নবুঅতের ত্রয়োদশ বর্ষে মুছ‘আব ইবনু উমায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জন আনছার ছাহাবীর সাথে তিনি আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথ অনুষ্ঠানে শরীক হন। যে সকল মদীনাবাসী মক্কায় গিয়ে সর্বশেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) হাতে বায়‘আত করেন তিনিও তাঁদের একজন। আর এখান থেকেই তাঁর ইসলামী জীবনের সূচনা।[৫]

হিজরতের পর রাসূলে করীম (ছাঃ) আশারা মুবাশশারার অন্যতম সদস্য সাঈদ ইবনু যায়েদের সাথে উবাইয়ের ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। কেউ কেউ বলেন, ত্বলহা ইবনু উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর আবু আইউব আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে অতিথি হন। তবে বালাযুরীর একটি বর্ণনা মতে, তাঁর বাহন উটনীটি উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর বাড়ীতেই ছিল।[৭]

শারীরিক গঠন ও চরিত্র : উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র আব্বাস ইবনে সাহল, ঈসা ইবনে তালহার বর্ণানুযায়ী, তার অবয়ব ছিল মধ্যামাকৃতির। বার্ধক্যে তার দাঁড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনি তাতে কোন খেযাব বা মেহদী ব্যবহার করতেন না। তিনি ছিলেন খুবই সুশ্রী এবং তার চেহারায় কিছুটা বাদামী রংয়ের সংমিশ্রণ ছিল।[৮] দেখতে পাতলা সাদা চুল ও দাড়ি তার চেহারার শোভা বর্ধন করেছিল। বর্ণনাকারী উতাই ইবনে যমরা তাকে এমনভাবেই অবলোকন করেছিলেন।[৯]

কুরআনের খাদেম মহান এই ছাহাবী সর্বোত্তম চরিত্রের এবং খুবই দরদী হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। উম্মাহ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র বরিত হ’তেন। সত্যনিষ্ঠ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ) ওয়াদা পালনে ছিলেন প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব। অন্যায় দেখলে তিনি সহ্যই করতে পারতেন না, চট করে রেগে যেতেন।

নাহি আনিল মুনকার তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার নযীর তার জীবনে অনেক রয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) তার উপর খুবই ক্ষিপ্ত হ’লেন এবং কঠিন ভাষায় ধমক দিলেন। লোকটি তাকে বলল, হে আবুল মুনযির! আপনি তো কখনোই কটুভাষী ছিলেন না। তিনি সোজাসাপটা জবাব

---

* প্রভাষক, কাশিয়াবাড়ী আলিম মাদ্রাসা, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ, উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ), ক্র. ৩২, ১/২৭ পৃ.; শায়খ ছফওয়ান দাবূদী, আ‘লামুল মুসলিমীন উবাই ইবনে কা‘ব (দামেশ্ক : দারুল কলাম ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. ১৪-১৬ পৃ.)।

২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ৫/৩৯৬, ৩৮৭ পৃ.।

৩. আবুল হাসান নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী, মাজমাঊয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাঊল ফাওয়ায়েদ (কায়রো : মাকতাবুল কুদসী ১৪১৪/১৯৯৪), তাহক্বীক: হিসামুদ্দীন কুদসী, ২/২০০, ২০৩ পৃ.।

৪. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, তাহক্বীক : শুয়াইব আরনাউত্ব, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম সংস্করণ, ১৪১৩/১৯৯৩), ক্রমিক নং ৮২, ১/৩৯৯ পৃ.।

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ ৫/৬২৬ পৃ.।

৬. ছাফওয়ান আদনান দাঊদী, উবাই ইবনে কা‘ব (দামেশ্ক : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৩।

৭. আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবের ইবনে দাঊদ বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ (প্রকাশ, ১৪১৭/১৯৯৬), ১/২৬৭ পৃ.।

৮. মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৩০৩ পৃ; আবু উবাইদ, গারীবুল মুছান্নেফ ১/৯৬ পৃ.।

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সা‘দ, তাবাক্বাত ইবনে সা‘দ (সঊদী আরব : মাকতাবাতুছ ছাদীক, ১৪১৬ হি.), ৩/৪৯৯ পৃ.।

দিলেন এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি। রাসূল (ছাঃ)-এর এ সংক্রান্ত হাদীছটি তিনি তাকে শুনিয়ে দিলেন।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ পালনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ওমর (রাঃ)-এর ইমামতিতে একদিন একজন ব্যক্তি তাকে ছালাতের প্রথম কাতারে চাপাচাপি করে দাঁড়াতে দেখে একটু আপত্তি করলেন। তিনি বলেন, এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ, আনছার-মুহাজিরগণ ছালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়াবে। পরে লোকটি জানতে পারেন যে, তিনি হ'লেন সায়িদুল মুসলিমীন উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।[১১]

গায়রত ও মাহরাম সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলে ফেললেন, যদি ব্যাপারটি আমার সাথে ঘটত, তাহ'লে আমি তাকে তরবারী দিয়ে এর জবাব দিতাম। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যুত্তর শুনে হেসে দিলেন। স্নেহভরে তিনি তাকে বললেন, তুমি খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। আর আমি তোমার চেয়ে এবং মহান আল্লাহ সবার চেয়ে![১২]

জীবন পরিক্রমা : নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাকে কুরআনের জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছুহবত পাওয়ার পর থেকেই তাঁর মধ্যে কুরআন হিফয করার প্রবণতা দেখা দেয়। যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হ'ত তিনি হিফয করে ফেলতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মু'আয ইবনে জাবাল, উবাদাহ ইবনে ছমেত, উবাই ইবনে কা'ব, আবু আউয়ূব এবং আবুদ দারদা পাঁচজন ব্যক্তি সমগ্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন।[১৩] মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা গর্ব করে বলত, আমাদের গোত্রের চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেনি। তাদের অন্যতম হ'লেন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)।[১৪]

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে হিফয করেন। রাসূল (ছাঃ)ও অত্যধিক আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভীতির কারণে অনেক বিশিষ্ট ছাহাবী অনেক সময় তাঁর কাছে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু উবাই নিঃসংকোচে যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতেন। তাঁর এই আগ্রহের কারণ রাসূল (ছাঃ) মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার আগেই তাঁকে অনেক কথা বলে দিতেন। একবার তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি সূরার কথা বলছি, তাওরাত ও ইনজীলে যার সমকক্ষ কোন কিছু নেই। এমনকি কুরআনেও এর মত দ্বিতীয়টি নেই। এতটুকু বলে তিনি অন্য কথায় চলে গেলেন। উবাই বলেন, আমার ধারণা ছিল তিনি বলে দিবেন; কিন্তু তা না বলে বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। আমি পিছনে পিছনে চললাম। এক সময় তিনি আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি সেই সূরাটির নাম বলার জন্য আরয করলাম। তিনি সূরাটির নাম আমাকে বলে দিলেন।[১৫]

উবাই বিন কা'ব ছিলেন কুরআনের একজন বিশেষজ্ঞ ক্বারী। কুরআন এমন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারতেন যে, তাকে সায়্যিদুল কুররা (কারীগণের সর্দার) বলা হ'ত। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাকে কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনাতেন।[১৬]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) একবার উবাই ইবনু কা'বকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করেছেন? রাসূল (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। ক্বাতাদার বর্ণনা মতে, এই নির্দেশ ছিল সূরা বাইয়্যিনাহ সম্পর্কে।[১৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, সালেম, মু'আয ইবনু জাবাল ও উবাই ইবনু কা'ব।[১৮] ওমর (রাঃ) বিশুদ্ধ ক্বিরাআত শুনার জন্য তাকে তেলাওয়াত করতে বলতেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে জটিল সমস্যা দেখা দিলে তার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

কথিত আছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই বললেন, أَمَا سَلَكْتَ طَرِيقًا ذَا شَوْكٍ؟ 'আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেননি? ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, খুব সাবধানে ও কষ্ট করে চলেছি। উবাই বললেন, فَذَلِكَ التَّقْوَى 'ওটাই হ'ল তাক্বওয়া'।[১৯]

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির বিশেষত্ব রাসূল (ছাঃ) নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেইসব মহান ব্যক্তির একজন উবাই। তাঁর সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আক্বরাহুম উবাই 'তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত (ক্বারী) উবাই'।[২০]

---

[১০] *আবু বকর আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম, মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক (বৈরূত : মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হিঃ), ১/৪৩৮ পৃ.।*

[১১] *মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৩০৩; মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক ২/৫৩ পৃ.।*

[১২] *মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী, হায়াতুছ ছাহাবা (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০/১৯৯৯), ৩/২৮৪ পৃ.; উবাই ইবনে কা'ব, পৃ. ২৮।*

[১৩] *উবাই ইবনে কা'ব, পৃ. ৩২।*

[১৪] *হায়াতুছ ছাহাবা ১/৪৭৬ পৃ.।*

[১৫] *আহমাদ ২/৪১৩; হাকেম ২/২৫৮।*

[১৬] *আহমাদ ৩/১৩০; বুখারী হা/৪৯৫৯; মুসলিম হা/৭৯৯; তিরমিযী হা/৩৭৯৫।*

[১৭] *বুখারী হা/৪৯৫৯; তাবাক্বাত ৩/৪৯৯-৫০০; উসদুল গাবাহ ১/৪৯ পৃ.।*

[১৮] *বুখারী হা/৩৮০৮।*

[১৯] *বায়হাক্বী, যুহদুল কবীর ১/৩৫০, গৃহীত : প্রফেসর ড. আসাদুলাহ আল-গালিব, মুত্তাক্বীদের পরিচয়, মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০১৩।*

[২০] *মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৪২২ পৃ.।*

একবার রাসূলে করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত পড়ালেন এবং একটি আয়াত ভুলে বাদ পড়ে গেল। উবাই মাঝখানে ছালাতে শরীক হন। ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি আমার ক্বিরাআতের প্রতি মনোযোগী ছিলে? লোকেরা কেউ কোন জবাব দিল না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, উবাই ইবনু কা'ব আছ কি? উবাই ততক্ষণে বাকী ছালাত শেষ করেছেন। তিনি বলে উঠলেন, আপনি অমুক আয়াতটি পাঠ করেননি। আয়াতটি কি মানসূখ (রহিত) হয়েছে নাকি আপনি পড়তে ভুলে গেছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানসূখ হয়নি, আমি পড়তে ভুলে গেছি। আমি জানতাম তুমি ছাড়া আর কেউ হয়তো এইদিকে মনোযোগী হবে না।[২১]

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন বিষয় উবাইয়ের বোধগম্য না হ'লে অন্য ছাহাবীদের মত চুপ থাকতেন না; বরং বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথা বলতেন। একবার মসজিদে নববীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) একটি আয়াত পাঠ করলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন হুজায়ল গোত্রের লোক, এ কারণে তাঁর উচ্চারণে একটু ভিন্নতা ছিল। উবাই তাঁর পাঠ শুনে প্রশ্ন করেন, আপনি এই আয়াত কার কাছে শিখেছেন? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আয়াতটির পাঠ এভাবে শিখেছি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বললেন, আমাকেও তো রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। উবাই বলেন, সেই সময় আমার অন্তরে ভ্রান্ত ধারণার প্রবাহ বয়ে যেতে লাগলো। আমি ইবনু মাসউদকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও তাঁর কুরআন পাঠে তারতম্য দেখা দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) আমার পাঠ শুনলেন এবং বললেন, তুমি ঠিক পড়েছ। তারপর ইবনু মাসঊদের পাঠ শুনে বললেন, তুমিও ঠিক পড়েছ। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইজনের পাঠ সঠিক হয় কি করে? এতক্ষণে উবাই ঘেমে একাকার হয়ে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! উবাইয়ের সংশয় দূর করে দাও। পবিত্র হাতের স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে পূর্ণ প্রত্যয় নেমে আসে।[২২]

রাসূলে করীম (ছাঃ) নিজে উবাইকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছরও উবাইকে কুরআন শোনান। আর একথাও বলেন যে, জিবরীল আমাকে বলেছেন, আমি যেন উবাইকে কুরআন শুনাই। যখনই কুরআনের যে আয়াতটি বা সূরাটি নাযিল হ'ত রাসূল (ছাঃ) উবাইকে পাঠ করে শোনাতেন। শুধু তাই নয়, মুখস্থ করিয়ে দিতেন।[২৩]

আব্দুর রহমান ইবনু আবী আবযা নামক উবাইয়ের এক ছাত্র উস্তাদের এই ঘটনা অবগত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবুল মুনযির! সম্ভবতঃ সেই সময় আপনি বিশেষ পুলক ও আনন্দ অনুভব করেছিলেন? উবাই বললেন, কেন করবো না? একথা বলে তিনি সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতটি পাঠ করেন।[২৪] ক্বিরাআত শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার কারণে বিশেষ এক ধরনের ক্বিরাআত সেখানে তাঁর নাম চালু হয় এবং 'ক্বিরাআতে উবাই' নামে পরিচিতি লাভ করে।[২৫]

উবাই (রাঃ) মৃত্যুর সময় তাঁর ক্বিরাআত শাস্ত্রে দু'জন যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যান যাঁরা বিশ্ব মুসলিমের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁরা হ'লেন, আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাত ক্বারীর মধ্যে নাফে' ইবনু কাছীর মাক্কীর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মাধ্যমে উবাই ইবনু কা'বে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সেকালে উবাইয়ের মাদ্রাসাতুল ক্বিরাআহ (কিরাআত শাস্ত্রের শিক্ষালয়) একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। আরব, রোম, শাম এবং ইসলামী খিলাফতের নানা অঞ্চলের ছাত্ররা মদীনায় এসে তাঁর শিক্ষালয়ে ক্বিরাআত শিখতো। বহু বড় বড় ছাহাবী দূর-দূরান্ত থেকে উৎসাহী লোকদের সাথে করে মদীনায় নিয়ে আসতেন এবং উবাই (রাঃ)-এর মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিতেন। ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে আবূদ দারদা আল-আনছারী (রাঃ)-কে লোকদের কুরআন শিক্ষাদানের জন্য শামে পাঠান। তিনি ছিলেন সেই পাঁচ রত্নের অন্যতম যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় গোটা কুরআন হিফয করেন। তা সত্ত্বেও তিনি উবাইয়ের ক্বিরাআতের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একবার ওমর (রাঃ) খিলাফতকালে শামবাসীদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে তিনি মদীনায় উবাইয়ের নিকট আসেন। তাঁর নিকট তাঁদের সাথে তিনি নিজেও কুরআন পড়েন।[২৬]

মাসরূক বর্ণনা করেন, ছাহাবীদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন প্রখ্যাত মুফতী বা (আছহাবুল কুযাত) ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ), আব্দুল্লাহ (রাঃ), উবাই (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ)। ইলমে ক্বিরাআতের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মাতের মধ্যে উম্মাতের প্রতি সর্বাধিক দয়াপরবশ হ'ল আবু বকর, দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাধিক কঠোর হ'ল ওমর, সর্বাধিক লাজুক হ'ল ওছমান, হালাল-হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত হ'ল মু'আয ইবনু জাবাল, ফারায়েযের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত হ'ল যায়েদ ইবনু ছাবিত, কিরাআতে সর্বাধিক জ্ঞাত হ'ল উবাই ইবনু কা'ব। আর প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন থাকে। এই উম্মতের আমীন হ'ল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।[২৭]

---

[২১] আহমাদ ৫/১২৩, ১৪৪ পৃ.।
[২২] ইসলামী বিশ্বকোষ ৫/৬২৬ পৃ.।
[২৩] আল-ইছাবাহ ১/১৯ পৃ.।
[২৪] মুসনাদ আহমাদ ৪/১১৩ পৃ.।
[২৫] ইসলামী বিশ্বকোষ, ঐ।
[২৬] উবাই ইবনে কা'ব, পৃ. ৩২।
[২৭] সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২২৪; মিশকাত হা/৬১১১।

উবাই ইবনু কা'বের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞান চর্চার জন্য নিবেদিত ছিল। মদীনার আনছার-মুহাজিরগণ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকতেন, উবাই তখন মসজিদে নববীতে কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠনে সময় অতিবাহিত করতেন। আনছারদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম কেউ ছিলেন না। আর কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফয ও ক্বিরআতে মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া প্রাচীন আসমানী কিতাবের জ্ঞানেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তিনি তাওরাত ও ইনজীলের আলিম ছিলেন। অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ ছিল সে বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের কারণে ফারূকে আযম তাঁকে খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। এমনকি তিনি নিজেই বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান জানার জন্য সময়-অসময়ে তাঁর গৃহে যেতেন। ইসলামের ইতিহাসে গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ মনীষার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) 'হিবরুল উম্মাহ' নামে খ্যাত। তিনিও উবাইয়ের দারসে উপস্থিত হওয়াকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। তাঁর এই ফযীলত ও মর্যাদা ছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অর্জিত জ্ঞানের কারণেই। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে এত বেশী পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, অন্য কারও নিকট জ্ঞানের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর ছিল না।[২৮]

জাহেলী যুগে জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। সে যুগে তার লিখন ক্ষমতার খুব সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। ওয়াক্বিদীর বর্ণনা মতে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য মদীনার চুক্তিনামা মুক্বাদ্দামা লিপিবদ্ধ করেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম পত্রের শেষে (কাতাবা ফুলান ইবনু ফুলান) (অমুকের পুত্র অমুক কর্তৃক লিখিত) এই কথা লেখার প্রচলন করেন। ইসলামী যুগে তিনি অহী লেখার দায়িত্ব পালন করতেন।[২৯]

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই উবাই কুরআনের সাথে অস্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলেন। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর অহী লেখার সর্বপ্রথম গৌরব তিনিই অর্জন করে।[৩০]

উবাই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যতটুকু কুরআন পড়তেন, ঘরে ফিরে তা লিখে রাখতেন। ওমর (রাঃ) একজন তেলাওয়াতকারীর সূরা আহযাবের ৬নং আয়াতে النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ - أُمَّهَاتُهُمْ-এর স্থলে اب لهم পড়ল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, এটি উবাই ইবনে কা'ব-এর মাছহাফ। আমীরুল মুমিনীন উবাই (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে, সে কুরআন দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আপনাকে বাজারের দর কষাকষি অমনোযোগী করে দিয়েছে।[৩১]

পরহেযগারিতা : দুনিয়া নিয়ে যে ব্যক্তি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, সে ধ্বংস হ'ল। তাই উবাই দুনিয়া নয়, আখেরাতের সফলতা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। শরী'আতের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় ভক্তি ও আনুগত্য।

একদিন জাবের অথবা জুবায়ের নামের একজন ব্যক্তি ওমর (রাঃ) নিকট এসে দুনিয়া সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা বলছিলেন। তার পাশেই সাদা চুল, দাড়ি ও সাদা পোষাক পরিহিত একজন ব্যক্তি ছিলেন। জুবায়ের কথাবার্তা শুনে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, দুনিয়া কাকে বলে, তুমি জান? উত্তর না পেয়ে তিনি বললেন, দুনিয়ার আমল আখেরাতের সম্বল এবং পরকালে আমাদেরকে তার বদলা দেয়া হবে। জুবায়ের বললেন, আমীরুল মুমিনীন লোকটি কে? তিনি বললেন, সায়্যিদুল মুসলিমীন উবাই ইবনে কা'ব।[৩২]

ওছমান (রাঃ) কুরআন জমা করার জন্য কুরায়েশ ও আনছারদের মধ্যে যেই ১২ জন ছাহাবীকে মনোনীত করেছিলেন উবাই ইবনু কা'ব তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন তেলওয়াত করতেন। তিনি আট রাতে কুরআন খতম করতেন।

আল্লাহ ও বিচার দিনের ভয়ে সব সময় তিনি কাঁদতেন। কুরআন পাঠের সময় ভীষণ ভীত হয়ে পড়তেন। আযাবের আয়াতগুলি যখন পাঠ করতেন বিশেষতঃ সূরা আন'আম ৬৫ আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا....তখন তাঁর শঙ্কা ও ভয়ের সীমা থাকতো না, অঝর নয়নে কাঁদতেন।[৩৩]

কুরআন : উবাই (রাঃ) ছিলেন কুরআনের মুফাসসির (ভাষ্যকার) ছাহাবীদের অন্যতম। এই শাস্ত্রের বড় একটি অংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু জা'ফর আর রাযী তার বর্ণনাকারী। মাত্র তিনটি মাধ্যমে এই সনদ উবাই পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই শাস্ত্রে উবাইয়ের বহু ছাত্র ছিল। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে তার সিংহভাগ আবুল আলিয়াহ মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এই আবুল আলিয়ার ছাত্র রাবী' ইবনু আনাস। ইমাম তিরমিযীর সনদের ধারাবাহিকতা এই রাবী' পর্যন্ত পৌঁছেছে। উবাইয়ের তাফসীরের বর্ণনাসমূহ ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতেম প্রচুর পরিমাণে নকল করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে কিছু বর্ণনা সংকলন করেছেন।[৩৪]

---

[২৮] তাবাক্বাতুল কুবরা ৪/১৮৪; হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/৭৯৫ পৃ.।

[২৯] তাবাক্বাত ৩/৪৯৮; উসদুল গাবা ১/৫০ পৃ.।

[৩০] আল-ইছাবাহ ১/২৭ পৃ.।

[৩১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৪১ পৃ.; দুররুল মানছূর ৫/১৮৩ পৃ.।

[৩২] তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/৬০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৪১ পৃ.।

[৩৩] খালেদ মুহাম্মাদ ছাবেত, রিজালুন হাওলার রাসূল (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২১হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫।

[৩৪] আহমাদ ৫/১৩৫ পৃ.; ইবনু জারীর ৭/২৬৬ পৃ.; উবাই ইবনু কা'ব, পৃ. ১১৯।

তাফসীর শাস্ত্রে উবাই থেকে দুই রকম রিওয়ায়াত (বর্ণনা) আছে। ক. তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যে সকল প্রশ্ন করেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার যে সকল জবাব দেন।

খ. এমন সব তাফসীর, যা খোদ উবাইয়ের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের তাফসীর, যেহেতু তা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এ কারণে তা ঈমান ও ইয়াক্বীনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের তাফসীর হচ্ছে উবাইয়ের মতামত ও সিদ্ধান্তের সমষ্টি। তার কোনটিকে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসীর)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, কোনটিকে সমকালীন চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। কোন ক্ষেত্রে এ সবের ঊর্ধ্বে উঠে একজন মুজতাহিদের মত নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মূলতঃ এটাই তাঁর তাফসীর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। শানে নুযূল বিষয়ে তাঁর থেকে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তা ছড়িয়ে রয়েছে।

সূরা ফাতিহা : একদিন রাসূল (ছাঃ) উবাই ইবনু কা'বকে ডাকলেন, এমতাবস্থায় তিনি ছালাতরত ছিলেন। উবাই (রাঃ) ছালাত সংক্ষিপ্ত করলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমার ডাকে সাড়া দিলেনা কেন? তিনি বললেন, আমি ছালাতে ছিলাম। তুমি কি কুরআনে এই আয়াতটি পাওনি? يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও *(আনফাল ৮/২৪)*।

জী, হ্যাঁ। ইনশাল্লাহ আর হবে না। আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাতে চাই পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও ফুরক্বানে অনুরূপ কোন সূরা অবতীর্ণ হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও ফুরক্বানে অনুরূপ কোন সূরা অবতীর্ণ হয়নি। সেটি হ'ল সাবঊল মাছানী এবং মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।[৩৫]

সূরা বাক্বারাহ : উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) সূরা বাক্বারাহর অনেকগুলি আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। ৩৬ আয়াতে হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) সম্পর্কে এবং ২০০ আয়াত ও আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। কুরআনে কোন আয়াতটি (মর্যাদায়) সবচেয়ে বড়? তিনি বলেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তোমার জন্য মুবারক হোক। যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, তার একটি জিহ্বা এবং দু'টি ঠোঁট থাকবে আরশের নীচে মালিকের গুণকীর্তন করবে।[৩৬]

এতদ্ব্যতীত আলে-ইমরান ১৪, ২০০, ১৩৪ নিসা ২৪, ১০১, ১১৭ মায়েদাহ ১০৫ আন'আম ৬৫ আ'রাফ ২২, ১৭২ তাওবাহ ১২৮ ইউনুস ২, ২৬ ইউসুফ-এর শিক্ষা, ইবরাহীম ৫ নাহল ১২৬ ইসরা ১, ৭৯ কাহাফ ৬১, ৬৩, ৬৫, ৮০ হজ্জ ৫৫ নূর ৩৫, ৩৯, ৫৫ সাজদাহ ২১ আহযাব ৬, ৫২, ৫৬, ৭৫, ১১২, ছফফাত ১৪৭, শূরা ২০, কৃষ্ফ ৩০, ত্বালাক ৪ নাযি'আত ৭, তাকবীর ৫, লাইল ৬, বাইয়্যিনা, ইনশারাহ, তাকাছুর, ইখলাছসহ বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের তাফসীর, শানে নুযূল তার ইলমী দক্ষতার অনন্য সংযোজন।[৩৭]

তাঁর লিখিত মুছহাফ ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই মুছহাফের খ্যাতি ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। উবাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মদীনায় বসবাস করতেন। একবার ইরাক থেকে কিছু লোক তাঁর নিকট এসে বলল, আমরা আপনার পিতার মুছহাফ দেখার জন্য এসেছি। তিনি বললেন, মুছহাফ তো আমাদের নিকট নেই তা খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত আছে।[৩৮]

হাদীছ বর্ণনা : ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদেরকে হাদীছের বিশেষজ্ঞ বলা হয় উবাই ইবনু কা'ব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যাহাবী বলেছেন, উবাই ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিদের একজন যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছের বিরাট এক অংশ শুনেছিলেন। এই কারণে জ্ঞানীগুণী ছাহাবীদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব হালকা-ই-দারস ছিল তাঁরাও উবাইয়ের দারসে শরীক হওয়াকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। আর এই কারণে তাঁর দারসে তাবেঈদের চেয়ে ছাহাবীদের সমাবেশ ঘটতো বেশী। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আবু আইউব আল-আনছারী, উবাদাহ ইবনু ছামিত, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, সাহল ইবনু সা'দ, সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাঃ) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের ছাহাবীগণ উবাইয়ের দারসে বসতেন। তাঁর দরসের নির্দিষ্ট সময় ছিল। তবে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার সবার জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। যখন তিনি ছালাতের জন্য মসজিদে নববীতে আসতেন তখন কেউ কিছু জানতে চাইলে মাহরূম করতেন না।[৩৯]

কায়স ইবনু আব্বাদ ছাহাবীদের দীদার লাভে ধন্য হওয়ার জন্য একবার মদীনায় আসেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে, আমি মদীনায় উবাই ইবনু কা'ব অপেক্ষা অধিকতর বড় কোন আলিম পাইনি। ছালাতের সময় হ'লে মানুষ সমবেত হ'ল। জনগণের মধ্যে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। উবাই কোন একটি বিষয়ে মানুষকে শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। ছালাত শেষে তিনি দাঁড়ালেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছালেন। জনতা অত্যন্ত আগ্রহ ও আবেগের সাথে নীরবে তাঁর কথা শুনছিল। উবাইয়ের এমন সম্মান ও মর্যাদা দেখে কায়স

---

[৩৫] *আহমাদ ২/৪১৩; হাকেম ২/২৫৮।*
[৩৬] *আহমাদ ৫/১৪২; মুসলিম হা/৮১০; আবূদাউদ হা/১৪৬০।*
[৩৭] *উবাই ইবনে কা'ব ১১৬-১৪০ পৃ. দ্র.।*
[৩৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ ৫/৬২৬ পৃ.।*
[৩৯] *সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৩/২৪৩ পৃ.।*

আজীবন মুগ্ধ ছিলেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে উবাই ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও সতর্ক। এ কারণে জীবনে বিরাট একটা অংশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে কাটালেও খুব বেশী হাদীছ তিনি বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণিত ১৬৪টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৪০]

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের যোগ্যতা ছিল, উবাই তাঁদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনকালেই তিনি ফৎওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও সিদ্ধান্তদানকারী ফক্বীহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইবনু সা'দ বর্ণনা করেন, আবুবকর (রাঃ) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। এই সকল ব্যক্তির একজন ছিলেন উবাই ইবনু কা'ব। ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবনু সা'দ, সাহল ইবনু আবী খায়ছামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তিনজন মুহাজির ও তিনজন আনছার ফৎওয়া দিতেন। তাঁরা হ'লেন, ওমর, ওছমান, আলী, উবাই, মু'আয ও যায়েদ ইবনু ছাবিত। রাসূল (ছাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন যেগুলি বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশের অধিক ছাহাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ওমর, আবু আইয়ুব আনছারী, উবাদা ইবনু ছামেত, সাহল ইবনু সা'দ, আবু মূসা, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস ইবনু মালেক, সুলায়মান ইবনু সুরাদ, আব্দুল্লাহ ইবনু খাব্বাব এবং তদীয় পুত্র তুফায়েল প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৪১]

যুদ্ধ ও জিহাদ : উবাই (রাঃ) বদর থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যোগদান করেন। কুরাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দেয়। ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব গোপনে বনী গিফার গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠান। সেই পত্রে তিনি কুরাইশদের সকল গতিবিধি রাসূল (ছাঃ)-কে অবহিত করেন। লোকটি মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় পত্রখানি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। রাসূল (ছাঃ) পত্রখানা সেখানে উবাই ইবনু কা'বের দ্বারা পাঠ করিয়ে শোনেন এবং পত্রের বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন।

ওহোদ যুদ্ধ শেষে রাসূলে করীম (ছাঃ) আহত-নিহতদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ একজন সা'দ ইবনু রাবীর খোঁজ নাও তো। একজন আনছারী ছাহাবী (কা'ব) তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় শহীদদের লাশের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করেন।

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, আবূ ওছামা আল-জাশামীর মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল (ছাঃ) উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান। তেমনিভাবে হিজরী ২য় সনের রজব মাসে রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ আল-আসাদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী নাখলা অভিমুখে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি আব্দুল্লাহর হাতে একটি সীলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন, 'দুই রাত একাধারে চলার পর চিঠিটি খুলে পাঠ করবে এবং এর নির্দেশ মত কাজ করবে। রাসূল (ছাঃ) এই চিঠিটি উবাইয়ের দ্বারা লেখান।[৪২] বদর, ওহোদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি তিনি ওহোদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে আহতও হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক পাঠান। চিকিৎসক তাঁর রগ কেটে সেই স্থানে সেঁক দেয়।[৪৩]

মর্যাদা : ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি সম্মানিত ছিলেন। উবাই (রাঃ) বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে কুরআন, তাফসীর, শানে নুযূল, নাসিখ-মানসূখ, হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্রে ছিলেন ইমাম ও মুজতাহিদ। একজন মুজতাহিদ বা গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। একদিন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? বললেন, আয়াতুল কুরসী। রাসূল (ছাঃ) দারুণ খুশী হ'লেন এবং বললেন, উবাই, এই ইলম তোমাকে খুশী করুক। উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি কুরআনের আয়াত নিয়ে কতখানি চিন্তা-ভাবনা করতেন।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ওমর (রাঃ) উবাই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এসব বাণী অনেকবার মানুষকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন। একবার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, উবাই সবচেয়ে বড় ক্বারী। সিরিয়া সফরের সময় জাবিয়া নামক স্থানের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কুরআন শিখতে চাইলে সে যেন উবাইয়ের কাছে আসে।[৪৫] রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতী ছালাতুত তারাবীহ তাকে দিয়েই ওমর (রাঃ) পুনরায় চালু করেছিলেন। তিনি তাঁকে সায়্যিদুল মুসলিমীন নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৬]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, তিনি একজন বদরী ছাহাবী এবং ক্বারীদের সর্দার ছিলেন। তিনি আক্বাবায় শপথকারী এবং বদর রণাঙ্গনের সম্মুখযোদ্ধা। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছিলেন কাতিবে অহি তথা কুরআন সংকলক। ইলমে ও আমলে নেতৃস্থানীয় একজন সম্মানিত ছাহাবী।[৪৭]

---

[৪০] সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, ঐ।

[৪১] উবাই ইবনে কা'ব, পৃ. ৫১-৭৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫/৬২৬ পৃ.।

[৪২] তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/৪৯৮ পৃ.।

[৪৩] আহমাদ ৩/৩০৩, হা/১৪২৫২।

[৪৪] রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ. ৩৬৪ ।

[৪৫] মুসনাদ আহমাদ ৫/১২৩; হায়াতুছ ছাহাবা ৩/২০১ পৃ.।

[৪৬] হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/৫১৯; তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৭; আল-ইছাবাহ, ১/১৯ পৃ.।

[৪৭] সিয়ারু আ'লামিল নুবালা ১/৮৯; তারীখুল ইসলাম ২/১০৭ প।

ইবনু হাজার আসক্বালানী তার প্রখ্যাত গ্রন্থ তাকরীবুত তাহযীবে বলেন, তিনি ছিলেন উঁচু দরের সম্মানিত একজন ছাহাবী।[৪৮]

মৃত্যু : তার মৃত্যু নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনু আবদিল বার বলেন, অধিকাংশের মতে তিনি ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু খায়ছামা ইয়াহয়া ইবনু মুঈন-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ২০ বা ১৯ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু হিব্বান ও ওয়াকেদী বর্ণনা মতে ২২ হি.। তার মৃত্যুতে ওমর বলেছিলেন, আজ সায়্যিদুল মুসলিমীনের মৃত্যু হ'ল। কেউ বলেন, তার মৃত্যু হয়েছে ৩০ হি. বা ৩২ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে। আবু নু'আয়ম উক্ত বর্ণনাকে সঠিক বলেছেন। তার দলীল হ'ল, যিরর ইবনু হুবায়শ ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তারীখে উল্লেখ করেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবযা ওছমান (রাঃ)-এর (মুনাফিকদের সৃষ্ট) ফিতনার সময় উবাই ইবনু কা'ব-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিতনা সম্পর্কে মর্মপীড়া ব্যক্ত করেন। ইমাম বাগাবী (রহঃ) হাসান-এর সূত্র উল্লেখ করেন যে, তিনি ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের এক শুক্রবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯]

তুফায়ল ও মুহাম্মাদ নামে তাঁর দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মাতা ছিল উম্মে তুফায়ল বিনতুত তুফায়ল ইবনু আমর। উম্মে আমর নামে তার এক কন্যা ছিল। কিন্তু তার মাতার নাম অজ্ঞাত।[৫০]

উপসংহার : কুরআন মানবতার একমাত্র মুক্তির সনদ। কুরআনের সেবায় যাদের জীবন ধন্য, এমন গৌরবময় জীবন আর কার হ'তে পারে! রাসূল (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরআনের সেবকদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[৫১] এক ব্যক্তি উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবকে পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করুন এবং বিচারক ও সালিসকারী হিসাবে এতে সন্তুষ্ট থাকুন। কেননা মহান আল্লাহই তোমাদের মধ্যে তোমাদের রাসূলকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যিনি আপনার রাসূলকে আপনার উত্তরাধিকারী, সুপারিশকারী, আনুগত্যকারী এবং সাক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।[৫২] উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর জীবন থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। তিনি ছিলেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁর খেদমত ইসলাম ও মুসলমানের জন্য চির স্বরণীয় হয়ে থাকবে।

---

[৪৮] *ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়া : দারুর রাশেদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১৮৩ পৃ.।*

[৪৯] *তিরমিযী হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/২৭৬; মিশকাত হা/৪৯৩৪।*

[৫০] *বিস্তারিত দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ ৫/৬২৬ পৃ.।*

[৫১] *বুখারী হা/৫০২৭; আবূদাঊদ হা/১৪৫২; মিশকাত হা/২১০৯।*

[৫২] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৩৮ পৃ.।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তেল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

◆ কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
◆ বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
◆ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
◆ বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
◆ সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
◆ শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
◆ শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

কালোজিরা তেল
প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ফুলের মৌসুমে প্রাকৃতিক ভাবে সংগৃহিত
মৌচাক
মধু
বি.এস.টি.আই লাইসেন্স নং-৫৫১৮
যয়তুন তেল

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

সংবিধানে বহুত্ববাদ
নতুন মোড়কে পুরনো মদ

*-জুয়েল রানা**

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো ও সংবিধান সংস্কারের বিষয়টি অন্যতম দাবীতে পরিণত হয়েছে। কেউ যাতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে আর ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারে, এজন্য এ সংস্কারের দাবী তোলা হয়। দায়িত্ব নেয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধান, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, আদালত, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সংস্কারে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনূস গত বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এসব কমিশন গঠন করার কথা বলেন।

কমিশনগুলোকে ৯০ দিনের মধ্যে সংস্কার প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। গত ১৫ই জানুয়ারী'২৪ অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিটি তার সুফারিশ-সংবলিত প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দিয়েছেন। সুপারিশের সারসংক্ষেপ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সারসংক্ষেপে সংবিধান সংস্কারে যেসব সুফারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' পরিবর্তন করে 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাখা, পাঁচ মূলনীতি হিসাবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র করা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, দুই কক্ষের সংসদে মোট আসন ৫০৫টি, সংসদের মেয়াদ ৪ বছর, দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রী নয়, নিম্নকক্ষে ১০ শতাংশ আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী করা, ২১ বছর হ'লে প্রার্থী হওয়া, অর্থবিল ছাড়া নিম্নকক্ষের সদস্যদের দলের বিপক্ষে ভোট দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখা এবং নারী আসনে সরাসরি ভোট, সব মিলিয়ে ১৬টি ক্ষেত্রে ১৫০টির মতো সুফারিশ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, সংস্কার কমিটির সুফারিশ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে বলা হয়েছে- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। তবে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এগুলোর মধ্যে শুধু গণতন্ত্রকে মূলনীতি হিসাবে রাখার প্রস্তাব করেছে। এর সঙ্গে তারা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও বহুত্ববাদকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণের সুফারিশ করেছে। মূলত সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে 'বহুত্ববাদ' শব্দটিকে রাখা বিভ্রান্তিকর। মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে এদেশে কোন সংস্কার গ্রহণযোগ্য হবে না। সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে 'আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, 'জনগণের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এবং শোষণ-যুলুম ও বৈষম্যমুক্ত আদর্শ' থাকতে হবে। রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে 'ইসলাম' অক্ষুণ্ন রাখা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না, তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। 'গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভেদ নয় ঐক্য, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' এই প্রতিপাদ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পতিত স্বৈরাচার কর্তৃক দেশ ও দেশের মানুষকে বিভক্ত করার মিথ্যা বয়ানগুলো পরিহার করতে হবে।

জুলাই অভ্যুত্থান ঘটালো একত্ববাদীরা অথচ সংবিধানের মূলনীতি হবে বহুত্ববাদ! বহুত্ববাদের একটা সহজ উদাহরণ হ'তে পারে সম্রাট আকবরের সময় চালু হওয়া 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক একটি ধর্ম। সব ধর্মের সংমিশ্রণে দ্বীন-ই-ইলাহীর মত নতুন ধর্ম হচ্ছে বহুত্ববাদ। সেই বহুত্ববাদের আদলেই রচিত হবে নতুন সংবিধান। বাংলা বহু ঈশ্বরবাদ বা 'বহুত্ববাদ' অর্থাৎ ইংরেজি Polytheism কথাটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ poly (যার অর্থ হল 'বহু') এবং theoi (যার অর্থ হল 'ঈশ্বর') থেকে। সেই অর্থে বহুত্ববাদ বলতে বহু ঈশ্বর বা বহু দেবতার উপাসনাকে বোঝায়। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদী লেখক ফিলো 'বহুত্ববাদ' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। আধুনিককালে ফরাসী লেখক জাঁ বোঁদা ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং ইংরেজ লেখক স্যামুয়েল পার্কাস ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বহুত্ববাদ' কথাটি ব্যবহার করেন। বহুত্ববাদের মূলকথা- সত্তা এক নয়, দুইও নয়, বহু। বহুত্ববাদ' pluralism কথাটি নতুন নয়, গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতায় কথাটি পুরনো। রাষ্ট্রচিন্তায়, সভ্যতা বিচারে, সংস্কৃতির বিবেচনায় পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁসের সূচনা পর্বের পর থেকেই নানা বিষয়ের সঙ্গে totalitarism ও pluralism ইত্যাদি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা লক্ষ্য করা যায়। বহুত্ববাদের কথা বলে বাংলাদেশের সব কিছুকে শুধু বিভক্ত করতে করতে দুর্বল করে চললে বাংলাদেশের ওপর বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্তৃত্ব ও শোষণ বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

বহুত্ববাদ হ'ল একত্ববাদের কেন্দ্রীভূত সর্বাত্মক ও অবাধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফল। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কেবল একত্ববাদের সমালোচনা হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে বহুত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। জেন্ডার বিষয়ে সচেতন বিশ্লেষকরা বলছেন, 'বহুত্ববাদের' মানে হ'ল, এলজিবিটিকিউ ও ট্রান্সজেন্ডারদেরকেও জায়গা করে দেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়া।

বহুত্ববাদ শব্দটি আরও নানা কারণে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। ইসলাম ধর্মের প্রাণ; তাওহীদ-এর বাংলা তরজমা করা হয় 'একত্ববাদ'। অবচেতনভাবেই বহুত্ববাদকে একত্ববাদের বিপরীত ভাববাচক শব্দ মনে হয়। এটা আরও বড় সমস্যা।

** সহকারী শিক্ষক, উৎকর্ষ ইসলামিক স্কুল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

বহুত্ববাদ সংবিধানের ইসলাম বিরোধী নীতি। বহুত্ববাদ একটা ষড়যন্ত্র! এটি কেবল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেক্যুলারিজম ও বহুত্ববাদ একই জিনিস। বহুত্ববাদ শব্দটি ব্যবহার করা বাংলাদেশের মানুষদের বোকা বানানোর পাঁয়তারা মাত্র। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। এবং 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম। আর আহলে কিতাবগণ (শেষনবীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইলম এসে যাবার পরেও কেবলমাত্র পরস্পরে বিদ্বেষবশত। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, সত্বর আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। পেরেনিয়ালিস্টরা এই আয়াতগুলি এককভাবে ব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, 'ইসলাম' শব্দটি আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে কোন বিশ্ব ধর্ম অবলম্বন করে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জনের চেষ্টা করা যায়। তার মানে তাদের মতে এখানে 'ইসলাম' কেবল মাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে না।

পেরেনিয়ালিস্টদের (Perennialist) কথিত আনুগত্যের ব্যাখ্যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া যায়। যেমন 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*। 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং (এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ) শোনার পর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(আনফাল ৮/২০)*। এবং 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। এখানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা আবশ্যক। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করতে হ'লে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনীত কুরআন ও সুন্নাতের পথ তথা একমাত্র ইসলাম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। সারকথা, পেরেনিয়ালিস্টদের দাবী অনুযায়ী যে কোন বিশ্ব ধর্ম অবলম্বন করে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জন করা যাবে। অথচ এটি সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী।

পেরেনিয়ালিস্টরা দাবী করে যে, সব বিশ্বধর্মের ধর্মাবলম্বীরা একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে। যদিও প্রতিটি ধর্মের ইবাদতের ধরন এবং ঈশ্বরের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। তার মানে পেরেনিয়ালিস্টরা বলতে চায় যে খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর যাকে তারা 'তিনের মধ্যে এক' হিসাবে ধারণা করে অর্থাৎ পিতা গড, পবিত্র আত্মা গড, ছেলে গড- এই তিন মিলে এক গড, আর ইসলামের সম্পূর্ণ একক আল্লাহ, একই ঈশ্বর। খ্রিষ্টানরা তাদের যে ঈশ্বরের ইবাদত করে, মুসলমানরাও সে একই আল্লাহ্র ইবাদত করে। কিন্তু এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর আর মুসলমানদের আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আল্লাহ কুরআনে বলেন, 'তুমি বল! হে অবিশ্বাসীরা! আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি, আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি' *(কাফিরূন ১০৯/১-৫)*। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) অবিশ্বাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল (ছাঃ) যে আল্লাহ্র ইবাদত করেন, অবিশ্বাসীরা সে আল্লাহ্র ইবাদত করে না। বুঝা গেল, পেরেনিয়ালিস্টরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে সব বিশ্বধর্মের ধর্মাবলম্বীরা একই ঈশ্বরের ইবাদত করে বলে যে প্রচারণা চালাচ্ছে, তা সঠিক নয়।

পেরেনিয়ালিস্টরা আরও বলে থাকে যে, আল্লাহই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তারা সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করে- 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হ'তে পার'। তারা এও বলে যে, আজ বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই ইসলাম বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেবল ইসলামকেই আল্লাহ কবুল করেন তাহ'লে তো ৮০ শতাংশ মানুষকে অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে হবে এবং সেটা হবে আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা ও শানের পরিপন্থী। তাই অন্যান্য বিশ্বধর্মের অনুসারীদেরও আল্লাহ নাজাত দিবেন।

এর জবাবে আমরা বলব, (১) আল্লাহ তো পেরেনিয়ালিস্টদের মতো করে জাহান্নামের হিসাব করবেন না। এই ২০% ও ৮০% কেবল বাহ্যিক ধর্মীয় পরিচয়, এই সংখ্যাগুলি থেকে প্রকৃত বিশ্বাসীর সংখ্যা জানা যায় না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কারা বিশ্বাসী হিসাবে মারা যেতে পারে সে সম্পর্কে উপরে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ কোন কোন মানুষকে বিশ্বাস অর্জনের বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্ততঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১৫)*।

এই আয়াতের শেষাংশে দেখা যাচ্ছে যাদের কাছে কোন রাসূল পৌঁছায়নি, কোন এলাহী ম্যাসেজ পৌঁছায়নি, তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। অর্থাৎ তারা নাজাত পেয়ে যাবে। এ বিষয়টি এটাও ইঙ্গিত করে যে, এই জাতীয় মানুষ পৃথিবীতে থাকবে। কারা সেই সকল মানুষ তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যেমন- (ক) যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু অবস্থায় মারা যায়। তারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা বোঝার সক্ষমতা অর্জন করেনি। (খ) এমন কোন গোষ্ঠী বা গোত্র যারা কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা গহীন অরণ্যে বা দুর্গম স্থানে বা প্রত্যন্ত গ্রামে

বসবাস করে এবং যাদের কাছে নবী-রাসূল ও কুরআনের বার্তা পৌঁছায়নি। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব কোন বিশ্বাসের উপর বলবৎ আছে। (গ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মানুষ, যারা রাসূল ও কুরআনের বার্তা বুঝতে অক্ষম। (ঘ) অতীতের এমন কোন সময় যখন কোন নবী-রাসূল আগমন করেনি এবং সেই সময়ের মানুষ কোন নবী বা রাসূল পাননি। (ঙ) এমন কোন মানুষ বা মানুষের দল, যাদের কাছে কোন কারণে নবী-রাসূল ও কুরআনের বার্তা পৌঁছায়নি এবং সেই বার্তার সন্ধান করার মত তাদের কোন উপায় বা সক্ষমতা ছিল না। (চ) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ যারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা পায়নি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। (ছ) হয়ত এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে নবী-রাসূল ও কুরআনের ভুল বার্তা পৌঁছেছে এবং সেটা সঠিক করার সুযোগ তাদের ছিল না। (জ) হয়তবা এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুসলমানদের এই ব্যর্থতার কারণে তারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহই জানেন কারা কারা প্রকৃতই রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা থেকে বঞ্চিত থেকেছে এবং তার ফলে নাজাত পেয়েছে।

সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম শব্দটি বাদ দিয়ে সংস্কার কমিশন সুকৌশলে সেক্যুলার আক্বীদা থেকে উৎসারিত আরেক চিন্তা pluralism (বহুত্ববাদ) সংযুক্ত করেছে। আর অন্যদিকে সেক্যুলার সংবিধানকে নতুন মোড়কে উপস্থাপনের সাথে সাথে আমেরিকা-ভারত বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকার দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। তার মানে সেক্যুলার সিস্টেম আর সেক্যুলার সংবিধানকে নতুন লাইফলাইন দেয়ার বিষয়টিকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। কারণ তারাও সেক্যুলার সিস্টেমের ধারাবাহিকতা দেখতে চায়। প্লুরালিজম (বহুত্ববাদ) শব্দটি সব ধর্ম, বর্ণ ও চিন্তার মানুষকে সোসাইটিতে অন্তর্ভুক্ত করবে বলে বহুল প্রচার হ'লেও রাজনৈতিকভাবে বহুত্ববাদ একটা জঘন্য মতবাদ। এই আইডিয়া কখনো জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বাস্তবে রাষ্ট্রকে একটা গভীর রাজনৈতিক মেরুকরণের দিকে নিয়ে যায়।

বহুত্ববাদ বাস্তবায়নের আতুড়ঘর পশ্চিমা বিশ্বেও রাজনৈতিক ঐক্যের কোন নযীর নেই। আমেরিকা ও ইউরোপও রাজনৈতিকভাবে চরম বিভক্ত। আমেরিকায় ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানরা বন্দুক নীতি, Abortion Rights, LGBTQ ও অভিবাসনের ইস্যুতে ব্যাপকভাবে বিভক্ত। ইউরোপে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা ও ডানপন্থী অভিবাসনবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থানের ফলে Xenophobia ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসার জন্য জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ঘৃণার ইন্ধন জোগাচ্ছে। বহুত্ববাদী ধারণা কোথাও কাউকে এক সুতায় আবদ্ধ করতে পারছে না।

বর্তমান বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচন ইস্যুতে ছাত্র-জনতা, জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম বিভক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেই সুযোগে দেশের রাজনীতিতে মার্কিন-বৃটেনের প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা সামনের দিনগুলোতে চরম রাজনৈতিক মেরুকরণের দিকে ইংগিত দিচ্ছে। সুতরাং সেক্যুলার সিস্টেমকে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করে জুলাই অভ্যুত্থানকে ছিনতাই করার পশ্চিমা সকল প্রচেষ্টা চলমান। অথচ দেশের জনগণ ইসলাম চায়, ইসলামী খেলাফত চায়, ইসলামী ব্যবস্থা দিয়ে জীবন গড়তে চায়।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

নবী করীম (ছাঃ)-এর হজ্জের বিবরণ

-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ

নবী করীম (ছাঃ) ৪ বার ওমরাহ ও একবার হজ্জ করেছেন। তাঁর হজ্জের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এসেছে ছাহাবীগণের মাধ্যমে। তাঁর হজ্জের খুঁটিনাটি সব উঠে এসেছে নিম্নের হাদীছে।

জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনে হুসায়ন। তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি আমার জামার উপর দিকের বোতাম খুললেন তারপর নীচের বোতাম খুললেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন যুবক ছিলাম।

তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই। তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস কর। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাঁদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাঁদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন- তা (আকারে) ছোট হবার কারণে নীচে পড়ে যেত। তার আরেকটি বড় চাঁদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে ছালাতের ইমামতি করলেন।

অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবের (রাঃ) স্বহস্তে ৯ সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বছর হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হ'ল। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হ'লাম। আমরা যখন যুল হুলায়ফাহ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আসমা বিনতু উমায়স (রাঃ) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোষাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করলেন। এরপর 'ক্বাছওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তার উষ্ট্রী যখন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। কতক সওয়ারীতে, কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বামদিকে এবং পিছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম।

তিনি আল্লাহ্র একত্ব সম্বলিত এ তালবিয়াহ পাঠ করলেন, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، অর্থঃ 'আমি তোমার দরবারে হাযির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নে'মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই'।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়াহ পাঠ করল- যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর থেকে বেশী কিছু বলেননি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপরোক্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করিনি, আমরা ওমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তার সঙ্গে বায়তুল্লাহয় পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর সাতবার কা'বা ঘর তওয়াফ করলেন। তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাক্বামে ইবরাহীমে পৌঁছে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، অর্থঃ 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে ছালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

তিনি মাক্বামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝখানে রেখে (দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন)। (জা'ফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবের) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাক'আত ছালাতে সূরা কুল হুওআল্লা-হু আহাদ ও কুল্ ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন পাঠ করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে ছাফা পাহাড়ের দিকে বের হ'লেন এবং ছাফার নিকটবর্তী হয়ে তেলাওয়াত করলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، অর্থঃ 'নিশ্চয়ই ছাফা-মারওয়াহ পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)* এবং আরো বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন, অতঃপর এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। তিনি ক্বিলামুখী হ'লেন, আল্লাহ্র একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ

وَعْدَهُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ অর্থঃ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন’।

তিনি এ দো‘আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বলেছেন। অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়াহ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ’লেন, যতক্ষণ না তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়াহ পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি ছাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ সাঈতে যখন তিনি মারওয়াহ পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন, যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহ’লে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে ওমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে ওমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনে জু‘শুম (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু’বার বললেন, ওমরাহ হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন, না বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতেমা (রাঃ)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রাঃ) তা অপসন্দ করলেন। ফাতেমা (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, আলী (রাঃ) ইরাকে থাকতেন। (তিনি বলেন) ফাতেমা (রাঃ) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপসন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফাতেমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রাঃ) বললেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে, অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবের (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী করীম (ছাঃ) নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়াল একশত। অতএব নবী করীম (ছাঃ) এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। অতঃপর যখন তালবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওয়ানা হ’ল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরায়েশরা নিশ্চিত ছিল যে, নবী করীম (ছাঃ) মাশ‘আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন, যেমন জাহিলী যুগে কুরায়েশরা করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সামনে অগ্রসর হ’লেন এবং আরাফায় পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, নামিরায় তার জন্য তাবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তার ক্বাছওয়া (উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হ’ল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, ‘তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন হারাম তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর’। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবীও বাতিল হ’ল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হ’ল আমাদের বংশের রবী‘আহ ইবনু হারিছের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনু সা‘দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। ‘জাহিলী যুগের সূদও বাতিল হ’ল। আমি প্রথম যে সূদ বাতিল করছি তা হ’ল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের সূদ। তার সমস্ত সূদ বাতিল হ’ল’। ‘তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোষাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে’।

‘আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব’।

‘আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হ’লে, তখন তোমরা কী বলবে?’ তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। তিনি তিনবার এরূপ বললেন’।

সূচীপত্র

অতঃপর (মুওয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইক্বামাত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করলেন। এরপর ইক্বামাত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করলেন। তিনি এ দু’ছালাতের মাঝখানে অন্য কোন ছালাত আদায় করেননি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ার হয়ে মাওকিফে (অবস্থানস্থলে) এলেন, তাঁর ক্বাছওয়া উটের পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হবার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে উকূফ করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হ’ল, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামাহ (রাঃ)-কে তার বাহনের পিছন দিকে বসালেন এবং ক্বাছওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, ক্বাছওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দু’ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলেন। এ ছালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল ছালাত আদায় করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুয়ে পড়লেন, যতক্ষণ না ফজরের ওয়াক্ত হ’ল। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইক্বামত সহ ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাছওয়ার পিঠে আরোহণ করে ‘মাশ‘আরুল হারাম’ নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করলেন, তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা করলেন এবং ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) সওয়ারীতে তার পিছনে বসলেন। তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অগ্রসর হ’লেন, পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাযল (রাঃ) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের হাত ফাযলের চেহারার উপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফাযল (রাঃ) অপরদিক দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় অন্যদিক হ’তে ফাযল (রাঃ)-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি বাতনে মুহাছছাব নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হ’লেন যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নীচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। তিনি কুরবানীর পশুতে আলী (রাঃ)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। তাই করা হ’ল। তারা উভয়ে এ গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হ’লেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর বনু আব্দুল মুত্ত্বলিব-এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদেরকে যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আব্দুল মুত্ত্বালিবের বংশধর! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন’ *(মুসলিম হা/১২১৮)*।

পরিশেষে বলব, রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে হজ্জ করেছেন, মুসলিম উম্মাহকে সেই পদ্ধতিতেই হজ্জ করতে হবে। অন্যথা তা কবুল হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে হজ্জসহ সকল ইবাদত করার তাওফীক দিন- আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

মাদ্রাসা কারিকুলামে কারিগরী শিক্ষা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

শিক্ষা সংস্কার একটি কঠিন কাজ। কারণ শিক্ষার সাথে জড়িত সবাই শিক্ষিত। আর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আরেকজন শিক্ষিতের সাথে কোন সংস্কারমুখী বিষয়ে একমত হ’তে চান না। তারা মনে করেন, এত বড় বড় ব্যক্তি থাকতে যার তার কথায় সংস্কার আসবে! এটা কি করে হয়! এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি যতই ভাল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না কেন, তা অধিকাংশের কাছেই উপেক্ষিত হয়, হচ্ছে, হবে। খেয়াল করলে দেখবেন, যারা বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করে সকল সংস্কারমুখী পদক্ষেপ বাতিল করতে চান তারা কেউই এর বিকল্প পদক্ষেপ প্রস্তাব করেন না। কারণ শিক্ষার্থীদের সমূহ সমস্যা নিয়ে ভাবার কোন সুযোগ তাদের নেই। তারা যেটা করেন, সেটা হ’ল এই দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ।

সবচেয়ে সহজ সেই কাজটি কী জানেন? অপরের ভুল ধরা। কয়েকজন একত্রিত হয়ে কোন সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবছেন। তাদের ভাবনা থেকে সমাধানের নতুন নতুন প্রস্তাবনা আসছে। আপনি সেই প্রস্তাবনার ওপর মন্তব্য এঁটে দিচ্ছেন, এটা সম্ভব নয়; সেটা সম্ভব নয়। এটাতে এই সমস্যা; ওটাতে সেই সমস্যা। মনে করুন, কয়েক রাত জেগে কেউ একটি কবিতা লিখে নিয়ে আসল। আর আপনি বলে দিলেন, ‘লাইনগুলো একটু ছোট হয়ে গেছে। আরেকটু বড় করা দরকার ছিল’। কারো রাতজাগা পরিশ্রমের ফসলের ওপর এভাবে বাঁকা মন্তব্য করাই হ’ল সবচেয়ে সহজ কাজ। তবে শূণ্য থেকে কোন বস্তুকে আকৃতি দান করা অনেক কঠিন।

বক্ষ্যমাণ আলোচনাও একটি সংস্কারমুখী প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনায় আমরা মাদ্রাসা কারিকুলামে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরব। আলোচনার শুরুতেই আবেদন করছি, আমাদের চিন্তার ভুলগুলো শুধরে দিবেন। কবিতার লাইন যদি ছোট হয়ে যায় তবে নিজ অনুগ্রহে দুয়েক শব্দ লাগিয়ে লাইনগুলো বড় করে দিবেন। দয়া করে সবচেয়ে সহজ কাজটি করবেন না। অন্যথা আমরা চিন্তা করতে ভয় পাবো। ফলাফলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমস্যাকেই স্বাভাবিক ভেবে বাঁচতে শিখবে। যার জন্য মূলতঃ দায়ী হব আমরা এবং আপনারাও।

একটি কারিকুলামের মেয়াদ কত : আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলামে যুগের পরে যুগ কোন পরিবর্তন নেই। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় তো বিষয়টি আরো শোচনীয়। তারা মনে করেন, কুরআন-হাদীছ যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনই এর শিক্ষাধারাও অপরিবর্তনীয়। সেই ক্বাদীম কারিকুলামকে তারা আজও অহি-র মতই মেনে চলছেন। তারা বিশ্বাস করেন, কয়েকশো বছর আগের হাতে লেখা কিতাবে তুলনামূলক বেশী ফুয়ূয ও বারাকাহ আছে। সুতরাং কারিকুলাম পরিবর্তন করা যাবে না। সিলেবাসও পরিবর্তন করা যাবে না। এমনকি হাতে লেখা নুসখা রেখে কম্পিউটারে লেখা নুসখাতেও উন্নীত হওয়া যাবে না।

আজকের যুগে সকল পুরাতন কিতাবের স্বচ্ছ কম্পিউটার প্রিন্ট প্রকাশিত হয়েছে। যা হাতে লেখা কিতাবগুলোর চাইতে অত্যধিক সুন্দর, স্পষ্ট ও নির্ভুল। তারপরও অনেক মুরুব্বী আলেম হাতে লেখা নুসখা ছাড়া দারসে বসতে দেন না। তাতে আমি রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। এই বিষয়ে আমি আদব রক্ষা করে দুয়েকজনের সাথে কথাও বলেছি। তাদের কাছে আদবের সাথে জানতে চেয়েছি, হাতে লেখা নুসখাতে অনেক ভুল থাকার পরেও কেন তারা এটাকেই বেশী প্রাধান্য দেন? যা জবাব পেয়েছি তা শুনলে আপনিও রীতিমত আশ্চর্য হবেন।

তারা বলেছেন, এই হাতে লেখা কিতাবগুলোতে অনেক শরাহ-শুরুহাত লেখা হয়েছে। হাতে লেখা নুসখায় যে ভুল রয়েছে, ব্যাখ্যাকার সেটাকে ভুল হিসাবে না ধরে তার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে সঠিক করার চেষ্টা করেছেন। এটা অতিরিক্ত ইলম। যা কম্পিউটার প্রিন্টেড নুসখায় নেই। আর হাতে লেখা নুসখায় একটা আলাদা বরকত আছে, যা বর্তমান ছাপায় নেই। চিন্তা করুন! যারা হাতে লেখা থেকে কম্পিউটার ছাপায় আসতে চান না তারা কারিকুলাম পরিবর্তন করবেন কিভাবে?

তাদের সামনে যদি বলা হয়, ফিক্বহের এই কিতাবটি বেশ সেকেলে হয়ে গেছে। এর স্থানে যুগোপযোগী মাসায়েল সমৃদ্ধ অমুক কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত করলে কেমন হয়? তারা এই কথার বিরোধিতা করতে কোন কালক্ষেপণ করেন না। ফলাফলে যুগের গায়ে আধুনিকতার হাওয়া লাগতে লাগতে যেখানে দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়, সেখানে আমরা এখনো সেই কারিকুলাম ফলো করি, যা পায়রার পায়ে বেঁধে চিঠি পাঠানোর যুগে সংকলন করা হয়েছে। যে যুগে ব্যবসা মানেই ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, স্টক, প্লট-ফ্লাট বিজনেস; সে যুগে আমরা কিতাবে শিখছি শুধু কতগুলো উট থাকলে বিনতে লাবুন, বিনতে মাখায যাকাত আসবে। আবার আমাদের পরীক্ষাতেও এগুলোই আসছে! চিন্তা করুন! বাস্তবতা থেকে আমাদের কারিকুলাম ঠিক কতটা পিছিয়ে।

আমরা যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায় পড়ছি তা শত শত বছর আগে লেখা। সেখানে আধুনিক অর্থনীতি নেই। ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়ে কোন আলোচনা নেই। মোটকথা আধুনিক যুগের কিছুই সেখানে নেই। ফলাফলে যদিও আমরা শতভাগ মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং এর সাথে জড়িত তবুও আমাদের মুফতী ছাহেবগণ জানেন না, বিকাশ বা নগদ তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর বিধি-বিধান কী! আধুনিক এই অর্থনীতির আলোচনা সংবলিত কিতাব যে রচিত হয়নি এমন নয়। তবে সেগুলো সিলেবাসে আনা যাবে না। কারণ কারিকুলামের মেয়াদ শেষ হয়নি! আমরা জানি না, আরো কয়টা প্রজন্মকে মূর্খ করার পরে এই কারিকুলামের মেয়াদ শেষ হবে!

কারিকুলামের প্রকারভেদ : আমাদের দেশে বিভিন্ন মেয়াদী লেখাপড়ায় মাওলানা হওয়া যায়। কোন শিক্ষাক্রমে ১৫

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

বছর। কোনটাতে ১২ বছর। আবার কোনটাতে ৬ বছর। আবার ইদানীং ৫ বছরেও অনেকে মাওলানা বানিয়ে দেয়ার ওয়াদা করে মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তি নিচ্ছেন। আমার মনে হয়, শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আর কোন শিক্ষাব্যবস্থা এতটা অগোছাল নয়। যেখানে পড়াশোনা শেষ করার কাজটি ৫ বছরেও করা যায় আবার ১৫ বছরেও করা যায়।

আমরা মনে করি, যারা ৫ বছরে দুইটা ছরফের কিতাব, দুইটা নাহুর কিতাব, দুইটা আদব ও ইনশার কিতাব এবং দুইটা হাদীছের কিতাব পড়িয়ে মাওলানার সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন তারা জাতির ওপর বেহদ যুলুম করছেন। আপনারা 'মাওলানা' বানিয়ে দেয়ার কারণে ছেলেটি মনে করছে, বিশ্বের সব লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি জাতির কাণ্ডারী। এখন আমি ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমি সাধারণ জনতার মন্তব্যের ঊর্ধ্বে। আবার এদিকে তার না আছে জাগতিক কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা, না আছে কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞান।

আপনাদের অনুরোধ করছি, দয়া করে জাতির সাথে এই ধরনের খেয়ানত করবেন না। ইলমী ফুনূনাত তাদের শিখাতে না পারলেও অন্তত সেগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। যেন তারা ভবিষ্যতে এই সুবিস্তর জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করতে পারে। বিচরণ করতে না পারলেও বুঝতে পারে, আমার সব পড়া শেষ হয়নি। আমাদের মনে হয়, সাধারণ মেধার অধিকারী কোন ব্যক্তির ন্যূনতম ১২ বছর লেখাপড়া না করে আলেম হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শর্ট কোর্সের নামে ৫/৬ বছরের সিলেবাস তৈরি করা কোনভাবেই গ্রহণীয় নয়।

আপনি যদি বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে অনেকের আলেম হওয়ার ইচ্ছা হয়। আমরা তাদের জন্য এই সুবিধা রেখেছি। তবে আমরা বলব, আপনার পদ্ধতি ভুল হয়েছে। কারণ আপনি আগ্রহীদের জন্য সিলেবাস তৈরি করলেন। এদিকে আপনার মাদ্রাসা ফাঁকিবাজ মানসিকতার ছাত্রে ভরা। ফাঁকিবাজ বলছি এজন্য যে, তারা দুই তিন বছর লেখাপড়া করে আলেম হয়ে যেতে চায়। যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে ইলম অর্জনে আসার কথা ছিল, সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই আলেম ডিগ্রি গলায় ঝুলিয়ে তারা পরিবেশ নষ্ট করছে। সুতরাং কারিকুলাম একটাই থাকবে। যা মানসম্মত এবং সার্বজনীন হবে।

যদি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আলেম হওয়ার দুয়ার খুলতে চান তবে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলো থেকে বয়সের সীমারেখা মুছে দিন। যে ১০ বছর বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছে সে ২২ বছর বয়সে একাডেমিক লেখাপড়া শেষ করবে। আর যে ২৫ বছর বয়সে শুরু করেছে সে শেষ করবে ৩৭ বছর বয়সে। যদি এভাবে সম্ভব না হয় তবে একাডেমিকের বাইরে পড়ালেখা করে আলেম হ'তে পারে। এটাও যদি সম্ভব না হয় তবে তাদের জন্য দ্বীনীয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকুন। তবুও তিন/চার বছরে মাওলানা বানানোর এই পদ্ধতি পরিহার করুন।

স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট : এখন যেভাবে একাডেমী বেড়েছে তেমনই বেড়েছে যোগ্যতা বর্ধিতকরণ প্রতিষ্ঠান। অনলাইন অফলাইন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কোর্সে যুক্ত হয়ে সবাই স্কিল ডেভলপ করার চেষ্টা করছে। অনেকের কাছে তো একাডেমিক শিক্ষার চেয়ে স্কিল ডেভলপই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অবশ্য তাদের প্রশংসাই করি। কারণ দিনশেষে যোগ্যতার ওপরেই সবকিছুর বিচার হয়।

আমরা যদি স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোর উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করি, তবে সেখানে আমাদের কারিকুলামের মুখ থুবড়ে পড়ার চিত্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবো না। আমরা যেখান থেকে অপারগতা স্বীকার করেছি সেখান থেকেই যোগ্যতা বর্ধিতকরণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো কারিকুলাম আমাদেরকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সে যোগ্যতাগুলো তারা আমাদের দিয়ে যাচ্ছে। এরপরেও কারিকুলাম সংস্কারের বিষয়ে আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

একাডেমিক কারিকুলাম আপনাকে সার্টিফকেট দেবে। আর জীবন ধারণে সবকিছু আপনাকে নিজে নিজে শিখে নিতে হবে। এজন্যই স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর কদর বেড়েছে। আসুন! দেখি, মাদ্রাসায় পড়ে কী কী আপনাকে নিজে থেকে শিখে নিতে হবে! প্রথমত ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে তা কর্মজীবনে কাজে লাগানোর যতগুলো মাধ্যম রয়েছে সেগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে। আপনাকে গুছিয়ে কথা বলা শিখতে হবে। বক্তব্য দেয়া শিখতে হবে। গুছিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা শিখতে হবে। দাওয়াতী যতগুলো পদ্ধতি আছে সব আপনাকে শিখতে হবে।

এরপরে আপনাকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখতে হবে। আরবী, উর্দূ, ফার্সী ছাড়া বাকি ভাষাগুলো শিখতে হবে। এমনকি আরবী বা উর্দূতে সাবলিলভাবে কথা বলাও আপনাকে শিখে নিতে হবে। আপনি যে পেশাতেই যান সেই পেশার কাজ আপনাকে শিখে নিতে হবে। এমনকি আপনি যদি শিক্ষক হ'তে চান তবে সুন্দরভাবে পাঠদান আপনাকে শিখতে হবে। আর এই সবগুলো বিষয় আপনি শিখতে পারবেন স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর কোর্সের মাধ্যমে। তাহ'লে বোঝা গেল, যোগ্যতা বর্ধিতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধে তৈরি হয়নি।

মাদ্রাসাগুলোকে স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট করা কি সম্ভব : এই শিরোনামে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, স্কিল ডেভলপ কোর্সগুলো কোথায় হয়? কারা করায় এই কোর্সগুলো? আপনি দেখবেন, অধিকাংশ কোর্সই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ছুটি বা রামাযান কেন্দ্রিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্সগুলো করানোর জন্যও আসমান থেকে কোন ফেরেশতা আসেন না। সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই ক্লাস করান। যে শিক্ষকের কাছে একবছর পড়ার পরেও ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বল ছিল সে শিক্ষকের কাছেই তারা একমাস

কোর্স করে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে। একই প্রতিষ্ঠানে একই ছাত্র একই শিক্ষকের কাছে নিজেদের দুর্বলতা কাটাতে পারছে। শুধুমাত্র নিয়ম-কানূন ও সিলেবাসে একটু পরিবর্তন আনায় এই বিষয়টি সম্ভব হচ্ছে। যদি প্রচলিত নিয়ম, সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি একটু পরিবর্তন করে ছাত্রদের দুর্বলতা কাটানো সম্ভব হয় তবে আমরা কেন অফলপ্রসূ নিয়মের বেড়াজালে নিজেদের সময় ও মেহনত নষ্ট করছি!

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ানো হয় সরকারী বা বেসরকারী বোর্ড স্বীকৃত বই। এদিকে কোর্সে পড়ানো হয়, অমুক স্যারের শীট, প্রয়োগ করা হয় তমুক স্যারের ফর্মুলা। শিক্ষাবোর্ড স্বীকৃত বইয়ের তুলনায় অমুক/তমুক স্যারের ফর্মুলাতে যদি ছাত্ররা পরীক্ষিতভাবে বেশী যোগ্য হয়ে ওঠে তবে স্যারের ফর্মুলাকেই স্বীকৃতি দেয়া হোক। ছুঁড়ে ফেলা হোক গদবাধা নিয়মে রচিত পাঠ্যবই। যদি তাদের পাঠদান পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে তবে তাদের পদ্ধতিকেই সার্বজনীন করা হোক।

রুটিন, সিলেবাস ও কারিকুলাম পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রতিটি মাদ্রাসাকে একেকটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তবে সেই সদিচ্ছা হয়ত আমাদের অভিভাবক পর্যায়ের ব্যক্তিদের মাঝে নেই। সবার মাঝেই একটি দ্বিধা কাজ করে। হীনমন্যতা কাজ করে। হয়ত তারা ভাবেন, উদ্যোগ নিয়ে কী হবে! আমাদের তো সামর্থ্যই নেই। উদ্যোগে যদি বিপরীত ফলাফল আসে তবে সবার কাছে আমরা গ্রহণযোগ্যতা হারাবো। আমরা যদি ব্যতিক্রম নিয়ম চালু করি তবে সবাই আমাদের নিয়ে হাসবে ইত্যাদি।

দেখুন! আপনারা হয়ত মাদানী নেসাবের ইতিহাস জানেন। বাংলাদেশে যখন আরবী শিখার বই বাংলায় লেখা হ’ল তখন বড় বড় মাদ্রাসার মুরুব্বিয়ানে কেরাম বইটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ বাংলা হ’ল হিন্দুদের ভাষা। আরবী তো শিখতে হবে উর্দূ থেকে। আজ সেই মুরুব্বীগণের মাদ্রাসাতেও সেই বাংলা বই পড়ানো হয়। সুতরাং একটা নতুন নিয়ম যতই ভাল হোক, মানুষ প্রথমে সেটাকে মানবে না এটাই স্বাভাবিক। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ, পবিত্র কুরআনুল কারীম যখন অবতীর্ণ হ’ল তখন মানুষ কুরআনকেই মানেনি। আর আপনার সংস্কারমুখী পদক্ষেপ তো অনেক পরের বিষয়।

তবে মানুষ মানবে তখন, যখন দেখবে প্রচলিত ধারা মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থার গাছ মরে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। এই গাছে আর ফল আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তখন তারা মুখ নিচু করে সংস্কারমুখী পদক্ষেপকে মেনে নিবে। তাই আমরা চাই, আমাদের মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যবই, কারিকুলাম, নিয়ম-নীতি ও পাঠদান পদ্ধতি আবারো ঢেলে সাজানো হোক। এমন শিক্ষা ব্যবস্থার আগমন হোক, যেখানে ছাত্রদেরকে রামাযানে নাহু-ছরফের দুর্বলতা কাটানোর জন্য ঢাকামুখী হ’তে হবে না। পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শেখার জন্য আলাদাভাবে কোর্সের দরকার হবে না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই হবে একেকটি স্কিল ডেভেলপ ইনস্টিটিউট।

বর্তমান বিশ্ব যেমন শিক্ষা চায় : আমরা এতক্ষণ কারিকুলাম পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করলাম। এখন আমরা কারিগরী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা দেখব। দেখুন! বর্তমান বিশ্ব শুধু কিতাবী যোগ্যতা চায় না। বরং কিতাবী যোগ্যতার পাশাপাশি আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা চায়। এটা শুধু বিশ্বের চাহিদা নয়। এটা ইসলামেরও চাহিদা। যে সময় লড়াই হয়েছে তালোয়ার ও তীর-ধনুকের সাহায্যে, তখন মুসলিমরাই ছিল যুদ্ধের কলা-কৌশলে সর্বসেরা। কালের পরিক্রমায় আমরা সেই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছি। আজ লড়াই হচ্ছে বিভিন্ন আধুনিক মারণাস্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের কাছে না আছে রণকৌশল; না আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। আমরা আধুনিকতা সম্পর্কে আজ কিছুই বুঝি না। কারণ আমাদের বুঝতে দেয়া হয় না। আমাদের কারিকুলাম আমাদের এসব শিখায় না।

দেখুন! আজ বিশ্বে অমুসলিম শক্তিগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের সাথে মোকাবেলা করতে হ’লে আমাদেরকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হ’তে হবে। আজ যারা বিশ্বের পরাশক্তি হয়ে বসে আছে একসময় তারা মানব সভ্যতা থেকে অনেক দূরে ছিল। মুসলিমদের কাছে তারা সভ্যতা শিখেছে। সে সময়ে মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব জয় করেছিলেন। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ইহুদী-নাছারার হাতে। আমরা তাদের মুখাপেক্ষী।

আজ আমরা উন্নত হ’তে গিয়ে আমাদের যুবকদের হাতে ইন্টারনেট দিয়েছি। তবে সাইবার সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা হয়ত মনে করেছি, এটা কুরআন-হাদীছে নেই। সুতরাং এটা একজন মুসলিমের শেখার দরকার নেই। ফলাফলে যে সময়ে অমুসলিমরা সাইবার আক্রমণে দক্ষ হয়ে উঠছে তখনই আমাদের মুসলিম যুবকরা টিকটকে ভিডিও আপলোড করে নিজেদের হিরো ভাবছে। আমাদের দেশগুলোতে ইন্টারনেটের সবচেয়ে বেশী অপব্যবহার হওয়ার কারণ হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

কারিগরী শিক্ষা কেন দরকার : বর্তমান বিশ্বে চাকুরীর বাজারে গেলে সর্বপ্রথম আপনাকে সুন্দরভাবে একটি সিভি তৈরি করতে হবে। অথচ আমাদের এই লম্বা কারিকুলাম আপনাকে সুন্দরভাবে একটি সিভি বানানো শিখাবে না। আপনাকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখাবে না। আপনাকে আধুনিক যুগের প্রয়োজনীয় কিছুই শিখাবে না। ফলাফলে সাধারণ শিক্ষিতরা মনে করবে, হুযুর মানেই সেকেলে। হুযুর মানেই এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কিছু পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া কিছুই জানে না। আমরা তো ভবিষ্যতে ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন দেখি। এখন আমরা যদি কারিগরী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে আল-বিদা জানিয়ে দেই তবে ইসলামী ইমারতে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে কে? ইসলামী ইমারতে আমাদের প্রযুক্তিগত চাহিদাগুলো মিটবে কিভাবে? নাকি সেদিনও

আমরা নিজেদের সকল চাহিদা পূরণের জন্য কাফেরদের দিকে চেয়ে থাকব?

সুতরাং নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে সবকিছুই শিখাবো। তাকে যেমনভাবে কুরআন শিখাবো তেমনভাবে বিজ্ঞানও শিখাবো। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এভাবেই চলবে। মাধ্যমিকের পরে আসবে রাস্তা নির্বাচনের সময়। কেউ কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করবে। বিদগ্ধ আলেম হবে। উম্মাহকে জান্নাতের পথ দেখাবে। কেউ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে। যুদ্ধবিমান তৈরি করবে। প্রযুক্তিতে আমাদেরকে এগিয়ে নিবে। আমরা আমাদের স্থান থেকে তাদের সর্বদা ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের নছীহত করে যাবো।

আমাদের কিতাবী আলেমের প্রয়োজন আছে। সাথে সাথে মুখলিছ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারও দরকার আছে। তবে আমরা চাই না, একজন আলেম ডাক্তারও হোক। আবার একজন ডাক্তার আলেমও হোক। এই ঘোলাটে শিক্ষা আমরা চাই না। আমরা চাই, সবারই প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান থাকুক। তবে সবাই নিজ নিজ কাজে সিদ্ধহস্ত হোক। কারণ আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হ’তে চাই। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ হ’তে একটি দক্ষ প্রজন্ম দরকার।

সমস্যাটা যেখানে : আমরা আজকাল শিক্ষার্থীদের ইলম অর্জনের প্রতি অনিহা দেখে আশাহত হচ্ছি। এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করছি। কেউ দোষারোপ করছি প্রতিষ্ঠানের। কেউ দোষারোপ করছি শিক্ষকদের। আবার কেউ কারিকুলামের। এই সমূহ সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করছি। তবে ফলাফল তেমন কিছুই আসছে না। কারণ সমস্যার স্থানে আমরা কেউই হাত দিচ্ছি না। বিষয়টা এমন হয়েছে যে, একজন ক্যান্সারের রোগীকে আমরা ক্যান্সারের চিকিৎসা বাদে সকল চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করছি।

আমার মনে হয়, এটা কোন একক সমস্যা নয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, কোন নদীর পানি জোয়ারের সময় ১০ ফুট ওপরে উঠে যায়। তাহ’লে সেই নদীর জন্য বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ২০ ফুট উঁচু। আর যদি ২০ ফুট ওপরে পানি ওঠে তবে বাঁধ হবে ৩০ ফুট। অর্থাৎ পানির চেয়ে বাঁধ উঁচু হ’তেই হবে। এককালে আমাদের নদীর ঢেউ ছিল ৫ ফুট। বাঁধ ছিল ১৫ ফুট। আজ আমাদের নদীর ঢেউ ৫০ ফুট। বাঁধ হয়ে গেছে ৫ ফুট। যা বাঁধ নামের এক হাস্যকর বস্তু!

আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, যে সময় একজন ছাত্র কলেজ লাইফে একটা নভেল সবার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়ত তখন আমাদের শাসন ছিল পর্যাপ্ত। আর কতইবা এসব কথা গোপন রাখা যায়। নিজের দেহে ঘা হয়েছিল ১৫ বছর আগে। লোক লজ্জায় কাউকে বলিনি। এখন ঘা পঁচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এখন তো বলতে বাঁধা নেই। লুকিয়েও আর লাভ নেই। আজ স্কুল লেভেলের শিক্ষার্থীরাও পর্ণাসক্ত। ক্লাসে বসে তারা একে অপরের সাথে এগুলো বিষয়ে আলোচনাও করে। শিক্ষাঙ্গনগুলো আজ অবাধ যৌনাচারে পূর্ণ। তবে আজ আমাদের শাসন করার অধিকার নেই। শাসন ব্যবস্থা আছে। তবে তা ঠিক ৫০ ফুট উঁচু ঢেউয়ের সামনে ৫ ফুট বাঁধের মত!

দেখুন! যখন গোনাহ তার সীমানা অতিক্রম করে তখন মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তখন তাকে শাসন করতে হয়। শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পরে যখন তার নফস কিছুটা দুর্বল হয় তখন তার জন্য নছীহত কাজে আসে। সবকিছুই আদর করে বুঝানো যায় না। এটাই নিয়ম। তবে এই নিয়ম থেকে আমরা অনেক দূরে। আমরা সর্বদাই অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছি। বরং আমাদের ধাবিত করা হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। ধাবিত করা হচ্ছে বলার বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক কারণ আছে। এটা নিয়ে কথা বললে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। শুধু এতটুকুই বলি, আমাদের দেশ মুসলিমপ্রধান দেশ। এই দেশে এতকিছু সম্ভব হয় আর পর্ণসাইটগুলো ব্যাণ্ড করা সম্ভব হয় না? চাইলেই সম্ভব হয়। তবে আমরা করবো না। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা পরাধীন, শাসিত, শোষিত ও পথভ্রষ্ট এক সম্প্রদায়।

আজ অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শাসন তুলে নেয়া হয়েছে। ছাত্রদের শাসন করলে নাকি তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাও এক বুদ্ধিবৃত্তিক ধোঁকা। আপনি ভেবে দেখুন! আপনি যখন শিক্ষা অর্জন করেছেন তখন প্রতিষ্ঠানে শাসন ছিল। সেই শাসনে মানসিকভাবে আপনার কি এমন ক্ষতি হয়ে গেছে! আর আজকের ছাত্ররা মানসিকভাবে পূর্ণ সুস্থতা নিয়ে কি এমন উন্নতি করে ফেলেছে? আসলে এটা ধূম্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা প্রজন্মকে হাতে ধরে নষ্ট করে দেয়ার একটি নীল নকশা। রাসূল (ছাঃ)ও শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮)*।

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামও প্রয়োজনীয় শাসন করতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে বেধড়ক পিটানো, মেরে অসুস্থ করে ফেলা বা চোখে-মুখে বা মাথায় মারা মোটেও সমীচীন নয়।

আজ শিক্ষক রেগে ধমক দিলে ছাত্ররা ভয় না পেয়ে ফিক করে হেসে দেয়। কারণ তারা জানে, এই সাপ ফোঁসফাঁস করবে। তবে কামড় দেবে না। আর এটা তারা তাদের বাবা-মায়ের কাছেই জেনেছে। বাবা-মা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর সময় অভয় দিয়ে বলেছেন, সমস্যা নেই। শিক্ষক তোমাকে কিছু বলবেন না। ছাত্রদের আদর করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাদের বেআদবী সহ্য করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। আবার যখন তাদের কাছে পড়াশোনা মূল্যহীন তখন পরীক্ষার খাতায় পাশ মার্ক দিয়ে দেয়ার দায়িত্বও শিক্ষকদের। দেখুন! যতদিন পর্যন্ত এই পরিবেশ বিরাজ করবে ততদিন পর্যন্ত সিলেবাস গুলিয়ে খাইয়ে দিলেও ছাত্র তৈরির হার শতকরা দুই বা তিনজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। উন্নতির কোন পথ নেই।

এখানে সকল সমস্যা যে সিস্টেমের, বিষয়টা এমন নয়। আমি কারিকুলামের দুর্বলতা নিয়ে আগেই বলেছি। তবে কারিকুলাম পরিমার্জনে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর উদাহরণ আমাদের এই দেশে চলবে না। কারিকুলাম সর্বদা তৈরি করা হয় প্রয়োগের স্থানীয় পরিবেশ, মানুষের মেধা ও ধারণক্ষমতা ইত্যাদির দিকে বিবেচনা করে। বাগানে অধিক ফলের আশায় যদি কাশ্মীর থেকে খয়েরী আপেলের চারা এনে বাংলাদেশে লাগিয়ে খুব যত্ন করেন তবে এই চারা আপনাকে দিনশেষে নিরাশই করবে। কারণ কাশ্মীরের মাটি ও পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মাটি ও পরিবেশ কখনো এক নয়। বাংলাদেশে অধিক ফলের জন্য আপনাকে সে সকল ফল চাষ করতে হবে যেগুলো এই দেশের পরিবেশের উপযোগী।

সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর কারিকুলাম আমাদের মাদ্রাসাগুলোর জন্য কখনোই উপযোগী নয়। কারণ তাদের পরিবেশ ও আমাদের পরিবেশ এক নয়। হ্যাঁ, আপনি যদি সেই কারিকুলাম থেকে উপকৃত হ'তে চান তবে আপনাকেই সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। অন্যথা সবকিছু নকল করা শুরু করলে আমেরিকার স্কুল পড়ুয়া ছেলের ওয়াই-ফাই ব্যবহার আর আমাদের দেশের স্কুল পড়ুয়া ছেলের ওয়াই-ফাই ব্যবহারে যে পার্থক্য সেটাই ঘটবে। এই বিষয়গুলো সকলের মাথায় না ধরলেও আমাদের শিক্ষাবীদগণ এগুলো ঠিকই বোঝেন। তারপরও তাদের এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালনের কারণ আমাদের অজানা।

আসুন সমাধানের দিকে : যে যুগে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়ার কারণে আমরা চাকুরীর বাজারে অবহেলিত। আমাদের সিভি বড় বড় টেবিলে উপেক্ষিত। সে যুগে আমরা এই প্রশ্ন করতেই পারি যে, আমার মাদ্রাসা আমাকে স্কিল দিবে না কেন? তারা আমাকে কী দিচ্ছে? তারা তো আমাকে দামী কোন সার্টিফিকেট দিতে পারেনি। তারা যদি আমাকে স্কিল দিতেও অপারগ হয় তবে আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া কেন করব? হ্যাঁ, আমরা তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা তাদেরকে আখেরাতে সফলতার পথ দেখাবো। মিথ্যা আশ্বাস বললাম এজন্য যে, আমরা আমাদের ছাত্রদের আখেরাতে সফলতার পথ দেখাতেও ব্যর্থ। কারণ আমরা না পারছি তাদেরকে কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞান দিতে। না পারছি আদব-আখলাকের শিক্ষা দিয়ে একজন মুখলিছ বান্দা হিসাবে তৈরি করতে। মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেও তাদের বেশভুষা, আচার-ব্যবহার স্কুল পড়ুয়াদের মতই। তালিবুল ইলম হয়েও তারা লালন করে পশ্চিমা চিন্তাধারা। তাহ'লে তাদেরকে আমরা আখেরাত দিলাম কই?

এখন যদি আমি বলি, আমরা ছাত্রদের কুরআন-হাদীছ শেখানোর কথা বলে একযুগ সময় নিয়ে যতটুকু কুরআন হাদীছ শেখাচ্ছি ততটুকু কুরআন-হাদীছের জ্ঞান মাত্র দুই বছর স্টাডি করেই অর্জন করা যায়, তবে অনেকেই আমার কথার বিরোধিতা করবে। এই কথার বিরোধিতা করার আগে আপনারা চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করুন। অনেক উদাহরণ পাবেন। অনেকেই জেনারেল শিক্ষাধারা থেকে শিক্ষিত হয়ে দুই তিন বছরের মাঝেই এতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন যা একজন আলেমের চাইতে ঢের বেশী।

তারা মাদ্রাসায় না পড়েও উছূল বোঝেন, ফিক্বহ বোঝেন, তাফসীর বোঝেন। অথচ আমরা আমাদের ছাত্রদের এগুলো বিষয়ে ন্যূনতম স্কিল দিয়েও তৈরি করতে পারছি না। কারণ তারা শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই শিখেছেন। এদিকে আমরা অপ্রয়োজনীয় পড়ার বোঝা বইতে বইতে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। তারা আরবী ইবারত পড়ার জন্য যতটুকু ছরফ দরকার ততটুকু তিন মাসে শিখে ফেলেছেন। সাবলীলভাবে আরবী পড়েও যেতে পারছেন। সেখানে আমরা তিন বছর ছরফ পড়ে এসে বলছি, তারা কি ইলমুছ ছীগাহ পড়েছে? বাইন বাইন ক্বারীব কাকে বলে তারা কি তা জানে? তারা কি কাফিয়ার তানাযু-এর বাহাছ বুঝিয়ে দিতে পারবে? তাহ'লে তারা কি শিখেছে?

আপনাদের অনুরোধ করে বলি, নিজেদের শিক্ষিত আর অপরকে মূর্খ ভেবে এমন সুধারণায় (?) জীবন অতিবাহিত করা বন্ধ করুন। তাদের উলূমে আলিয়া অর্জন না হ'লেও বেসিক খুব ভালভাবেই গঠন হয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে আপনারা নিজেদের উলূমে আলিয়ার অধিকারী মনে করছেন ঠিকই তবে আপনাদের বেসিক নেই। আপনারা নূরুল ইযাহ, কানযুদ দাক্বায়েক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ পড়ে শেষ করেছেন তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ি তৈরি করে ভাড়া দিলে তার ওপর কিভাবে যাকাত আসবে সেটা জানেন না। তবে তারা জানে। আপনারা মাক্বামাতে হারীরী পরীক্ষায় ৯৮ পেয়েও অপরিচিত দুই লাইন আরবী পড়ে বুঝতে পারেন না। তবে তারা এটা পারে। এটা আমাদেরই দুর্বলতা। আমরা আমাদের কারিকুলাম আপডেট করতে পারছি না। আর আমরা কারিকুলাম আপডেটের মূল থিমটাই বুঝি না। আমরা কারিকুলাম সহজকরণ বলতে সংক্ষিপ্তকরণ বুঝি। পরিমার্জন বুঝি না। আমাদের মূলনীতি, 'যেটা কঠিন সেটা বাদ দাও'। এই ধারাতে কারিকুলাম সংস্কার হয় না। সংস্কার করতে হ'লে এই লাইনের ওপর আসতে হবে, 'যা অপ্রয়োজনীয় সেটা বাদ দাও। যা প্রয়োজনীয় তা যোগ কর। যা কঠিন তা সহজ কর'।

এই তিনটা বাক্যকে সামনে রাখলে আপনি দেখতে পাবেন, আমাদের প্রচলিত কারিকুলামে ঠিক কতগুলো কাজ এখনো করা হয়নি! কত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা এমনিই বছরের পরে বছর পড়িয়ে যাচ্ছি। কত প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা বিভিন্ন অজুহাতে কারিকুলামের বাইরে রেখেছি। কত কঠিন বিষয় আছে যা সহজ করার কথা ভাবা হয়নি আজও। সবাই যদি ভাবে, আমরা পার হয়ে গেছি। এখন জেনারেশন গোল্লায় যাক! তবে এগুলো কে ভাববে? কে এগিয়ে আসবে এই অলাভজনক বৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢালতে?

তাই আসুন! আমরা সবাই মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

সূচীপত্র

ঈদ নিছক সংস্কৃতি নয়

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। মানুষের ফিতরাত তথা সহজাত প্রবৃত্তিকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা পূরণের সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর নির্দেশনা দিয়েছে। এজন্য ইসলাম মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনে স্বভাবগত কিছু অনুভূতি ও অবস্থা রয়েছে যেমন– ক্লান্তি-ক্লেশ, হীনমন্যতা, বিষণ্নতা, দুর্বলতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি। এগুলো মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ চাইলেও এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না।

মানবিক প্রবৃত্তি প্রধানত দুই ধরনের। দেহের প্রবৃত্তি এবং মনের প্রবৃত্তি। দেহের যাবতীয় প্রবৃত্তি নিবারণের সমস্ত বৈধ পন্থা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত রয়েছে। যেমন অসুস্থ হ’লে চিকিৎসা গ্রহণ, ক্লান্তি ও দুর্বলতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম এবং পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহকরণ ইত্যাদি নির্দেশনা ইসলামী শরী‘আতে রয়েছে। অনুরূপভাবে মনের অবসাদ, দুঃখ-যন্ত্রণা, নানা প্রতিকূলতার মানসিক চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রয়োজন চিত্ত বিনোদন। যা মানুষের আত্মিক খোরাক। যেটা মানুষকে প্রশান্তি দেয় এবং মনকে সুস্থ ও সতেজ রাখে। ফলে মানুষ প্রফুল্ল চিত্তে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত-বন্দেগীতেও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হ’ল, বিনোদন বলতেই আমাদের মাথায় চলে আসে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের চাপে সমাজ জীবনে প্রচলিত গান, বাজনা, নাটক, সিনেমা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা। যার উন্মত্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে বহু মুসলিম আজ নিজেদের স্বকীয়তা, নৈতিকতা ও আত্মপরিচয় ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতির অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যাকে আল্লাহ তা‘আলা সব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেখানে চিত্ত বিনোদনের জন্য বিজাতীয় সংস্কৃতির দারস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। ইসলাম নিজেই একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে বিশ্বমানবতার নিকট থেকে মুছে ফেলতে ইহুদী ও খ্রিষ্টান সভ্যতা যুগে যুগে নানা কৌশলে গ্রীসীয় ও রোমান সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। যাতে মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদের মৌলিক চেতনা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় ভুলে যায়। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন সেকথাই ব্যক্ত করে বলেন, ‘ইসলামী মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি-সামর্থের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্যও CIA কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সত্যিকার কোন সমস্যা নয়। বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা’।[১]

এই ছোট্ট একটি মন্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আদর্শ তুলে ধরে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, সেটা যদি মুসলিম উম্মাহ হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করত তাহ’লে কখনোই ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে স্থান দিত না। দুঃখজনকভাবে আজ মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌলিকত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমা সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তারা নিজেদের আদর্শিক শিকড় উপড়ে ফেলেছে। অথচ একসময় মুসলমানরাই সভ্যতার পথপ্রদর্শক ছিল এবং বিশ্ব জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করত। আজ ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়ে এবং নিজেদের আদর্শিক পরিচয় ভুলে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণকারী এক নিষ্প্রভ বাহকে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই হারানো চেতনা ফিরিয়ে আনতে হ’লে আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত সংস্কৃতির মধ্যেই বিনোদনের আত্মিক খোরাক নিবারণ করতে হবে। এখন আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুই ঈদ। ঈদ শুধুমাত্র উৎসব নয় বরং ইবাদতও বটে। কিন্তু বর্তমানে ঈদ যেভাবে উৎযাপন হচ্ছে তাতে এর ধর্মীয় গুরুত্ব কমে গিয়ে নিছক বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ঈদের দিন ছালাত শেষ হ’তেই খুৎবা না শুনে একদল লোক বের হয়ে চলে যায়, গ্রাম-গঞ্জে ঈদগাহের আশেপাশে খাবারের বিশাল মেলা বসে, বিকাল হ’তে না হ’তেই পার্কগুলোতে নারী-পুরুষের সমাগম বাড়ে, অন্তত ৩-৪ দিন যাবৎ রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পার্ক ও অবকাশযাপন কেন্দ্রগুলোতে চলে বেপর্দা ঘোরাঘুরি, বাসা বাড়ীতে উচ্চস্বরে গান-বাজনা, সিনেমা হলগুলোতে ঈদ কেন্দ্রিক সিনেমা দেখার হিড়িক। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে উঠতি বয়সের তরুণ ও যুবকরা পিকআপ ভাড়া করে উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে বেহায়ার মত উদ্দাম নাচতে নাচতে এলাকা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। আরো এক ধাপ এগিয়ে এ বছর ঈদুল ফিতরে নতুন করে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত সুলতানী আমলের ঈদ মিছিলের নামে চরম জাহেলিয়াত। গত ৩১শে মার্চ ঈদুল ফিতরের ছালাত শেষে ঢাকার রাজপথে ঈদের পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যকে পদদলিত করে বেহুদা ঈদ মিছিল প্রদর্শিত হয়। সেখানে গানের তালে তালে ব্যান্ড পার্টির ঢোল-তবলা, রঙিন সাজে সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি আর বিভিন্ন কিসিমের পাপেট মূর্তির ছড়াছড়ি। ঈদ মিছিলের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে–এগুলো কি আদৌ ইসলাম ও মুসলমানদের সংস্কৃতি? মুহাম্মাদ (ছা.) আমাদের এভাবে ঈদ উদযাপন করতে শিখিয়েছেন? আমরা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঈদ পালন করছি না-কি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহে অন্ধ হয়ে গেছি?

---

১. *Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York : Simon & Schuster Rockefeller Center, 1996), page, 217-18; গৃহীত :* ড. *আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, সভ্যতার সংকট (ঢাকা : সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, মে ২০১৬), পৃ. ১৬-১৭।*

সূচীপত্র

ঈদ কি কেবল সামাজিক রীতিনীতির মত নিছক কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, না-কি ইবাদত? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে আমাদের জানতে হবে বস্তুবাদী সংস্কৃতি এবং ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য। জানতে হবে ঈদের প্রেক্ষাপট এবং রাসূল (ছা.)-এর যামানার ঈদ উদযাপন সম্পর্কে। শুরুতেই সংস্কৃতির প্রসঙ্গে আসা যাক।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলরের মতে, 'সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্য যেকোন দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টি'।[২] অপর এক বর্ণনা মতে, 'সাধারণত কৃষ্টি বা Culture অভ্যাসগত আচার পদ্ধতি বা Way of life ভিন্ন কিছু নয়। তার পিছনে মানব জীবন সম্বন্ধে একটি মূল ভাবধারা থাকে। এই মূল ভাবধারাটাই প্রত্যেক সভ্যতার পটভূমি বা Background. যাকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে Civilization হচ্ছে Culture বা কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।...কৃষ্টি একটি অভ্যাসগত প্রাথমিক জীবন পদ্ধতিরূপে বর্তমান থেকে শেষে স্বভাবগত হয়ে পড়ে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে যে সভ্যতা গড়ে উঠে পণ্ডিতগণ তাকেই যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক কৃষ্টি ও সভ্যতা নাম দিয়ে থাকেন'।[৩]

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সমাজের একজন মানুষ যে রীতিনীতি, আচার-আচরণ, দক্ষতা ও অভ্যাস নিয়ে বেড়ে উঠে তা-ই তার সংস্কৃতি। মোদ্দাকথা, মানুষের অনুশীলিত কৃষ্টির পরিশীলিত রূপই সংস্কৃতি। ব্যক্তি যদি অমুসলিম সমাজের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেড়ে উঠে তাহ'লে সেই সমাজের জ্ঞানের উৎস, ধর্মীয় বা বৈষয়িক বিশ্বাসের ভিত্তি, আইন, রীতিনীতির উৎসের ভিত্তিতেই তার সংস্কৃতি নিহিত। অপরদিকে ব্যাক্তি যদি মুসলিম সমাজের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেড়ে উঠে তাহ'লে সেই সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞানের উৎস, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন ও রীতিনীতির উৎসের মধ্যেই তার সংস্কৃতি। মুসলমানদের সমাজব্যবস্থা, ধর্ম বিশ্বাস, শিক্ষা-সাহিত্য, আইন, আচার-আচরণসহ সকল কিছুর উপাদান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মওজুদ রয়েছে। সুতরাং আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে মুহাম্মাদ (ছা.) ও তাঁর ছাহাবীগণ কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন সেই সমাজের সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই সে সংস্কৃতির উৎস। সেজন্য মাওলানা আবদুর রহীম লিখেছেন, 'সমাজবদ্ধ মানব-সমষ্টির মধ্যে মুসলিম জাতির লক্ষ্য, পথ-প্রদর্শক ও আলোকবর্তিকা এক ও অভিন্ন। আল্লাহর সন্তোষ লাভ তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছা.) তাদের পথ-প্রদর্শক। তাদের অগ্রগতি সাধিত হয় আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদের নিষ্কলংক আলোকের দিগন্তপ্লাবী উজ্জ্বলতায়। ফলে তার (কুরআনের) উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার প্রতিফলনে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্মেষ ঘটে কেবলমাত্র তা-ই হ'তে পারে ইসলামী সংস্কৃতি'।[৪]

ঈদ অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। যে সংস্কৃতির উৎস হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সেজন্য এটি ইবাদত; সাধারণ কোন সংস্কৃতি নয়। ঈদের মধ্যে ইবাদত, আনন্দ ও উৎসব সবই নিহিত রয়েছে। এই সকল বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করে রাসূল (ছা.) যেভাবে ঈদ উদযাপন করেছেন আমাদেরও সেভাবে উদযাপন করতে হবে। এটাই ইসলামী সংস্কৃতির মূল আদর্শ। যে ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে ইসলামী শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে ঈদ উদযাপন করবে সে ঈদের দিন আনন্দ উৎসবে থাকলেও আল্লাহর ইবাদতেই সময় কাটাবে। কেননা ঈদের চাঁদ দেখা, ঈদের দিন সকালে গোসল করা, উত্তম পোষাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ঈদুল ফিতরে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া, ঈদুল আযহায় না খাওয়া, এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা, ঈদগাহে ছালাত আদায় করা, ঈদুল ফিতরের ফিতরা আদায় ও ছালাতান্তে বিতরণ করা, ঈদের তাকবীর পড়া, পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে تقبل الله منا ومنكم বলা, ঈদুল আযহায় কুরবানী করা, গোশত ও চামড়ার অর্থ গরীব, মিসকীনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া ইত্যাদি সকল কিছু নিছক সংস্কৃতি নয় বরং প্রত্যেকটিই ইবাদত।

এগুলো রাসূল (ছা.) তাঁর ব্যক্তি জীবনে করে দেখিয়েছেন। এমনকি ঈদের দিন শারঈ এই কাজের ফাঁকে তিনি হালাল বিনোদনও উপভোগ করেছেন। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢাল নিয়ে খেলেছেন আর রাসূল (ছা.) ও আয়েশা (রা.) তা উপভোগ করেছেন *(বুখারী হা/৯৫০)*। এটাও আমাদের সংস্কৃতি। এ হাদীছ থেকে দলীল নিয়ে ওলামায়ে কেরাম নির্দোষ খেলাধূলা এবং শরী'আত গর্হিত নয় এমন বিনোদনকে জায়েয বলেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন রাসূল (ছা.) মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতেন সম্ভবত এই হাদীছটির উপর ভিত্তি করে গ্রাম-গঞ্জে এক সময় কলে তৈরী সেমাই বানানোর প্রচলন ছিল। গ্রামের মহিলারা ঈদের এক সপ্তাহ পূর্বেই সেমাই তৈরী করতেন এবং ঈদের দিন সকালে পরিবারের জন্য রান্না করে পরিবেশন করতেন। সেজন্য ঈদুল ফিতরকে সেমাই ঈদ বলা হ'ত। ঈদে উত্তম পোষাক পরা ইবাদত, কিন্তু নতুন পোষাক পরা শর্ত নয়। অথচ ঈদে আমরা কম-বেশী সবাই নতুন পোষাক পরার চেষ্টা করি। ঈদুল আযহায় কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে। সেজন্য পশুর হাট বসানো হয়। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা ঈদের দিন ঘটা করে সালামী নিতে আসে আর আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদের সাধ্যমত সালামী দেই। এগুলো সবই ইসলামী সংস্কৃতির অংশ ইসলাম গর্হিত কোন কাজ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদীছ। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন কাজ ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয়। সুলতানী, মুঘল কিংবা আরবীয় সমাজ বা রাজা-বাদশাহর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন আমল ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠিগত ঐতিহ্য হ'তে পারে ইসলামী ঐতিহ্য নয়। আমাদেরকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থেকেই আত্মার খোরাক মেটাতে হবে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

---

[২] *Edward B. Tylor, Primitive Culture (London : John Murray, Albemarle Street ,6th edition, June 1920), Vol. 1, page, 1.*

[৩] হাছান আলী, আধুনিক সভ্যতার তত্ত্বকথা (তর্জুমানুল হাদীছ, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৫৭), পৃ. ১১৭।

[৪] মাওলানা আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, মে ২০১৯), পৃ. ২৩০।

সূচীপত্র

কবিতা

ফিলিস্তীন

-শহীদুল ইসলাম, গুরুদাসপুর, নাটোর।

ফিলিস্তীন আজ হাহাকার করে,
এত যুলুম কি করে সইতে পারে!
মসজিদের মিনারগুলো কাঁপে থরথর,
বোমার আঘাতে গুড়ো হয়ে যায় বাড়ি-ঘর!
আজ সেথা আযানের ধ্বনি থেমে যায়,
মায়ের কোলে সন্তান শহীদ হয়ে যায়।
অশ্রু-নদীতে ভাসে শহর ও গ্রাম,
তবুও ভোলে না তারা আল্লাহ্‌র নাম।
হাতে পাথরের ঢিল বুকে নেই ভয়,
এই ভুমি আমাদের আর কারো নয়।
বিজয় মোদের হবে ইনশাআল্লাহ!
আমরাই নব যুগের সাইফুল্লাহ!
মৃত্যুর মিছিলে জেগে ওঠে তারা।
তাদের জন্য এই ধরা মনহরা।
ফিলিস্তীন আজ নয় শুধু এক দেশ,
সে এক প্রতিরোধ প্রেরণার রেশ।

শাহাদতের তামান্না

-তানভীর রহমান, ছাতিয়ানতলা, সাতক্ষীরা।

নির্দয় এ পৃথিবী নিষ্ঠুর নির্মম,
অন্ধ তুমি আজ কিসে এমন গর্ব তোমার?
লজ্জা নেই বুকে বিবেকে নেই টান,
কলঙ্কে ঢাকা জাতি বিচারে হয় অপমান।
উঠেছো রাজনীতি নিয়ে মাথা তুলে,
ভুলেছো ধর্মনীতি ছলনায় ভেসে চলে।
লজ্জাহীন সমাজ আজ ব্যথায় নেই সাড়া,
ভুলে গেছো রক্তে রাঙা ভাইয়ের আত্মচারা।
ভূমি রক্তিম হয়েছে ভাইয়ের শাহাদতে,
সূর্য উঠেছে ঠিকই ভাই উঠেনি প্রভাতে।
চোখের পানির ঝর্ণাধারা করছো তুমি পান,
তৃষ্ণা মিটেনি যাঁর করো না তার সম্মান!
ক্ষুধায় বেঁধেছে পেটে পাথর পানি পানে নয় চোখ,
তবুও তুমি খাও পেটভরে ভাবো না তার শোক।
হৃদয়ে কেন ব্যথা জাগে না? কাঁদো না রাতে কেন?
ফরিয়াদ করো রবের কাছে সত্যের আলো এন।
ক্ষমা চাও তাঁর কাছে, যাঁরা গেছে হারিয়ে,
নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াও ভালোবাসা দিয়ে।
অস্ত্র যদি না-ই থাকে হাতে ভয় করো না ভাই,
ফরিয়াদই বড় অস্ত্র চোখের জলের চাই।
রবের কাছে কেঁদে বল মাযলূমের দুঃখগাথা,
শুনবে তিনি, গড়বেন দিনবিচারেরই কথা।
শাহাদতের তামান্না রাখো হৃদয় মাঝে,
ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধেতে, বিজয় আসবে সাঁঝে।

কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব

-আবূ রায়হান, বিরল, দিনাজপুর।

আজ আমাদের বুকের রক্ত চোষে কারা?
দুনিয়ার কোণায় কোণায় মুসলিম যায় মারা।
মসজিদের গায়ে কারা আগুন লাগায় ফের?
বন্ধু তুমি আজও কেন চেন না তাদের?
হাসি হাসি মুখে ওরা বুকে রাখে ছুরি,
মানবতার নামে ওরা চালায় ছল-চাতুরী।
কাফের যখন বন্ধুরূপে বাড়িয়ে দিবে হাত,
জেনে রেখ, ঘটবে তখন মোদের রক্তপাত।

কুরবানী

-ডাঃ আব্দুল খালেক
খান হোমিও হল, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

পশুর গলে চালিয়ে অসি ঝরায় যে খুন ভুবন পর
তার চেয়ে তো শ্রেষ্ঠ তিনি দানে জীবন সবার তর।
তেমনি জীবন গঠন করে দেয় যদি কেউ কুরবানী,
ভব মাঝে তার চেয়ে গো কে হবে বল সম্মানী?
প্রতিহিংসার পুষ্পটারে চরণ তলে ছিন্ন কর,
ভালবাসার মালা দিয়ে বিলাও জীবন আপন পর।
গোশত ভোজে নয়কো মজি আসলে তো স্মরণ তাঁর,
কেউ কি কভু দুনিয়া জুড়ে এই নীতিতে হয় বিভোর?
নীতিহীন ঐ নেতার করে যিম্মি হ'ল ভুবন মন,
তার করেতে কুরবানীটা দেখলে ব্যথা হয় দারুন।
কুরবানী নয় অর্থ দিয়ে ক্রয় পশুর আস্ফালন,
আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ বিধান এর মাঝে হয় সঞ্চারণ।
কুরবানীতো অহি-র বিধান সব বিধানের গোর কাফন,
আয়রে সবে ঝাণ্ডা উড়াই শিরক-বিদ'আতের হোক মরণ।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- ▣ সরিষা ফুলের মধু
- ▣ লিচু ফুলের মধু
- ▣ বরই ফুলের মধু
- ▣ কালোজিরা ফুলের মধু
- ▣ মিক্স ফুলের মধু
- ▣ পাহাড়ী ফুলের মধু
- ▣ সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল
- ▣ চাকের মধু

অন্যান্য পণ্য
- ▣ আখের গুড়
- ▣ মৌসুমের খেজুরের গুড়
- ▣ মধুময় বাদাম
- ▣ উন্নত মানের খেজুর
- ▣ সরিষার তেল
- ▣ কালোজিরা তেল
- ▣ জয়তুন তেল▣ যবের ছাতু
- ▣ দানাদার ঘি
- ▣ বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সূচীপত্র

স্বদেশ

সারা দেশে চালু হচ্ছে সরকারী ফার্মেসী, স্বল্পমূল্যে মিলবে ২৫০ প্রকারের ঔষধ

প্রথমবারের মতো সারা দেশে চালু হচ্ছে সরকারী ফার্মেসী। যেখানে বহুল ব্যবহৃত ২৫০ ধরনের ঔষধ মিলবে। ঔষধ কেনা যাবে তিন ভাগের এক ভাগ দামে। এসব জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান। তিনি বলেন, সরকারী হাসপাতালগুলোতে ল্যাব সার্ভিস আছে, অন্য প্রাইমারী হেলথকেয়ার সার্ভিস আছে। কিন্তু কোথাও কোন ফার্মাসিউটিক্যাল সার্ভিস নেই। এটা হবে একটা নতুন বন্দোবস্ত, যা সরকারী যত হাসপাতাল এবং ক্লিনিক আছে সেখানে চালু করতে হবে। তবে এসব ফার্মেসির বড় চ্যালেঞ্জ হবে ঔষধ চুরি ঠেকানো। তাই পুরো ব্যবস্থা ডিজিটাল করা হবে।

[ধন্যবাদ সরকারকে। গরীবের কল্যাণে এটি একটি যুগান্তাকরী সিদ্ধান্ত। চুরি ঠেকানো গেলে এটি হবে দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক (স.স.)]

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী দশ হাযার ম্যুরাল ও মূর্তি নির্মাণে অপচয় ৪ হাযার কোটি টাকা

অন্তত ৪ হাযার কোটি টাকা অপচয় করা হয় শুধু ‘মুজিব শতবর্ষ’ উপলক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণে। সারাদেশে ১০ হাযারের অধিক ম্যুরাল এবং মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। এ তথ্য জানানো হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) থেকে। দুদক সূত্র জানায়, প্রায় ৪ হাযার কোটি টাকা ব্যয় করা হয় মুজিব জন্মশত বার্ষিকীতে ম্যুরাল ও মূর্তি নির্মাণে। রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় ও ক্ষতিসাধনের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। এতে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ অন্যান্যরা এর সঙ্গে জড়িত। অভিযোগ অনুসন্ধানে সাত সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছে।

সরকারী ৭ শতাধিক প্রতিষ্ঠান, যেলা-উপযেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ মিলিয়ে ম্যুরাল ও মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে ১০ হাযার। সড়কের শুরুতে, শেষে, চৌরাস্তায়, নদীর তীরে, পুকুরপাড়ে, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে মুর‍্যাল কিংবা মুজিব-মূর্তি স্থাপন করা হয়নি। এসব নির্মাণে খরচ হয় ৮ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত।

[শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের সমস্ত ম্যুরাল ও ভাস্কর্য ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সেই সাথে শহীদ মিনার নামে যত মূর্তি আছে সেগুলিও ধ্বংস করতে হবে। ইসলামে এসবের কোন স্থান নেই (স.স.)]

পশ্চিমবঙ্গের সমান বড় ভূখণ্ড পাচ্ছে বাংলাদেশ, এ যেন দক্ষিণ তালপট্টির জবাব!

বাংলাদেশের আয়তন দিন দিন বাড়ছে। পদ্মা, মেঘনা ও উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চলে গত কয়েক বছরে জেগে উঠেছে প্রায় ৫০টিরও বেশী নতুন চর ও দ্বীপ। এসব নতুন ভূখণ্ড মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠছে, যা বাংলাদেশকে দিচ্ছে একটি গোটা দেশের সমান বিস্তৃত অঞ্চল। এ যেন দক্ষিণ তালপট্টি হারানোর জবাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের আয়তন ধীরে ধীরে বাড়ছে। নদীর পলি জমে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে, বিশাল বিশাল চর জেগে উঠছে। একসময় যেসব এলাকা ছিল শুধু ডোবার চর, এখন তা স্থায়ী ভূখণ্ডে রূপ নিচ্ছে। বহু চর ভরা জোয়ারেও আর ডুবে না, বরং দেশের মানচিত্রে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিচ্ছে। অনেকেই বলছেন, ভারতের ছেড়ে দেওয়া অতিরিক্ত পানিই যেন হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ।

১৯৭০ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছিল দক্ষিণ তালপট্টি, যেটি নিয়ে শুরু হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ বিরোধ। বাংলাদেশ দাবী করেছিল দ্বীপটি আমাদের। এমনকি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্যাটেলাইট ছবি ও তথ্য-প্রমাণও পেশ করেছিলেন। কিন্তু ভারত সেখানে যুদ্ধজাহায পাঠিয়ে ও বিএসএফ চৌকি বসিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পরে কিছু সময়ের জন্য দ্বীপটি নো-ম্যানস ল্যান্ড হিসাবে বিবেচিত হ’লেও, ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে তা ভারতের হয়ে যায়। কিন্তু এখন আর সেই দ্বীপের অস্তিত্ব নেই, সমুদ্রের নীচে বিলীন হয়ে গেছে।

তবে প্রকৃতি যেন সেই হারানো দ্বীপের বদলা নিচ্ছে অন্যভাবে। বিগত কয়েক বছরে হাতিয়া থেকে ভোলা চ্যানেল, চর কুকরি-মুকরি, চর ওছমান, চর গাঙ্গুলিয়ার মতো নতুন ভূখণ্ড জেগে উঠেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৩২ কিলোমিটার ভূমি নদীভাঙনে হারালেও নতুন করে ১০০ বর্গ কিলোমিটার জমি চর হিসাবে ফিরে পাচ্ছে বাংলাদেশ। এই চরগুলোর কিছুতে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে স্থায়ী অবকাঠামো।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমালয় থেকে আসা পলি যদি সঠিকভাবে ধরে রাখা যায়, তবে আগামী কয়েক দশকে ২ লাখ ৫ হাযার বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত নতুন ভূখণ্ড মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হ’তে পারে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সমান একটি নতুন ভূখণ্ড বাংলাদেশ পেতে পারে শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে!

[আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশের জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হৌক না কেন, তাদের রুটি-রূযীর ব্যবস্থা আল্লাহই এদেশের মাটিতেই করে রেখেছেন। জনসংখ্যার আধিক্যে শংকিতদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে চপেটাঘাত। আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে ফুলে-ফলে বরকতমণ্ডিত কর! (স.স.)]

বাংলাদেশী পাসপোর্টে ‘একসেপ্ট ইস্রাঈল’ শর্ত পুনর্বহাল

বাংলাদেশের পাসপোর্টে ‘একসেপ্ট ইস্রাঈল’ বা ‘ইস্রাঈল ব্যতীত’ শর্ত পুনরায় বহাল করা হয়েছে। গত ৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে বাংলাদেশে পাসপোর্ট নিয়ে কেউ ইস্রাঈলে যেতে পারবে না ।

১২ই এপ্রিল শনিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ঐতিহাসিক ‘মার্চ ফর গাযা’ কর্মসূচী এবং তার পূর্ব থেকেই দেশব্যাপী মানুষ যে ফিলিস্তীনী গণহত্যার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল, এটি তারই প্রতিফল বলে ধারনা করা যায়। যেসব প্রতিবাদ সভা থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে ইস্রাঈলের বিচার, গণহত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ, ইস্রাঈলী পণ্য বর্জন এবং ইস্রাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল। এছাড়াও তারা বাংলাদেশের পাসপোর্টে ‘ইস্রাঈল ব্যতীত’ পুনর্বহাল এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গাজায় ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা পাঠানোর কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়াসহ একাধিক দাবী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে ‘এক্সেপ্ট ইস্রাঈল’ শর্তটি মুছে দেয়।

[আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সকল মুদ্রা থেকে শেখ মুজিবের ছবি মুছে ফেলে ঐতিহাসিক মসজিদ, সুন্দরবন প্রভৃতির ছবি স্থাপনের দাবী জানাই (স.স.)]

বিদেশ

সামাজিক মাধ্যমে ইহূদীবিরোধী পোস্ট দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ও গ্রীনকার্ড বাতিল

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইহূদীবিরোধী পোস্ট দিলে ভিসা বা গ্রীনকার্ডের আবেদন বাতিল করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী হামাস, হিযবুল্লাহ বা হাওছী জিহাদীদের মতো মার্কিন কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গুলির প্রতি সমর্থনসূচক পোস্ট থাকলে, তা ভিসা বা স্থায়ী আবাসনের আবেদন বাতিলের কারণ হ'তে পারে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের মুখপাত্র জানান, এমন কোন ব্যক্তি যারা ইহূদীবিরোধী সন্ত্রাসবাদ বা সহিংসতা সমর্থন করেন, তাদের আমেরিকায় স্বাগত জানানো হবে না। এই নীতিটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং শিক্ষার্থী ভিসা ও গ্রীনকার্ড উভয়ের আবেদনেই প্রযোজ্য হবে।

এই পদক্ষেপ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বাকস্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে। তবে প্রশাসন বলছে, সন্ত্রাসবাদ বা ঘৃণামূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থনের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হবে না।

[যুক্তরাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি নীতিগুলি তাদের ইহূদী সাম্প্রদায়িকতার কাছে মূল্যহীন। তাদের শাসকদের আচরণে সেটাই প্রমাণিত হ'ল। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাই (স.স.)]

প্রথম ধাপে ১ লাখ ৮০ হাযার রোহিঙ্গাকে ফেরত নিতে সম্মত মায়ানমার

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মায়ানমারে প্রত্যাবাসনের প্রথম তালিকা নিশ্চিত করেছে দেশটির জান্তা সরকার। তালিকা অনুসারে এক লাখ ৮০ হাযার রোহিঙ্গা মায়ানমারে প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত বলে জানানো হয়। তাছাড়া আরো ৭০ হাযার রোহিঙ্গার চূড়ান্ত যাচাইকরণের জন্য তাদের ছবি ও নাম যাচাই-বাছাই করা বাকী রয়েছে। ২০১৮-২০ সালে বাংলাদেশ ছয় দফায় মূল তালিকাটি সরবরাহ করেছিল।

গত ৪ঠা এপ্রিল ব্যাংককে ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক বৈঠকে মায়ানমারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ থান শিউ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধি ড. খলীলুর রহমানের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন। রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসাবে এটিই প্রথম নিশ্চিত তালিকা যা একটি বড় পদক্ষেপ মনে করা হচ্ছে। মায়ানমার আরো নিশ্চিত করেছে, মূল তালিকায় থাকা বাকী ৫ লাখ ৫০ হাযার রোহিঙ্গার যাচাই দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

[আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। এটি যে, গত ১৪ই মার্চ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনুস ও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের কূটনৈতিক সাফল্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা বাকী সকল রোহিঙ্গা মুসলিম শরনার্থীদের মিয়ানমারে তাদের স্ব স্ব বাস্তুভিটায় সসম্মানে দ্রুত পুনর্বাসনের দাবী জানাই (স.স.)।

মুসলিম জাহান

গাযার পর সিরিয়া দখলে নেমেছে ইস্রাঈল

বিদ্রোহীদের অভিযানের মুখে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর থেকে সিরিয়ায় জোরেশোরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে দখলদার ইস্রাঈলী বাহিনী। দেশটির ১২ মাইল ভেতরে ঢুকে পড়েছে বর্বর সেনারা। বাড়িয়েছে হামলাও। শুধু বিমান হামলাই নয়, একের পর এক ভূখণ্ড দখলের দিকেও মনোনিবেশ করছে তারা। ইতিমধ্যে দেশটির বেশকিছু এলাকা দখলেও নিয়েছে। কমপক্ষে নয়টি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে। এছাড়া সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামোর সম্প্রসারণও করেছে।

সিরিয়ান-ইস্রাঈলী বাফার জোনের কুনেইত্রা শহরের কাছের ছোট একটি গ্রাম রাসম আল-রাওয়াদি। গত চার মাস ধরে গ্রামটি ইস্রাঈল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সম্প্রতি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাটজ বলেছেন, ইস্রাঈল অনির্দিষ্টকালের জন্য সিরিয়ায় থাকতে প্রস্তুত। ইস্রাঈল তার দখলদারিত্বকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আরেকটি কৌশল ব্যবহার করছে তাহ'ল দক্ষিণ সিরিয়ার দ্রুজের (দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু) সমর্থন দাবী করা। ইস্রাঈল দ্রুজের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে স্থায়ীভাবে তাদের উপস্থিতিকে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করেছে।

[কেবল সিরিয়া নয়, লেবানন, জর্ডান, মিসর ও সউদীআরব সহ পুরা মধ্যপ্রাচ্যকে তারা তাদের 'ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র ভূমি' বলে দাবী করে। অতএব তারা এভাবে এগোতেই থাকবে। বিপরীতে মুসলিম দেশগুলির সচেতন ও সীসাঢালা ঐক্য দ্রুত যরূরী। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি মুসলিম দেশের প্রতি দ্রুত ঐক্যবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানাই (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পেশাদার রাধুনীর চেয়েও ভালো রান্না করবে ইলন মাস্কের রোবট

সম্প্রতি ইলন মাস্ক এমন একটি রোবট উন্মোচন করেছেন যা পেশাদার শেফদের চেয়েও ভালো রান্না করে। ৫ হাযার ডলার মূল্যের এই রোবটটির নাম কালিনা। যখন আমরা রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়াচ্ছি, খাবার নষ্ট করে ফেলছি, তখন মাস্কের এআই-চালিত শেফ যান্ত্রিক নিখুঁততায় উন্নতমানের খাবার তৈরি করছে।

কিছু প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের মতে, 'কালিনা' আসলে পেশাদার শেফদের থেকেও ভালো রান্না করে। ফলে, খাদ্য শিল্পে কাজ করা যে কারো জন্য এটি এক ধরনের অস্তিত্ব সংকট ডেকে আনতে পারে।

কালিনা একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রান্নার রোবট, যেটা সব কিছু করতে পারে। যেমন রান্নার বিভিন্ন উপকরণ কাটা থেকে শুরু করে তৈরি করা খাবার প্লেটে উপস্থাপন পর্যন্ত। এটি হাযার হাযার রেসিপি নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা, এআই আপডেটের মাধ্যমে নতুন রান্নার কৌশল শিখে ফেলা, গ্রাহকের পসন্দের স্বাদ অনুযায়ী ফ্লেভার অ্যাডজাস্ট করা।

এটি একেবারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। এটিকে এভাবে বলা যাবে যে, কালিনা! আমাকে এই রান্নাটা করে দাও, ঝাল একটু কম দিয়ো ইত্যাদি।

কালিনার প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা বলছেন, কালিনার রান্না এতটাই নিখুঁত, ধারাবাহিক, আর অবিশ্বাস্যভাবে সুস্বাদু যে, এটা সত্যিই হয়তো মানব শেফদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারে। আপনি যদি চান রান্নাটা একদম আপনার পসন্দ অনুযায়ী হোক, কালিনা সেটাই করবে। কালিনা রোবটটি সাধারণ মানুষের মতো রান্নায় কোন ধরনের ভুলও করে না। না লবণ কম, না অতিরিক্ত সেদ্ধ, না লবণ বেশী, ঝাল কম এরকম কিছুই না। প্রতিটি ডিশ প্রতিবারই নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করে।

[সৎ মায়ের কাছ থেকে নিখুঁত সেবা পাওয়া গেলেও নিখাদ ভালবাসা পাওয়া যায় না। কৃত্রিম এআই কালিনা শেফ নিখুঁতভাবে রান্না করলেও কোন ব্যাপারে দায়ী হবে না। তাই কৃত্রিম বস্তু কখনই অকৃত্রিম সেবার স্থান অধিকার করতে পারে না। তবুও বিজ্ঞান যেহেতু এগিয়েছে, সেখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সেবাটুকু নিতে পারি (স.স.)]

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। এবারে ৩৪ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৬৯টি যেলাতে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক যেলা সমূহে স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ১৩৪৩টি সহ সর্বমোট ১৪১২টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

১. ৪ঠা রামাযান ৫ই মার্চ বুধবার ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম-উত্তর : অদ্য বাদ যোহর যেলার ভুরুঙ্গামারী দারুস সুন্নাহ রহমানিয়া সালাফিইয়াহ একাডেমীতে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান।

২. ৫ই রামাযান ৬ই মার্চ বুধবার কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর লালমণিরহাট যেলা শহরের সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান।

৩. ৫ই রামাযান ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার কুমিল্লা : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

৪. ৫ই রামাযান ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার পবা উপযেলাধীন নওহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

৫. ৫ই রামাযান ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার শেরপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পাকুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী ও রাজশাহী নওদাপাড়া মারকায এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফীযুর রহমান।

৬. ৬ই রামাযান ৭ই মার্চ শুক্রবার মাদারগঞ্জ, জামালপুর-দক্ষিণ : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন মুসলিমাবাদ আলিম মাদ্রাসা জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী, নওদাপাড়া মারকায এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ।

৭. ৬ই রামাযান ৭ই মার্চ শুক্রবার মালিটোলা, ঢাকা-দক্ষিণ : অদ্য বাদ আছর যেলার বংশাল থানাধীন মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। উল্লেখ্য যে, এদিন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মোগলটুলি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

৮. ৬ই রামাযান ৭ই মার্চ শুক্রবার মুন্সিপাড়া, নীলফামারী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুন নূর প্রমুখ।

৯. ৬ই রামাযান ৭ই মার্চ শুক্রবার পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১০. ৭ই রামাযান ৮ই মার্চ শুক্রবার মেলান্দহ, জামালপুর-উত্তর :

অদ্য বাদ যোহর যেলার মেলান্দহ থানাধীন খাবুলিয়া মণ্ডলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী, রাজশাহী নওদাপাড়া মারকায এলাকা ‘যুবসংঘে’র সভাপতি হাফীযুর রহমান।

১১. ৭ই রামাযান ৮ই মার্চ শনিবার রাজারহাট, রংপুর-পূর্ব : অদ্য বাদ যোহর যেলার রাজারহাট আনন্দ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

১২. ৭ই রামাযান ৮ই মার্চ শনিবার কক্সবাজার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১৩. ৭ই রামাযান ৮ই মার্চ শনিবার বাগেরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

১৪. ৮ই রামাযান ৯ই মার্চ রবিবার তেরখাদা, খুলনা : অদ্য বাদ যোহর যেলার তেরখাদা উপযেলার পার্শ্বস্ত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

১৫. ৮ই রামাযান ৯ই মার্চ রবিবার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ : অদ্য বাদ যোহর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজারস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে ময়মনসিংহ -উত্তর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী।

১৬. ৮ই রামাযান ৯ই মার্চ রবিবার সিরাজগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জগতগাঁতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান, ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও আল-‘আওনে’র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন।

১৭. ৮ই রামাযান ৯ই মার্চ রবিবার রংপুর-পশ্চিম : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

১৮. ৯ই রামাযান ১০ই মার্চ সোমবার শারশা, যশোর : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শারশা থানাধীন লক্ষণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি ইব্রাহীম হোসাইন খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ।

১৯. ৯ই রামাযান ১০ই মার্চ সোমবার নেত্রকোণা : অদ্য বাদ আছর যেলার কলমাকান্দা থানাধীন নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী।

২০. ১০ই রামাযান ১১ই মার্চ মঙ্গলবার বাঁকাল, সাতক্ষীরা : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘে’র সভাপতি মুজাহিদুর রহমান।

২১. ১০ই রামাযান ১১ই মার্চ মঙ্গলবার কিশোরগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলাম সরকারের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী।

২২. ১১ই রামাযান ১২শে মার্চ শুক্রবার পাবনা : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন আঞ্চলিক কৃষি ও ডাল গবেষণা কেন্দ্রের হল রুমে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি আলী শাহান মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, আল-‘আওনে’র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক তানভীরুয্যামান।

২৩. ১১ই রামাযান ১২ই মার্চ বুধবার বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

২৪. ১১ই রামাযান ১২ই মার্চ বুধবার ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্ধারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, ‘যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাহফূয আলী ও আল-‘আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

২৫. ১১ই রামাযান ১২ই মার্চ বুধবার খুলনা : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নবীনগর (গোবরচাকা) মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান প্রমুখ।

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

ফিলিস্তীনের গাযায় ইসরাঈলের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশে দেশের ৬২টি সাংগঠনিক যেলা ও ৩৩টি উপযেলায় মোট ৯৫টি বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত নিম্নরূপ।-

১১ই এপ্রিল শুক্রবার সাহেব বাজার, রাজশাহী : অদ্য বাদ জুম‘আ ফিলিস্তীনের গাযায় মুসলমানদের উপর ইস্রাঈলী গণহত্যার বিরুদ্ধে ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’ রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার পক্ষ থেকে সাহেব বাজার বড় মসজিদ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি জিরো পয়েন্ট থেকে পশ্চিম দিকে মণি চত্বর হয়ে আবার পূর্ব মুখী হয়ে আলুপট্টি গমন করে। সেখান থেকে আবার জিরো পয়েন্টে ফিরে আসে। অতঃপর সেখানে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

তিনি বলেন, ইস্রাঈল গত সাত দশক যাবৎ শান্তিপ্রিয় ফিলিস্তীনী জনগণের উপর বর্বরোচিত আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। যা মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে রক্ত ঝরিয়েছে। তাই এই নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তিনি পরদিন ১২ই এপ্রিল শনিবার ঢাকায় ‘মার্চ ফর গাযা’ কর্মসূচীকে স্বাগত জানান এবং জনগণকে সেখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে ফিলিস্তীনের পক্ষে সাহসী অবস্থান নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভারত সরকারকে ফিলিস্তীনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া, ইস্রাঈলের পক্ষে সেখানে সৈন্য প্রেরণ এবং ওয়াক্বফ আইন সংস্কারের নামে মুসলিম অধিকার খর্ব করার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি উক্ত সমাবেশে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস, রাজশাহী মহানগরী অংশগ্রহণ করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, জমঈয়তে শুব্বানে আহলেহাদীসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ইফতিখারুল আলম মাস‘ঊদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, জমঈয়তে আহলেহাদীস রাজশাহী মহানগরীর উপদেষ্টা ড. আহমাদুল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্যান্য রিপোর্ট সমূহ

৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার : চট্টগ্রাম যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা‘দীর সভাপতিত্বে প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৯ই এপ্রিল বুধবার : (১) কুমিল্লা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমানের সভাপতিত্বে তিতাস থানার মোড়ে, **(২) চাঁদপুর** যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে যেলা শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে, **(৩) চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর** সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে গোমস্তাপুর থানাধীন তাহের নগরের জালিবাগানে, **(৪) চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর** সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে গোমস্তাপুর থানা সদরে, **(৫) ঢাকা-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলার খিলগাঁও থানাধীন ত্রিমোহনী বাজার এলাকা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাহবূবুর রহমানের সভাপতিত্বে অত্র বাজারে, **(৬)**

নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুকাদ্দাসের সভাপতিত্বে বড়াইগ্রাম উপযেলার আহমাদপুর বাজারে, (৭) **সাতক্ষীরা** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে আব্দুর রায্যাক পার্ক-এ একত্রিত হয় এবং সেখানেই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : (১) **কুষ্টিয়া-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুরসালীন হোসাইনের সভাপতিত্বে কুমারখালীর মালিয়াটে, (২) **রাজশাহী-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলার বাগমারা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস. এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে হাট গাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে, (৩) **রাজশাহী-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলার তানোর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ তুহিনের সভাপতিত্বে তানোর বাজারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই এপ্রিল শুক্রবার : (১) **কুমিল্লা** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে কুমিল্লা শহরে (২) **কুষ্টিয়া-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সুধী শাহাবুদ্দীন মাস্টারের সভাপতিত্বে কুমারখালীর দড়িকোমরপুর ও যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ খায়রুয্যামানের সভাপতিত্বে কুমারখালীর নন্দলালপুরে, (৩) **কুষ্টিয়া-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে দৌলতপুর থানা সদরে, (৪) **গাইবান্ধা-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সাঘাটা থানা সদরে, (৫) **গাইবান্ধা-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে গোবিন্দগঞ্জ মোড়ে, (৬) **গাযীপুর-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে যেলা সদরের সালনায়, (৭) **গাযীপুর-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল আহমাদের সভাপতিত্বে যেলা সদরে, (৮) **চট্টগ্রাম** যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীরের সভাপতিত্বে উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সামনে, (৯) **চাঁদপুর** যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক হাফেয মাওলানা বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে যেলা শহরে, (১০) **চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন সভাপতিত্বে রহনপুরের ডাক বাংলা প্রাঙ্গনে, (১১) **চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে যেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, (১২) **জয়পুরহাট** যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল মুন'ঈমের সভাপতিত্বে শহরের আরামনগরস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সামনে, (১৩) **জামালপুর-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে শহরের জামালপুর-ময়মনসিংহ হাইওয়ের সামনে, (১৪) **ঝিনাইদহ** যেলার সদরের ডাক বাংলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি ইস্রাফীল শেখের সভাপতিত্বে অত্র মসজিদের সামনে, (১৫) **ঠাকুরগাঁও** যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুরশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে রাণীশংকৈল উপযেলা সদরে, (১৬) **ঢাকা-উত্তর** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মাহবূবুর রহমানের সভাপতিত্বে আশুলিয়া সদর ও 'আন্দোলন'-এর সুধী আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সাভার সদরে, (১৭) **ঢাকা-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে মিরপুর থানার পাইকপাড়ায়, (১৮) **দিনাজপুর-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে বিরামপুর সদর এবং উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদেক আলীর সভাপতিত্বে নবাবগঞ্জ ও হাকীমপুর উপযেলা সদরে, (১৯) **নওগাঁ** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে শহরের নওজোয়ান ময়দানে, (২০) **নরসিংদী** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে পাঁচদোনা বাজার এবং এলাকা ও উপযেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় আরো ৯টি স্থানে, (২১) **নাটোর** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে যেলা শহরে, (২২) **রাজশাহী-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলার বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবু ইউসুফের সভাপতিত্বে বাঘা উপযেলা সদরে, (২৩) **নারায়ণগঞ্জ** যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে সোনারগাঁও উপযেলা সদরে, অত্র উপযেলা সভাপতি মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে নয়াবাজার, আড়াইহাজার উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সেলীমের সভাপতিত্বে থানা সদর ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে পূর্বাচল থানার কাঞ্চন ব্রীজে, (২৪) **নীলফামারী-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলার জলঢাকা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে উপযেলা সদরে, (২৫) **নীলফামারী-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি শাহীদুদ্দীনের সভাপতিত্বে যেলা শহরে, (২৬) **পঞ্চগড়** যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে যেলা শহরের শেরে বাংলা পার্কে, (২৭) **পাবনা** যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে যেলা শহরের খয়েরসুতী মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে, (২৮) **বগুড়া** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে যেলা শহরের সাত মাথা ও শাহজাহানপুর উপযেলার সভাপতি দেলবর রহমানের সভাপতিত্বে বৃ-কুষ্টিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে, (২৯) **বরিশাল-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরানের সভাপতিত্বে শহরের পুলিশ লাইন সড়কে, (৩০) **বাগেরহাট** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে যেলা শহরের ভিআইপি মোড়ে, (৩১) **মেহেরপুর** যেলার প্রেস ক্লাবের সামনে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে, (৩২) **রাজবাড়ী** যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মুখতারের সভাপতিত্বে প্রেস ক্লাব চত্বরে, (৩৩) **রাজশাহী-পূর্ব** সাংগঠনিক যেলার বাগমারা-পূর্ব উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাহদী হাসানের সভাপতিত্বে ভবানীগঞ্জ বাজারে, (৩৪) **রাজশাহী-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলার গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক রূহুল আমীনের সভাপতিত্বে কাঁকনহাট বাজারে, (৩৫) **লালমণিরহাট** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে আদিতমারী থানা সদরে, (৩৬) **হবিগঞ্জ** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা এ. কে. এম জা'ফর আলীর সভাপতিত্বে যেলা শহরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই এপ্রিল শনিবার : (১) **গাযীপুর-উত্তর** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে শ্রীপুর থানার ভেরামতলীতে, (২) **জামালপুর-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে মাদারগঞ্জের বালিজুরী বাজারে, (৩) **ঢাকা-দক্ষিণ** সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে বাইতুল মুকাররাম মসজিদের উত্তর গেইটে, (৪) **মাদারীপুর** যেলার শিবচর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপযেলা সদরে, (৫) **যশোর** যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল খায়েরের

সভাপতিত্বে প্রেসক্লাব চত্বরে, **(৬) রংপুর-পশ্চিম** সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও **(৭) লালমণিরহাট** যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে কালীগঞ্জ থানা সদরে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

‘ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে আমাদের ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনার

১৫ই মার্চ, শনিবার ধানমণ্ডি, ঢাকা : অদ্য বাদ আছর রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমণ্ডির দি ক্যাফে রিওতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে’র উদ্যোগে ‘ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে আমাদের ভাবনা’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারিক হাসান প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, লেখক, গবেষক, সংগঠকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিজাইন এইডের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার নাহিদ হাসান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরোবরের কর্ণধার শরীফ আবু হায়াত অপু ও ঘরের বাজারের কর্ণধার জামশেদ মজুমদার প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

২২শে মার্চ শনিবার উত্তরা, ঢাকা : অদ্য দুপুর ১২-টায় ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’ ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উত্তরা এলাকার উদ্যোগে ঢাকা উত্তরার ১২নং সেক্টরের ওমর ফারূক সেমিনার হলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা ‘যুবসংঘে’র সভাপতি ড. ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উত্তরার মাদ্রাসা দারুস সালাম আস-সালাফিইয়াহ।

মুহতারাম আমীরে জামা‘আতকে ‘শায়খুল হাদীছ’ হিসাবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

গত ২২শে মার্চ ২০২৫ শনিবার এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হাদীছ বিষয়ক প্রতিযোগিতা ‘ওয়া বিহি ক্বালা হাদ্দাছানা’ কর্তৃপক্ষ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** ‘শায়খুল হাদীছ’ হিসাবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশে হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তিনি জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। আসলাফদের রীতি অনুযায়ী তিনিও জেল খেটেছেন। আর সেখানে বসে জাতিকে বহু মূলবান গবেষণা উপহার দিয়েছেন। তিনি ৯০-এর অধিক বই লিখেছেন। প্রত্যেকটি বইয়ে একাধিক পিএইচডি হওয়া সম্ভব। তাই তাঁকে এই সম্মাননা দিতে পারায় কর্তৃপক্ষ গর্বিত বোধ করছে। সহ-সভাপতি মুহাদ্দিছ মাওলানা মাহমূদুল হাসান বলেন, তাঁর জীবনী আলোচনার জন্য কোন ডকুমেন্টারী লাগেনা। তাঁর নবীদের কাহিনী ও অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের জন্য আমি স্যারের কাছে চির ঋণী। কেননা তাঁর সমস্ত বই রেফারেন্স সমৃদ্ধ। আমি এমফিল ও পিএইচডি করার সময় স্যারের বই থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

এসময় তাঁকে নগদ অর্থ ও ক্রেস্টসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁর পক্ষ থেকে সেগুলো গ্রহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মোট ৬ জন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

‘মাওলানা আহমাদ আলী স্মৃতি পাঠাগার’ উদ্বোধন

১৮ই মার্চ মঙ্গলবার বুলারাটি, সাতক্ষীরা : অদ্য সকাল ৯-টায় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার নিজস্ব জমিতে তাঁর পিতা মরহূম মাওলানা আহমাদ আলীর নামে পাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম এবং ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’সহ অঙ্গ সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

‘আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা

৯ই এপ্রিল বুধবার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে ‘আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাবি ‘যুবসংঘে’র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। রাবি ‘যুবসংঘে’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ‘যুবসংঘে’র দায়িত্বশীলসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

৯ই এপ্রিল বুধবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় গাযায় মুসলমানদের উপর ইসরাঈলী গণহত্যার বিরুদ্ধে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’ অধিভুক্ত ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উদ্যোগে এক মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর প্রধান পরিদর্শক ও ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সচিব জনাব শামসুল আলম ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মারকাযের মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। উল্লেখ্য যে, একই দিনে সারা দেশে হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত প্রায় ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ই মার্চ বুধবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর আয়োজনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী শিক্ষক মিলনায়তনে 'রাষ্ট্র সংস্কারে প্রয়োজন শিক্ষা সংস্কার' শীর্ষক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বোর্ড সচিব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনারে 'রাষ্ট্র সংস্কারে প্রয়োজন শিক্ষা সংস্কার' বিষয়ে মতামত পেশ রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নুরুল ইসলাম, শহীদ বুদ্ধিজীবী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. খান মো. মাইনুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তরুন হাসান।

মারকায সংবাদ

মারকায পরিদর্শনে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান

১১ই মার্চ নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মারকাযী জামে মসজিদে জামা'আতের সাথে আছর ছালাত আদায়ের পর মারকায পরিদর্শন করেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক, রেজিস্ট্রার প্রফেসর মোঃ আবদুছ ছাত্তার মিয়া, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোঃ মহাতাব হোসেন, উপ পরিদর্শক শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছসহ অত্র বোর্ডের একটি ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি দল। এ সময় মারকাযে তাদেরকে স্বাগত জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সচিব শামসুল আলম, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ।

শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানসহ প্রতিনিধিগণ এসময় মারকাযের বিভিন্ন বিভাগসমূহ পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন। তারা মাদ্রাসার সার্বিক কার্যক্রমে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে মাদ্রাসা পরিদর্শনে আসায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং শিক্ষা সংস্কারে প্রস্তাবনাসমূহ সহ নিজের লিখিত বেশ কয়েকটি বই উপহার দেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২০০০ সালে তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দীক মারকায পরিদর্শনে এসেছিলেন।

মারকায পরিদর্শনে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ মাহদী বিন আম্মাশ আশ-শাম্মারী

১৫ই এপ্রিল, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম এবং সঊদী ধর্মমন্ত্রণালয়ের সম্মানিত দাঈ শায়খ মাহদী বিন আম্মাশ আশ-শাম্মারী। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী দুতাবাসের কর্মকর্তা জনাব আব্দুস সোবহান। সম্মানিত মেহমান উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিসে মুহতারাম আমীরে জামাআত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় মারকাযে আগমনের জন্য তিনি সম্মানিত মেহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সচিব শামসুল আলম, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ।

সেমিনার

২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে মারকায শাখা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মারকায শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ওয়াহীদুয্যামান।

মৃত্যু সংবাদ

১. মাসিক আত-তাহরীক-এর নিয়মিত কবিতা লেখক মাস্টার মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান (৮০) বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে গত ২৯শে নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা পৌনে ৬-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। এদিন রাত ১১-টায় তাঁর নিজ গ্রাম সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন মাদরায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় উপযেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতীফ সরদার, এলাকা সভাপতি আব্দুছ ছবূরসহ সাংগঠনিক দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. মাসিক আত-তাহরীক-এর নিয়মিত কবিতা লেখক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাস্টার (১০০) নিজ বাসভবনের পার্শ্ববর্তী পরিত্যাক্ত পুকুরে পানিতে ডুবে গত ১০ই অক্টোবর ২০২৪ বৃহস্পতিবার রাতের কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরদিন ১১ই অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৮-টায় তার লাশ পাওয়া যায়। তিনি চির কুমার ছিলেন। ঐদিন বাদ মাগরিব তাঁর নিজ গ্রাম রাজশাহী যেলার চারঘাট উপযেলাধীন ভায়ালক্ষ্মীপুর কবরস্থানের পার্শ্ববর্তী আমবাগানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ভায়ালক্ষ্মীপুর দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, চারঘাট উপযেলা সভাপতি আব্দুল মুবীন, নন্দনগাছী এলাকার সভাপতি আব্দুল মতীনসহ সাংগঠনিক দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সূচীপত্র

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : আমি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জাহাযের নাবিক হওয়ায় জাহাযে থাকা অবস্থায় সবসময় ক্বছর করি। তবে জাহাযে অধিকাংশ সময় আমি ফ্রী থাকি। সেক্ষেত্রে প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের সুন্নাতগুলো সহ অন্যান্য নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : সফর অবস্থাতে অন্যান্য সুন্নাত ছালাত ছাড়া গেলেও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ও বিতরের ছালাত আদায় করতে হয় *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫, যাদুল মা'আদ ১/৪৭৩)*। আর সময় ও সুযোগ সাপেক্ষে অন্যান্য নফল ছালাত যেমন তাহাজ্জুদ ও ইশরাক/যুহাসহ অন্যান্য নফল ছালাত সফরেও আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে তিনটি কাজের অছিয়ত করেছেন, যা আমি সফরে কিংবা বাড়িতে অবস্থানকালেও পরিহার করি না। তা হ'ল চাশতের দু'রাক'আত ছালাত, প্রতি মাসে তিন দিন (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের) ছিয়াম পালন এবং বিতর আদায় না করা পর্যন্ত না ঘুমানো *(আবুদাউদ হা/১৪৩২, সনদ ছহীহ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সফরে ফরয ছালাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারী হ'তেই ইঙ্গিতে রাতের ছালাত আদায় করতেন সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন। আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন *(বুখারী হা/১০০০; মিশকাত হা/১৩৪০)*। উল্লেখ্য যে, সফরেও কেউ প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের সুন্নাতগুলো আদায় করলে গুনাহ নেই। তবে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করাই উত্তম।

প্রশ্ন (২/২৮২) : এক রাক'আত বিতর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে কি?

-আকবার হোসাইন, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : এক রাক'আত বিতরের ছালাত যেমন একাকী আদায় করা জায়েয তেমনি জামা'আতের সাথেও আদায় করা জায়েয। জামা'আতে ইমাম যত রাক'আত পড়াবেন তত রাক'আতে ইমামের অনুসরণ করবে তাহ'লে ক্বিয়ামুল লাইলের ছওয়াব পেয়ে যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৪৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুরো রাত ক্বিয়ামুল-লাইল আদায় করার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন *(নাসাঈ হা/১৬০৫; মিশকাত হা/১২৯৮; ছহীহুল জামে' হা/২৪১৭)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : ইমাম যদি কোন এক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়াই ছালাত সম্পন্ন করেন, তাহ'লে মুছল্লীদের ছালাত হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : মুছল্লীগণ ছালাতের শর্ত ও রুকনগুলো সঠিকভাবে পালন করে থাকলে তাদের ছালাত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অচিরেই এমন কিছু লোক আসবে যারা ছালাতে তোমাদের ইমামতি করবে, যদি তারা পরিপূর্ণভাবে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তোমরা ছওয়াব পাবে এবং তারাও ছওয়াব পাবে। আর যদি তারা কোন ভুল করে তাহ'লে তার গুনাহ সে ভোগ করবে, ছালাতের ছওয়াব তোমরা পেয়ে যাবে *(আহমাদ হা/৮৬৪৮; ছহীহাহ হা/১৭৬৭)*। এই হাদীছে ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু তায়মিয়া, ইবনু হাজার, ইবনু মুনযির, ইবনু ওছায়মীনসহ বিদ্বানগণ বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইমামের ভুলের কারণে মুছল্লীর ছালাতের ক্ষতি হয় না। বরং ইমামের ভুল ইমামের উপরেই বর্তাবে *(ফাৎহুল বারী ২/১৮৮; মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/৩৭২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৪৫১)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : আমার স্ত্রীর ১ মাসের প্রেগন্যান্সি রয়েছে এবং তার স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা বৈধ হবে কি?

-রানা হামীদ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মায়ের স্থাস্থ্য ঝুঁকির আশংকা করলে এবং গর্ভপাত করার পরামর্শ দিলে গর্ভপাত করাতে পারে। কারণ অনাগত জীবনের চেয়ে জীবিত ব্যক্তির মূল্য অনেক বেশী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৪৫০)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : ফরয ও নফল ছালাতে অথবা জামা'আতে বা একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর দাঁড়ানোর নিয়ম কি?

-আ'রাফ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে পুরুষ বা স্বামী সামনে দাঁড়াবে এবং নারী/স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে। সে জামা'আত ফরয ছালাতের হৌক বা নফল ছালাতের হৌক *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৪১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭, সনদ ছহীহ)*। আর যেকোন ছালাত আলাদাভাবে আদায়কালে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়ালে সমস্যা নেই। কিন্তু গায়র মাহরাম হ'লে সর্বদা পিছনে দাঁড়াবে বা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৩৮০; ফাতাওয়া লাজনাা দায়েমাহ ৮/৭)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল ইবাদত করে, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করার সমান নেকী লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি একটি ফরয ইবাদত করে, সে অন্য মাসে ৭০টি ফরয ইবাদত আদায়ের ছওয়াব পাবে। হাদীছটি ছহীহ কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার এবং যঈফ *(ইবনু*

সূচীপত্র

খুযায়মাহ হা/১৮৮৭; যঈফাহ হা/৮৭১; যঈফুত তারগীব হা/৫৮৯)। তবে রামাযানের প্রতিটি আমলের ছওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করা হয়। বিশেষ করে ক্বদরের রজনীতে ইবাদত করা হাযার মাস ইবাদত করা অপেক্ষা বেশী ছওয়াব অর্জন করা যায় *(ক্বদর ৯৭/৩)*। রামাযানে ওমরা করলে রাসূল (ছা.)-এর সাথে হজ্জ করার সমতুল্য ছওয়াব পাওয়া যায় *(বুখারী হা/১৮৬৩; মিশকাত হা/২৫০৯)*। তাছাড়া রামাযানের ছিয়ামের ছওয়াব আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে দিবেন, যা সীমাহীন *(বুখারী হা/৭৪৯২; মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ঈদের ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?

-আনোয়ার হোসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/১৫০)*। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ চলে আসলে ঈদের ছালাতেও কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যেতে পারে' *(কিতাবুল উম্ম ১/২৭২)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : নাকের সমস্যার কারণে ডাক্তার সবসময় গরম পানি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যান্য ছালাতে গরম পানি দিয়ে ওযূ করলেও ফজরের সময় তা সম্ভব হয় না, ঠাণ্ডা পানি স্পর্শ করলে প্রচণ্ড হাঁচি ও সর্দি হয়। এ অবস্থায় তাহাজ্জুদ ও ফজরের ছালাতে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে কি?

-শামস আল-ফাহাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : উক্ত সময়েও পানি গরম করে ওযূ করে তাহাজ্জুদ ও ফজরের ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। কারণ পানি বিদ্যমান থাকা এবং তা ব্যবহারের সক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। এক্ষণে যদি পানি গরম করার সুযোগ না থাকে এবং ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের সক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে তায়াম্মুম করে তাহাজ্জুদ ও ফজরের ছালাত আদায় করতে পারে। ছাহাবায়ে কেরাম ঠাণ্ডা জনিত কারণে পানি ব্যবহারের অক্ষমতার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাউদ হা/৩৩৪; আহমাদ হা/১৭৮৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : যদি কোন ব্যক্তির ওযূ করার শেষ পর্যায়ে এসে ওযূ নষ্ট হয় এবং তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় বার ওযূ করতে হয়, তাহ'লে সে কি তার অঙ্গগুলো তিনবার করেই ধৌত করবে, নাকি কমবেশী করতে পারবে?

-একরামুল হক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : ওযূর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত এবং মুস্তাহাব *(বুখারী হা/১৫৯)*। তবে ওযূতে অঙ্গগুলো একবার করে ধুলেও যথেষ্ট হবে *(বুখারী হা/১৫৭)*। দুইবার করে ধৌত করাও যথেষ্ট হবে *(বুখারী হা/১৫৮)*। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রতিটি অঙ্গে পানি পৌঁছানো। কোন স্থান শুকনো থেকে গেলে ওযূ হবে না।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : বিতর ছালাত জামা'আতে চলাকালে দ্রুত শেষ করার জন্য মসজিদের পিছনে একাকী বিতর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটা একাকী ও জামা'আতে এক বা তিন রাক'আত পড়া যায়। সুতরাং কেউ একাকী এক রাক'আত বিতর আদায় করে চলে গেলে দোষণীয় নয়। তবে ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত ছালাত আদায় করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ক্বিয়ামুল লায়েল করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুরো রাত ক্বিয়ামুল লায়েল করার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন' *(নাসাঈ হা/১৬০৫; মিশকাত হা/১২৯৮; ছহীহুল জামে' হা/২৪১৭)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : আমি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু টাকা ঋণ নিয়েছি। এক্ষেত্রে ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে, নাকি সম্পূর্ণ টাকার যাকাত দিতে হবে?

-ছাব্বীর আহমাদ, বগুড়া।

উত্তর : সম্পূর্ণ টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ সম্পদ যার মালিকানায় থাকবে তাকেই যাকাত দিতে হবে। তবে নিয়ম হচ্ছে যার ঋণ আছে সে প্রথমেই ঋণ পরিশোধ করবে। তারপর সম্পদ হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, 'এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে, তাহ'লে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩; ইরওয়া ৩/৩৪১, সনদ ছহীহ)*। যদি ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে ঋণসহ যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরেই যাকাত আদায় করতে হবে। তবে কারো আর্থিক সক্ষমতা না থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা যাকাত প্রদানের শর্ত হ'ল তা আদায়ের সক্ষমতা থাকা *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৮)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ কর। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বললেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে' *(বুখারী হা/১৩৯৫)*। এখানে ঐ ধনী ব্যক্তিরা ঋণগ্রস্ত কি-না, সেটা শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাঊম' বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, পরে স্মরণ হ'লে বলেছি। আমার আযান শুদ্ধ হয়েছে কি?

-আব্দুল্লাহ, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাঊম'

বলা সুন্নাত। অতএব কেউ ভুলে উক্ত বাক্য ছেড়ে দিলে আযান শুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ *(ওছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১২/১৭৬)*। তবে আযান শেষেই মনে পড়লে উক্ত বাক্য পাঠ করে আযানের বাকী অংশ পাঠ করে আযান শেষ করবে। আবার কেউ চাইলে পুনরায় আযানও দিতে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৬/৩৪১)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : এক মসজিদে প্রথম রাতে তারাবীহ এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ জামা‘আত সহকারে আদায় হয়। যে মুছল্লীর যখন সুবিধা বা ইচ্ছা তিনি সেসময় আদায় করেন। কেউ উভয় সময়ে আদায় করেন না। এভাবে একই মসজিদে মুছল্লীদের সুবিধার্থে আলাদা আলাদাভাবে জামা‘আত করা বৈধ হবে কি?

-আব্দুল আহাদ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : একই মসজিদে একাধিকবার নফল ছালাতের জামা‘আত করাতে দোষ নেই। অর্থাৎ কোন মসজিদে প্রথম রাতে আট রাক‘আত আবার শেষ রাতে আট রাক‘আত নফল ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৮২; ছালেহ ফাউযান, ইত্তিহাফু আহলিল ঈমান ৬৮-৬৯ পৃ.)*। মুছল্লীদের জন্য যে কোন একবার আদায়ই যথেষ্ট।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : আমি এমন সময় মসজিদে গেলাম যখন ইমাম তারাবীহ্র ছালাতে ইমামতি করছেন বলে মনে হ’ল। এক্ষণে আমি কি আগে এশার ছালাত আদায় করব, নাকি জামা‘আতে অংশগ্রহণ করে পরে এশার ছালাত আদায় করব?

-ইলিয়াস হোসেন, নাটোর।

উত্তর : এ অবস্থায় দুটো পদ্ধতিই জায়েয। কেউ চাইলে প্রথমে একাকী এশার ফরয ছালাত আদায় করে তারাবীহ্র জামা‘আতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার চাইলে তারাবীহর জামা‘আতে এশার নিয়তে অংশ গ্রহণ করে ইমামের সালাম শেষে বাকী ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর তারাবীহ্র জামা‘আতে অংশ গ্রহণ করবে *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩০/৩০)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : রামাযান মাসে কোন কোন মসজিদে দেখা যাচ্ছে তারা এশার ছালাতকে রাত দশটা পর্যন্ত বিলম্ব করছে। অতঃপর কিয়ামুল লায়েল শুরু করছে। এশার ছালাত এভাবে বিলম্ব করা উচিৎ হচ্ছে কি?

-আহমাদ, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তর : এশার ছালাত বিলম্ব করে আদায় করা জায়েয। কারণ এশার ছালাতের ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আর তোমরা যখন এশার ছালাত আদায় করবে, তখন জেনে রেখ এশার ছালাতের সময় থাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত’ *(মুসলিম হা/৬১২; মিশকাত হা/৫৮১)*। অন্যান্য ওয়াক্তের ছালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব হ’লেও এশার ছালাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এশার ছালাত দেরীতে আদায় করা পসন্দ করতেন *(বুখারী ২/৪৭০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, একরাতে নবী করীম (ছাঃ) এশার ছালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করে তিনি বললেন, লোকেরা নিশ্চয়ই ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন! তোমরা যতক্ষণ ছালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা ছালাতেই ছিলে *(বুখারী হা/৫৭২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযূর সাথে মিসওয়াক করা ফরয করতাম এবং এশার ছালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম’ *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩১৯)*। অতএব এশার ছালাত বিলম্ব করে এর সাথে কিয়ামুল লায়েল আদায় করে নেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : যোহর বা অন্যান্য ছালাতে সুন্নাত শেষে অতিরিক্ত ২ রাক‘আত নফল ছালাত নিয়মিতভাবে আদায় করার কোন বিধান আছে কি?

-সুমাইয়া, রাজশাহী।

উত্তর : আছর ও ফজর ছালাতের পর নফল ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এ সময়ে ছালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আছরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮১; মুসলিম হা/৮২৬)*। তবে যোহর, মাগরিব ও এশার ছালাতের পরে সুন্নাতে রাতেবার পরেও নফল ছালাত আদায়ের দলীল রয়েছে। কিন্তু নিয়মিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত এবং ফরযের পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম করে দিবেন’ *(নাসাঈ হা/১৮১৫, সনদ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার বিতরের পরে দুই রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করতেন *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮০৬৫)*। এক্ষণে এই ছালাতগুলো রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত আদায় করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং দুই রাক‘আত করে নফল ছালাত আদায় করা যায়। তবে তা নিয়মিত করা যাবে না। বরং মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : সকালে নিয়মিতভাবে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার কোন ফযীলত আছে কি?

-সুরাইয়া, নওগাঁ।

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইয়াসীন পাঠের ফযীলতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটি ছহীহ নয়। ফলে উক্ত ফযীলত পাওয়ার নিয়তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যাবে না। বরং সাধারণভাবে তেলাওয়াতের নেকী পাওয়ার জন্য সূরা ইয়াসীন যে কোন সময় পাঠ করতে পারে *(ইবনুয যারীস, ফাযায়েলুল কুরআন হা/২১৮; লিসানুল মীযান ৩/২২৪)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : ঘরের ভিতরে কা‘বার ছবি বা কুরআনের আয়াত টাঙিয়ে রাখা যাবে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : কা‘বার ছবি বা কুরআনের আয়াত ঘরের ভিতর টাঙিয়ে রাখা সমীচীন নয়। এতে বরং সম্মানিত বস্তুর প্রতি অসম্মান হ’তে পারে। এজন্য বিদ্বানগণ দেওয়ালে কুরআনের আয়াত বা কা‘বার ছবি টাঙানোকে মাকরূহ মনে করতেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৪৬-৪৯,৫৮)*। অতএব ঘরে এসব জিনিস টাঙানো থেকে বিরত থাকবে। তবে মুখস্থ করার নিয়তে দো‘আ বা কুরআনের আয়াত সমূহ অনুবাদসহ টাঙিয়ে রাখা যায়।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : দু’জন নারী জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে চাইলে মহিলা ইমাম ও মুক্তাদী কিভাবে দাঁড়াবে?

-তহূরা, পাবনা।

উত্তর : দুই বা ততোধিক মুছল্লীকে সাথে নিয়ে নারী ইমামতি করলে সে কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে। আর একজন মুছল্লী সাথে নিয়ে জামা‘আত করলে সে বামে এবং মুছল্লী ডানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। কারণ আয়েশা ও উম্মে সালামা নারীদের ছালাতে ইমামতি করার সময় কাতারে মাঝেই দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন *(নববী, আল মাজমূ‘ ৪/১৯২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ‘মহিলাদের ছালাত ও ইমামত’ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : আমার ৫ লক্ষ টাকা ৫ বছরের জন্য ব্যাংকে জমা আছে, যা মেয়াদ শেষের আগে তুলতে পারব না। প্রথম ২ বছর যাকাত দিলেও পরবর্তী ৩ বছরে অর্থের অভাবে দিতে পারিনি। এখন মেয়াদ শেষ হ’তে ৫ মাস বাকি, আর আমার মাসিক আয় ১০ হাযার টাকা। পিছনের যাকাত কিভাবে পরিশোধ করব এবং ভবিষ্যতে যাকাত আদায়ের উপায় কী হবে?

-যহীরুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মৌলিক দু’টি শর্ত- (১) নিছাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া (২) এক বছর মালিকানায় থাকা। সোনার ভরি প্রতি বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে সাড়ে সাত ভরি সোনার মূল্য সমপরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত দিতে হবে। আর নিছাব পরিমাণ না হ’লে যাকাত দিতে হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/২৫৪, ২৫৭, ২৮০)*। এক্ষণে কারো নিছাব পরিমাণ সম্পদ যদি নিজের মালিকানায় না থাকে এবং সে তার যাকাত আদায়েও অপারগ হয়, তবে যাকাত দিতে হবে না। কেননা যাকাত প্রদানের শর্ত হ’ল তা আদায়ের সক্ষমতা থাকা। আর যদি আদায়ের সক্ষমতা আসে তবে পূর্ববর্তী বছরের যাকাত আদায় করলেই যথেষ্ট হবে, যেমনভাবে ফসল হাতে আসার পর যাকাত আবশ্যক হয় *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৬/২৮)*। উল্লেখ্য যে, হাতে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যাংকে থাকা জমা অর্থের উপর প্রতিবছরে যাকাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১৯০)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : যদি আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায় এবং মাগরিবের ছালাত এক রাক‘আত চলমান থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করি, তাহ’লে আগে আছরের ফরয পড়বো নাকি মাগরিবের জামা‘আতে শরীক হব?

-মুহাম্মদ সালমান রহমানী, জামালপুর।

উত্তর : মাগরিবের নিয়তেই জামা‘আতে অংশগ্রহণ করবে এবং ইমামের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করবে। অতঃপর আছরের ছালাত আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/১০৬; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৫/২৭১-৭২)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : জনৈক ব্যক্তি দুই ছেলের পড়াশুনা ও চাকুরীর জন্য মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু চাকুরী হয়নি। তৃতীয় ছেলের পিছনে সেভাবে খরচ না করে সন্তানদের সম্মতিক্রমে সমপরিমাণ মূল্যের জমি লিখে দিয়েছেন শর্তসাপেক্ষে যে, পিতার মৃত্যুর পর জমি তাদের মালিকানায় যাবে। এভাবে জমি দেওয়া বা শর্ত করা জায়েয হয়েছে কি?

-সাবিক, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

উত্তর : সন্তানের প্রতি খরচ করা পিতার দায়িত্ব। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচে তারতম্য হ’তে পারে, যা অন্যায় নয়। যেমন কোন সন্তান ভাল কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেলে তার জন্য অধিক খরচ করার প্রয়োজন হয় ঐ সন্তান থেকে, যে সাধারণ কোন বিশ্ববিদ্যায়ে পড়াশুনা করে। এই তারতম্যের জন্য পিতা গুনাহগার হবেন না। অন্যদিকে পরিবারের কোন সদস্য পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে অধিক অবদান রেখে থাকলে পিতা তাকে হাদিয়াস্বরূপ কিছু সম্পদ দিতে পারেন *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ১১/৮০; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩০)*। অতএব সন্তানদের সম্মতিক্রমে উক্ত পদ্ধতিতে জমি প্রদান করা জায়েয হয়েছে।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : প্রতিটি মুসলিম বাড়ির ছাদের উপর মুমিন জিন অবস্থান করে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুন নূর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে ইয়াযীদ ইবনু জাবের নামে একজন তাবেঈর উক্তি থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি তার নিজস্ব বক্তব্য হওয়ায় গায়েবী বিষয়ে তা শরী‘আতের দলীল হিসাবে গণ্য হবে না *(ইবনু আবীদ্দুনিয়া, মাকায়েদুশ শয়তান ২৫ পৃ.; ইবনু হাজার ফাৎহুল বারী ৬/৩৪৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করার সময় হানাফীদের সাথে পায়ে পা না মিলালে গুনাহগার হ’তে হবে কি?

-সাইফুল্লাহ ছায়েম, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তর : গুনাহগার হবে না। কাতারে পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। এক্ষণে কোন মুছল্লী পা মিলাতে বিরক্ত বোধ করলে জোর করে তার সাথে পা মিলানো থেকে বিরত থাকবে। বরং সুন্নাত ত্যাগ করার কারণে সে দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য যে, জামা‘আতে ছালাত আদায়কালে মুছল্লীদের পরস্পরে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, ‘আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। আজকের দিনে তোমরা এরূপ করতে গেলে তোমাদের কেউ কেউ অবশ্যই খরতাপে

উদভ্রান্ত খচ্চরের ন্যায় ছুটে পালাবে’ *(বুখারী হা/৭২৫, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ছহীহাহ হা/৩১)*। ছাহাবী নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৬৬২)*। অন্য হাদীছে পায়ে পা কিংবা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/২৪৭, হা/৬৮৩)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে বহু হাদীছ রয়েছে। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো’ শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : ছালাতের সময় মুছল্লীর সামনে দিয়ে শিশু চলাচল করলে করণীয় কি? হাদীছে কেউ সামনে দিয়ে গেলে বাধা দিতে বলা হয়েছে। এক্ষণে শিশুদেরও বাধা দিতে হবে কি?

-তহুরা বেগম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের সময় মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে শিশু চলাচল করলে বা কোলে উঠে বসলে তাতে বাধা নেই *(বুখারী হা/৫১৬; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/৩২১, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৩৪৮)*। তবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিশুদেরকে বাধা দেয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মে সালামার বাড়িতে ছালাত আদায়কালে তার সামনে দিয়ে দুই শিশু অতিক্রমের চেষ্টা করলে তিনি তাদের ইশারা করে নিষেধ করেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৪৮, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : কুরআনের বাইরে যেসব দো‘আ রয়েছে, সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে তাজবীদ ঠিক রাখা আবশ্যক কি?

-ওবায়দুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আরবী হরফের নির্দিষ্ট মাখরাজ এবং উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে। সুতরাং যে কোন দো‘আ পাঠের সময় তাজবীদ ঠিক রেখে পাঠ করা উচিৎ। কারণ তাজবীদের বিষয়টি কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এটি আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে কুরআনের মত অন্যান্য দো‘আ পাঠের সময় তারতীল বা সুর করে পড়ার বিষয়টি প্রযোজ্য নয় *(কামাল ইবনু হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৩৭০; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৭২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৬/০২)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : আমি একজন মাইক্রোবাস চালক। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের সময় আমাদের বিভিন্ন বিষয় মেনে চলার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন গাড়ির গতিসীমা মেনে চলা, প্রতি মিনিটে ছয়বার লুকিং গ্লাসে তাকানো, ট্রাফিক আইন মেনে চলা ইত্যাদি। এক্ষণে বাস্তবে গাড়ির চালানোর সময় এগুলো লঙ্ঘন করলে গুনাহ হবে কি?

-পান্না, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : শরী‘আত বিরোধী নয় এমন নিয়ম-কানূন সাধ্যমত মেনে চলবে। যদিও এসব বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বের তারতম্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত হা/২৯২৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : হজ্জের সময় কোন ভুল-ক্রটির কারণে দম ওয়াজিব হ’লে তা মক্কাতেই আদায় করতে হবে কি? নাকি হজ্জের পর দেশে এসে আদায় করলেও চলবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুলনা।

উত্তর : হজ্জের কোন ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করার কারণে ধার্যকৃত দম বা কুরবানী মক্কায় করতে হবে। বাইরে করলে এর হক্ব আদায় হবে না *(তাফসীরে কুরতুবী ২/৩৮৫; শরহুয যারক্বানী আলাল মুয়াত্তা ২/৫৮৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : ২০ দিন ই‘তিকাফ করা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল ছিল?

-আসাদুযযামান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই‘তিকাফ করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশকেই ই‘তিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণও ই‘তিকাফ করতেন *(বুখারী হা/২০২৬)*। আর শেষ বছর তিনি বিশদিন ই‘তিকাফ করেছিলেন। তিনি নবম হিজরীতে রামাযান মাসে সফরে ছিলেন। এজন্য শেষ দশকের দশদিন ই‘তিকাফ করতে পারেননি। ফলে শেষ বছরে এর কাযা আদায় করতে গিয়ে বিশ দিন ই‘তিকাফ করতে হয়েছিল। যেমন উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রামাযান মাসের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি ই‘তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই‘তিকাফ করেছেন *(আবুদাউদ হা/২৪৬৩, সনদ ছহীহ)*। আনাস বিন মালেক (রাঃ) একই কথা বলেন *(তিরমিযী হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১০২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ওযূ ছুটে গেলে তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে ওযূ করতে হবে কি?

-আকরামুযযামান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, ‘পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না *(ওয়াক্বি‘আ ৫৬/৭৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কেউ পাক-পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না *(ছহীহুল জামে‘ হা/৭৭৮০; ইরওয়া হা/১২২)*। মুছ‘আব বিন সা‘দ কুরআন হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বললেন, তুমি যাও ওযূ করে এসো। তিনি কুরআন রেখে ওযূ করে আসলেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১২৮, সনদ ছহীহ)*। ইমাম আহমাদকে ওযূ ছাড়া মুছহাফ স্পর্শ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ওযূ না করা পর্যন্ত কুরআন স্পর্শ করে পড়বে না *(ইসহাক মারূযী, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃ. ৫; ইরওয়া ১/৬১)*। ইমাম নববী (রহঃ) উপরোক্ত দলীল ও তার অভিমত উল্লেখ করার পর বলেন, এটাই আলী, সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ ও ইবনু ওমরের

অভিমত। কোন ছাহাবী তাদের বিরোধিতা করেছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না *(আল-মাজমূ‘ ২/৭২)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) উপরোক্ত তিনজন ছাহাবীর সাথে সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেন অতঃপর বলেন, ছাহাবীদের কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে কিছু জানা যায় না *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/২৬৬)*। এছাড়াও শায়খ বিন বায ও ওছায়মীনসহ আধুনিক যুগের অধিকাংশ ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ ওযূ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করে পাঠ করাকে সিদ্ধ নয় বলেছেন *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৪/৩৮৩)*।

অবশ্য ওযূ বিহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআন স্পর্শ ছাড়া পড়া যায়। অনুরূপভাবে অনুবাদ কুরআন, তাফসীরুল কুরআন, কুরআনের আয়াত সম্বলিত ধর্মীয় বইপত্র, সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য কুরআনের দো‘আসমূহ ইত্যাদি ওযূ ছাড়া পাঠ করাতে কোন দোষ নেই। তবে স্ত্রী মিলন সংশ্লিষ্ট অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া যাবে না। *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২৩ ও ৪৮৫)*। অন্যদিকে হাসান বাছরী, ইবনু সীরীন, আমের, ইবনু হাযম, দাউদ যাহেরী প্রমুখ বিদ্বানগণ এবং সমকালীন যুগে আলবানী (রহঃ) উক্ত মর্মে বর্ণিত বিভিন্ন দলীল পর্যালোচনা করে বলেন, মুসলমানগণ সত্তাগতভাবে পবিত্র। অতএব তারা স্ত্রী মিলন বা স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র না হলে তাদের জন্য কুরআন স্পর্শ করে পাঠে দোষ নেই *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৪২৬, ৭৪২৯, ৭৪৩০; মুহাল্লা ১/৯৭-৯৮; তামামুল মিন্নাহ পৃ. ১০৭)*।

উল্লেখ্য যে, যারা ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করে পাঠ করাকে নাজায়েয মনে করেন তারাও কিছু ক্ষেত্রে ওযূবিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকে জায়েয বলেছেন। যেমন, যাদের ওযূ প্রায়শই থাকে না এবং পেশাবের সমস্যা বা গ্যাস্ট্রিকের কারণে ঘন ঘন ওযূ ছুটে যায়, তারা নতুনভাবে ওযূ না করে তেলাওয়াত অব্যাহত রাখবে। অনুরূপভাবে কুরআন হিফযের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওযূ ছুটে গেলে তেলাওয়াত অব্যাহত রাখবে। কারণ তাদের ওযর আছে *(মানহুজ জলীল শরহ মুখতাছারে খলীল ১/১১৮)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : যদি আমি ফজরের সময় না উঠতে পারি এবং অনেক দেরী হয়ে যায় (যেমন সকাল ৮টা বেজে যায়), তাহ’লে কি আমাকে তখনই পবিত্র হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে, না যোহরের সময় পড়তে পারব?

-হাসান, কুমিল্লা।

উত্তর : ঘুম থেকে যখনই জাগ্রত হবে তখনই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্ফারা হ’ল যখনই তা স্মরণ হবে তখনই ছালাত আদায় করে নিবে *(বুখারী হা/৫৯৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ ছালাত আদায় করে নেয়া ছাড়া তার কোন প্রতিকার নেই *(মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৩)*। তবে ইচ্ছা করে বা অবহেলাবশত নিয়মিত এমন কাজ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : আমার মা বর্তমানে সূদের ওপর নেওয়া একটি ঋণের মধ্যে আছেন। যদি তিনি এই ঋণ পরিশোধ না করেই মৃত্যুবরণ করেন, তাহ’লে এর পরিণতি কী হবে? আর তিনি পরিশোধ না করে মারা গেলে ওই ঋণ পরিশোধ করা পরিবারের জন্য আবশ্যক হবে কি?

-মেহেদী হাসান, রংপুর।

উত্তর : প্রথমত ঋণ রেখে মারা যাওয়া কঠিন শাস্তির কারণ হ’তে পারে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদও হয়, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয় *(নাসাঈ হা/৪৬৮৪; মিশকাত হা/২৯২৯, সনদ ছহীহ)*। জাবের (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে মাত্র দুই দীনার ঋণ থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জানাযা পড়াননি। তখন আবু ক্বাতাদা উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঋণগ্রস্ত নির্ধারিত হ’ল এবং মাইয়েত দায়মুক্ত হ’ল? আবু ক্বাতাদাহ বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। একদিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুই দীনারের অবস্থা কি? আবু ক্বাতাদাহ বলল, মাত্র গতকালই লোকটি মারা গেছে। পরের দিন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে পুনরায় এলেন। আবু ক্বাতাদাহ বলল, আমি তার দুই দীনার পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘এখন ঐ মাইয়েতের চামড়া ঠাণ্ডা হ’ল’ *(আহমাদ হা/১৪৫৭৬, সনদ হাসান)*। এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবেনা, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫)*।

দ্বিতীয়ত মায়ের সম্পত্তি থাকলে তার সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। মীরাছের আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন, মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর.. *(নিসা ৪/১১)*। তবে নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২)*। যদিও ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অফুরন্ত ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : আমি আমার স্ত্রীকে পড়াশুনা করাতে চাই না এবং চাকরিও করাতে চাই না। কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ি পড়াতে চায়। আমি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জোর করে কিছু বলতেও পারি না সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে। এক্ষণে আমার অনুমতি ছাড়াই যদি স্ত্রী পর্দার মধ্যে থেকে পড়াশুনা করে এবং চাকুরী করে, সেক্ষেত্রে আমি দাইউছ হিসাবে গোনাহগার হব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুমিল্লা।

উত্তর : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী উচ্চতর পড়াশুনা ও চাকুরী করতে পারবে না। কারণ বিবাহের পর নারী স্বামীর আনুগত্য করবে। পিতা-মাতা ও স্বামীর মধ্যে দুনিয়াবী বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে স্বামীর আনুগত্য প্রাধান্য পাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/১৬৫)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘বিবাহিত

নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক *(মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ’তে পারবে না। এই ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩)*। অতএব বিবাহের পর নারীদের জন্য স্বামীর আদেশই অগ্রগণ্য, যদি তা গোনাহের আদেশ না হয়। আর স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী পূর্ণ পর্দা সহকারে পড়াশুনা বা চাকুরী করতে পারে, যদি পরিবেশ নিরাপদ হয় এবং পর্দা বজায় রাখার সুযোগ থাকে। এতে স্বামী দাইয়ুছ হবে না। মূলত দাইয়ূছ ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর ব্যভিচারমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে উদাসীন থাকে *(নাসাঈ হা/২৫৬২, ছহীহাহ হা/৬৭৪)*। উল্লেখ্য যে, আয়-রোযগারের দায়িত্ব নারীদের নেই। তবে প্রয়োজন, নিরাপত্তা ও পূর্ণ পর্দার পরিবেশ থাকার শর্তে নারীরা চাকুরী করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : দীর্ঘ এক বছর ধরে এক নারীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ে অনেক কষ্ট করে আমি তার সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করি। বর্তমানে ইসলামী জীবনযাপন করছি। কিন্তু আমি শুনেছি কারো সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর তা ত্যাগ করা গুনাহের কারণ এবং প্রতারণার শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে আমার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল কি?

-আব্দুল্লাহ, নওগাঁ।

উত্তর : যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া জঘন্য কবীরা গুনাহের একটি, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ *(ইসরা ১৭/৩২)*। হাদীছে এসেছে, যেনাকারদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় একটি পেটমোটা সরু মুখ বিশিষ্ট চুলায় জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পোড়ানো হবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*। এক্ষণে গুনাহ থেকে ফিরে এসে খালেছভাবে তওবা করাই কর্তব্য এবং এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে এক্ষেত্রে বিবাহই কল্যাণকর হ’ত। যেমন অবিবাহিত যেনাকারীদের বিবাহের ব্যাপারে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, তারা তওবা করে সংশোধন হ’লে বিবাহ দেওয়া যায়। আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, জাবের (রাঃ), সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, যেনাকার পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ জায়েয। তাদের দলীল হ’ল, আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী, যা তিনি মাহরাম মহিলাদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, ‘এ ব্যতীত যেকোন নারী তোমাদের জন্য হালাল’ *(নিসা ২৩; নায়লুল আওত্বার ৬/১৪৫ পৃ. ‘যেনাকার যেনাকারিণীর বিবাহ’ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : কোন কোন পাপে লিপ্ত হলে মানুষের রিযিকে বরকত কমে যেতে পারে?

-আব্দুল্লাহ রুতবান, লালমণিরহাট।

উত্তর : বেশ কিছু পাপ রয়েছে যাতে লিপ্ত হ’লে মানুষের রিযিকে বরকত কমে যায়। যেমন- (১) যেনায় লিপ্ত হওয়া *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৫)*। (২) মাপে বা ওযনে কম দেওয়া *(ছহীহাহ হা/১০৬)*। ৩. আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার না করা *(ছহীহাহ হা/৪০০৯)*। ৪. যাকাত না দেওয়া *(ছহীহাহ হা/৪০০৯)*। (৫) সূদ খাওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। ৬. মিথ্যা কসম করা *(ছহীহাহ হা/৯৭৮)*। ৭. মিথ্যা কথা বলা *(বুখারী হা/২০৭৯)*। (৮) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা *(ছহীহাহ হা/৯৭৮)*। (৯) হজ্জ ও ওমরা না করা *(তিরমিযী হা/৮১০; ছহীহাহ হা/১১৮৫)*। (১০) হারাম ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু অপকর্ম রয়েছে যার কারণে সম্পদ কমে যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : আমার স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে তার পরিবারের চাপে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। স্ত্রীর বক্তব্য হ’ল তাকে জোর করে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। সে সংসার ত্যাগ করতে মোটেও রাযী নয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আসাদুল্লাহ, জামালপুর।

উত্তর : জোর করে খোলা‘ তালাকে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে থাকলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবে না। বরং উক্ত স্ত্রীর সাথে সংসার অব্যাহত রাখবে। ইবনু কুদামাহ বলেন, যে ব্যক্তিকে তালাক দেয়ার জন্য অন্যায়ভাবে যবরদস্তি করা হয়েছে; সে ব্যক্তি যদি এ যবরদস্তি থেকে বাঁচার জন্য তালাক দেয়, তাহ’লে সে তালাক সংঘটিত হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৮৯-৪৯০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৪২-৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : স্বামী মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে তার এক বোনের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছেন। সম্ভবত ঐ বোনের স্বামীর আচরণের কারণে। এখন স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী কি তার বোনের বাড়িতে যেতে পারবেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর সে চাইলে স্বামীর উপদেশ পালন করতে পারে। তবে বাধ্য নয়। এক্ষণে সে প্রয়োজনে বোনের বাড়ি যেমন যেতে পারবে যেমন সে ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহে আবদ্ধ হ’তে পারবে। উম্মে মুবাশশির (রাঃ) বলেন, যে সময়ে নবী করীম (ছাঃ) বারাআ ইবনু মাআরূর (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মে মুবাশশিরকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি বলেন, ‘আমি আমার স্বামীকে শর্ত দিয়েছিলাম যে, তার মৃত্যুর পর আমি আর বিয়ে করব না। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, এটি সঠিক নয় *(ছহীহাহ হা/৬০৮)*। অতএব উক্ত আদেশ বা শর্ত মান্য করা বাধ্যগত নয়।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : আমার মায়ের সাথে পিতার বিরোধ লেগেই থাকে। এই সুযোগে আমার মা নানীর বাড়ি চলে যায়। কাযী অফিসে ছয় মাস পূর্বের তালাকনামা লিখে পিতার নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং একই দিনে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

*-*প্রিয়ন্তী, বাগমারা, রাজশাহী।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি এবং এতে দু'টি বড় পাপ সংঘটিত হয়েছে। ১. মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ২. ইদ্দত পালনের পূর্বে বিবাহ করা, যা বাতিল এবং যেনার শামিল। কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হ'লে তাকে তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। আর স্বামী থেকে খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হ'লে অন্তত এক হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১; শাওকানী, নায়লুল আওতার ৬/২৯৫; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে'১২/৪৬৭-৭০)*। ছাবিত বিন ক্বায়সের স্ত্রী স্বামীর নিকট হ'তে খোলা' গ্রহণ করলে নবী করীম (ছাঃ) তার ইদ্দতের সময় এক হায়েয নির্ধারণ করেন *(আবুদাউদ হা/২২২৯; হাকেম হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*। ইদ্দত শেষে চাইলে সে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩; আল-ইস্তিযকার ৬/৮২; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০-৪৭০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : পুরুষ বা মহিলা সিজদারত অবস্থায় দু'পা মিলিত না পৃথক রাখবে?

-নাজমুছ ছাকিব, ঢাকা।

উত্তর : নারী-পুরুষ উভয়ে সিজদাকালীন তাদের পা মিলিয়ে বা পৃথক রাখতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'এক রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিছানায় না পেয়ে আমার হাত দিয়ে খুঁজতে থাকলাম। অতঃপর আমার হাত তাঁর দু'পায়ের উপর পতিত হয়। তখন তিনি সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টি খাঁড়া ছিল' *(মুসলিম হা/৪৮৬; মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'এ সময় তাঁর গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল এবং পায়ের অঙ্গুলি সমূহ কিবলার দিকে ছিল' *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৫৪; ইবনু হিব্বান হা/১৯৩৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। নাকসহ চেহারা, দু'হাত, দু'হাটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)*। এখানে 'দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ'-এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, দু'পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী থাকবে এবং দু'গোড়ালি খাড়া থাকবে' *(মির'আত ৩/২০৪)*।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, দু'গোড়ালীর মাঝে এক বিঘত ফাঁক থাকবে *(নায়ল ৩/১২১)*। মূলত দাঁড়ানো অবস্থায় যেমন দু'পা ফাঁক থাকে, সিজদা অবস্থায়ও সেভাবে থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। এক্ষণে ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা ও হাকেম বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর দু'গোড়ালি মিলানো সম্পর্কে যে বর্ণনাটি এসেছে, সে সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন, 'এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ গোড়ালী মিলানোর কথা বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না *(হাকেম ১/৩৫২)*। তাই ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত দু'গোড়ালি খাড়া রাখার হাদীছই অগ্রাধিকারযোগ্য। সর্বোপরি বিষয়টি মুস্তাহাব। অতএব খাড়া বা মিলানো যেভাবে সহজ হবে সেভাবেই রাখবে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : কোন নারী স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বেলি রিং (পেটে পরিধেয় গহনা) পরতে পারবে কি?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পেটে অলংকার পরা নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে জায়েয- ১. এটি কোন কাফের শ্রেণীর নারীদের প্রতীক না হওয়া। ২. স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রদর্শন না করা। ৩. এর ফলে কোন দৈহিক ক্ষতি না হওয়া। ৪. সমাজের নারীদের মধ্যে এভাবে স্বর্ণ পরার রীতি থাকা। ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন, নারীদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথরের অলংকার বৈধ, যে ধরনের অলংকার পরার প্রচলন নারীদের মধ্যে রয়েছে। যেমন- চুড়ি, নূপুর, কানের দুল, আংটি এবং নারীরা তাদের চেহারা, গলা, হাত, পা, কান ইত্যাদিতে যেসব অলংকার পরে। পক্ষান্তরে নারীদের মাঝে যে ধরনের অলংকার পরার প্রচলন নেই; যেমন বেল্ট ও এ জাতীয় পুরুষদের ব্যবহৃত বস্তু; সেগুলো পরা হারাম। যেমনিভাবে কোন পুরুষের জন্য নারীদের অলংকার পরা হারাম *(আল-মুগনী ২/৩২৫)*।

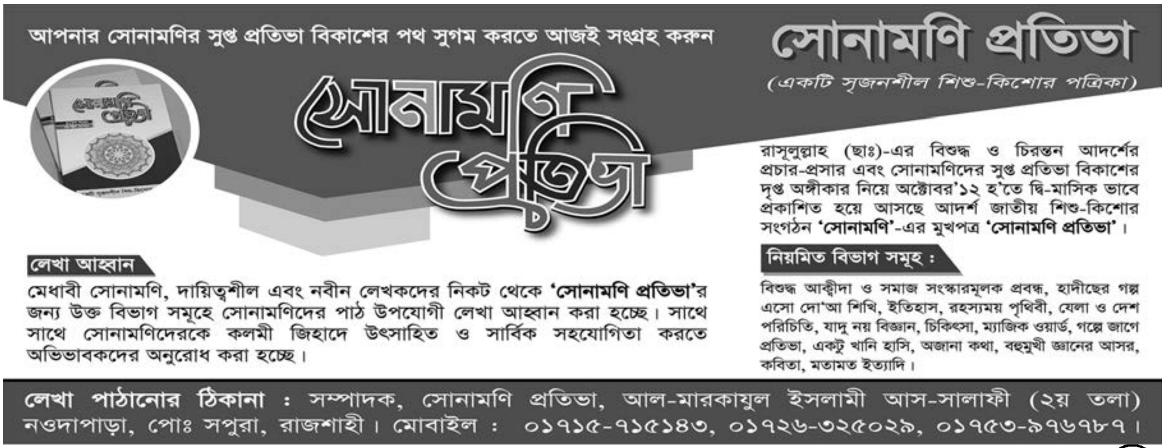

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে-জুন ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	০২ যুলক্বা‘দাহ	১৮ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৪:০৩	০৫:২৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৪৮
০৩ মে	০৪ যুলক্বা‘দাহ	২০ বৈশাখ	শনিবার	০৪:০১	০৫:২২	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৪৯
০৫ মে	০৬ যুলক্বা‘দাহ	২২ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩০	০৭:৫০
০৭ মে	০৮ যুলক্বা‘দাহ	২৪ বৈশাখ	বুধবার	০৩:৫৮	০৫:২০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫২
০৯ মে	১০ যুলক্বা‘দাহ	২৬ বৈশাখ	শুক্রবার	০৩:৫৭	০৫:১৮	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	১২ যুলক্বা‘দাহ	২৮ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৫	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৩ মে	১৪ যুলক্বা‘দাহ	৩০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৪	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	১৬ যুলক্বা‘দাহ	০১ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৫২	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
১৭ মে	১৮ যুলক্বা‘দাহ	০৩ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৫১	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৮
১৯ মে	২০ যুলক্বা‘দাহ	০৫ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৫০	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০০
২১ মে	২২ যুলক্বা‘দাহ	০৭ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৯	০৫:১৩	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০১
২৩ মে	২৪ যুলক্বা‘দাহ	০৯ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৮	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০২
২৫ মে	২৬ যুলক্বা‘দাহ	১১ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪
২৭ মে	২৮ যুলক্বা‘দাহ	১৩ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৬	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:০৫
২৯ মে	০১ যুলহিজ্জাহ	১৫ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৬
৩১ মে	০৩ যুলহিজ্জাহ	১৭ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৭
০১ জুন	০৪ যুলহিজ্জাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	০৬ যুলহিজ্জাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	০৮ যুলহিজ্জাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	১০ যুলহিজ্জাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	১২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	১৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	১৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	১৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	+১	+১
শরীয়তপুর	+২	০	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+২	+৩
জামালপুর	−১	+২	+৪	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৪	−২	+১	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৩	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৩	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৬	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৬	+৩	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	০	+১	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৪	০	−৩	−২	−৩
পিরোজপুর	+৫	+১	−১	−১	−১
বরিশাল	+৩	০	−২	−২	−২
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+১	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৪	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+১০	+১১
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১	+৭	+১৩	+১৩	+১৫
দিনাজপুর	+২	+৭	+১১	+১১	+১২
লালমণিরহাট	−২	+৪	+৯	+৮	+১০
নীলফামারী	+১	+৬	+১১	+১১	+১২
গাইবান্ধা	০	+৩	+৭	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+২	+৮	+১৩	+১৩	+১৪
রংপুর	০	+৪	+৯	+৯	+১০
কুড়িগ্রাম	−২	+৩	+৮	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৩	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−৯	−১০
নোয়াখালী	০	−৩	−৫	−৪	−৫
চাঁদপুর	+১	−১	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	+১	−২	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৬	−৯	−৮	−৯
কক্সবাজার	০	−৬	−১২	−১০	−১২
খাগড়াছড়ি	−৪	−৭	−৮	−৭	−৮
বান্দরবান	−৩	−৭	−১১	−৯	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৩	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−১	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ২.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত। (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

সূচীপত্র

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 8, May 2025

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

তরজমাতুল কুরআন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

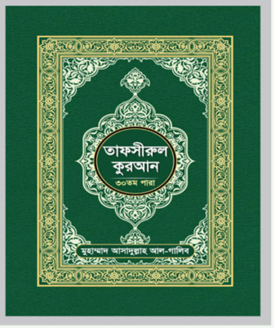
তাফসীরুল কুরআন
৩০তম পারা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

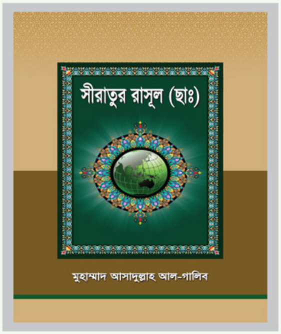
সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

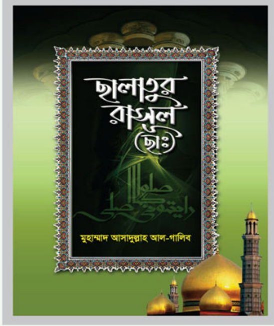
ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

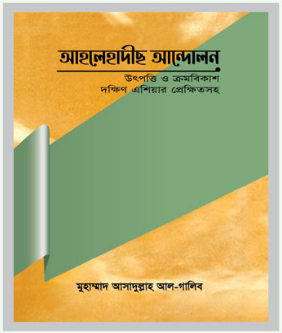
আহলেহাদীছ আন্দোলন
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নবীদের কাহিনী
১
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

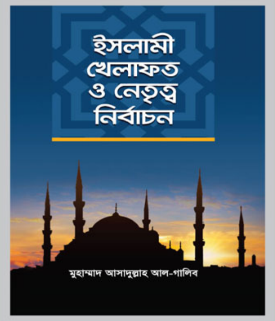
ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

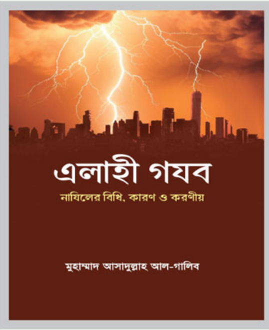
এলাহী গযব
নাযিলের বিধি, কারণ ও করণীয়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

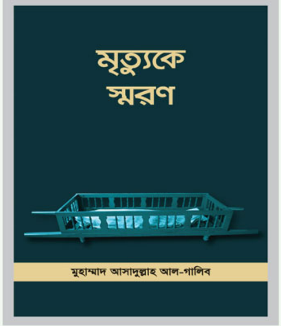
মৃত্যুকে স্মরণ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে
ইবাদত
গুরুত্ব ও তাৎপর্য
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

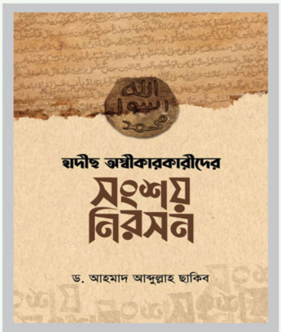
হাদীছ অস্বীকারকারীদের
সংশয় নিরসন
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

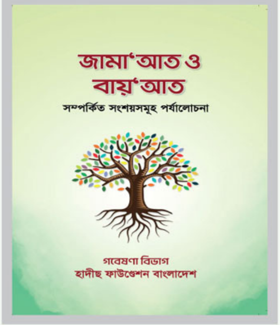
জামা'আত ও বায়'আত
সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা
গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মাসনূন দো'আ ও যিকর
গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

গোপন ইবাদত
আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

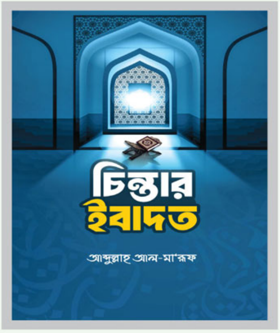
চিন্তার ইবাদত
আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

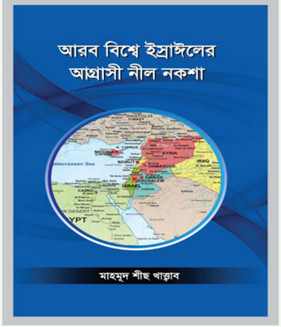
আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা
মাহমূদ শীছ খাত্তাব

অর্ডার করুন

☎ ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com